NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

# একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়
রবি সাহিত্য সংস্কৃতি · সোম স্বাস্থ্য বীমা · মঙ্গল শিক্ষা প্রযুক্তি চাকরি · বুধ ভ্রমণের টুকিটাকি · বৃহস্পতি খেলার জগৎ · শুক্র সিনেমা অনুষঙ্গ · শনি অর্থেক আকাশ

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ
একদিন
Website : www.ekdinnews.com
http://youtube.com/@dailyekdin2165
Epaper : ekdin-epaper.com
শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়: অর্জুন সিং

জনজাতিদের অধিকার হরণ করছে রাজ্য সরকার, বিস্ফোরক শুভেন্দু ৩

কলকাতা ১৬ নভেম্বর ২০২৫ ২৯ কার্তিক ১৪৩২ রবিবার উনবিংশ বর্ষ ১৫৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 16.11.2025, Vol.19, Issue No. 155, 8 Pages, Price 3.00

## মহুয়া-মামলা চার্জশিট দাখিলে সিবিআইকে অনুমতি লোকপালের

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর:** ক'দিন আগেই নদিয়ার করিমপুরের মাঠে তৃণমূল সাংসদ মহুয়া মৈত্র ও প্রাক্তন সাংসদ পিনাকি মিশ্রর বিয়ের রিসেপশন ছিল। খোলা মাঠে সুন্দর করে সাজিয়ে সেই রিসেপশনের ছবি সমাজ মাধ্যমে সেনসেশনও তৈরি করেছিল। এরই মধ্যে অন্য খবর এল মহুয়াকে নিয়ে। প্রশ্ন ঘুষ মামলায় মহুয়ার বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ করল লোকপাল। কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা সিবিআইকে চার্জশিট দাখিলের অনুমতি দিল দেশের অ্যান্টি-কোরাপশন ওয়াচ ডগ। পাশাপাশি এও জানানো হয়েছে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে সংশ্লিষ্ট আদালতে সিবিআই-কে সেই চার্জশিট পেশ করতে হবে। পাশাপাশি, তার একটি প্রতিলিপি জমা দিতে হবে লোকপাল আদালতেও।

সূত্রে খবর, লোকপালের নির্দেশ, '২০১৩ সালের লোকপাল আইনের ধারা ২০(৭) এবং ধারা ২৩(১) অনুযায়ী, সিবিআইকে আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে অভিযুক্তের বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা করতে হবে। পাশাপাশি, সেই জমা করা চার্জশিটের একটি প্রতিলিপি জমা দিতে হবে লোকপাল দপ্তরেও।' অবশ্য, সংশ্লিষ্ট আদালতে সেই চার্জশিট করার পরই যে আইনি প্রক্রিয়া শুরু হবে এমনটা নয়। নির্দেশিকায় লোকপালের তরফ থেকে এও জানানো হয়েছে, 'চার্জশিট জমা দেওয়ার পরেই সিবিআইয়ের দ্বিতীয় আবেদনটি বিবেচনা করা হবে। তার আগে আইনি প্রক্রিয়া নয়।'

গত বছর লোকপালের নির্দেশের পর মহুয়ার বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছিল কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা সিবিআই। ছ'মাসের মধ্যে সেই তদন্তের বিস্তারিত রিপোর্ট জমা দেওয়ার কথা ছিল তাঁদের। পরবর্তীতে সেই রিপোর্টের ভিত্তিতেই মহুয়ার বিরুদ্ধে চার্জশিট জমা দেওয়া এবং আইনি প্রক্রিয়া শুরু করার জন্য লোকপালের কাছে অনুমতি চেয়েছিলেন সিবিআই তদন্তকারীরা। যাতে এবার অনুমতি দিল লোকপালের সম্পূর্ণ বেঞ্চ।

সম্প্রতি এই লোকপালের বেঞ্চের শুনানি থেকে 'গা বাঁচাতে' চেয়েছিলেন কৃষ্ণনগরের সাংসদ। বিজেপি সাংসদ নিশিকান্ত দুবে সংবাদমাধ্যমের সামনে মামলার সংবেদনশীল নথি তুলে ধরেছিলেন বলে অভিযোগ ছিল মহুয়ার। সেই অভিযোগের ভিত্তিতেই লোকপাল শুনানিতে স্থগিতাদেশ জারি করার আর্জি জানিয়ে দিল্লি হাইকোর্টে দ্বারস্থও হন মহুয়া। বিচারপতি অনিল ক্ষেত্রপাল এবং বিচারপতি হরিশ বৈদ্যনাথ শঙ্করের ডিভিশন বেঞ্চে শুরুও হয় শুনানি। কিন্তু ঘুষের বিনিময়ে প্রশ্নের মামলার এই পর্যায়ে এসে কোনওরকম স্থগিতাদেশ জারি করা যাবে না বলেই জানিয়েছিল হাইকোর্ট। খারিজ হয় তৃণমূল সাংসদের আবেদন।

এদিকে লোকপালের নির্দেশে বলা হয়েছে, সিবিআই আগামী চার সপ্তাহের মধ্যে মহুয়া মৈত্র-সহ অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে চার্জশিট দাখিল করবে এবং সেই নথির একটি কপি লোকপালের রেজিস্ট্রিতে জমা দিতে হবে। তবে এখনও লোকপাল প্রসিকিউশন শুরু করার অনুমতি দেয়নি। তারা জানিয়েছে, চার্জশিট আদালতে দাখিল হওয়ার পর আদালত যখন অভিযোগ গ্রহণ করবে, তারপরই প্রসিকিউশন সংক্রান্ত পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।



শনিবার ফের কলকাতায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে। এজরা স্ট্রিটে বৈদ্যুতিক সামগ্রীর দোকানে আগুন লাগে। আশপাশের বেশ কিছুটা এলাকায় আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ঘটনাস্থলে দমকলের ২৪টি ইঞ্জিন পৌঁছয়। বেশ কয়েক ঘণ্টার চেষ্টায় আগুন নিয়ন্ত্রণে আসে। ছবিটি তুলেছেন অদিতি সাহা।

# সরকারে থাকবেন চিরাগ, মুখ্যমন্ত্রী চান নীতীশকেই

**পাটনা, ১৫ নভেম্বর:** বিহার বিধানসভা নির্বাচনে জিতে আবার সরকার গড়ার পথে নীতীশ কুমারের জেডিইউ নেতৃত্বাধীন এনডিএ। সেই জোটের সঙ্গী চিরাগ পাসওয়ানের দল লোক জনশক্তি পার্টি-রামবিলাস (এলজেপি-আর) চায়, এ বারের সরকারে যোগ দিতে। শুধু তা-ই নয়, চিরাগ চান, আবার বিহারের মুখ্যমন্ত্রী হন নীতীশই।

বিহারের নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর পদপ্রার্থী এ বার কোনও নাম ঘোষণা করেনি এনডিএ। ফলে নির্বাচন জিতলেও বাংলার পড়শি রাজ্যে কে পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হবেন, তা নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলছে। তার মধ্যেই চিরাগ মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে নিজের সমর্থন জানালেন নীতীশকেই!

বিহারের ফলপ্রকাশের পরের দিন সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় হাজিপুরের সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী চিরাগ বলেন, 'আমার দলের প্রতিনিধিরা নীতীশ কুমারের সঙ্গে দেখা করেন। জয়ের জন্য তাঁকে শুভেচ্ছাও জানান।' তার পরেই চিরাগ জানান, সরকারে যোগ দেবে তাঁর দল। যদিও অতীতে চিরাগ জানিয়েছিলেন, তাঁর দল সরকারকে সমর্থন করলেও সরকারে থাকবে না। তবে ভোটের ফলাফলের পর সেই মত পাল্টালেন চিরাগ। কেন মতবদল তাঁর ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে তিনি বলেন, 'কারণ ছিল। রাজ্য বিধানসভায় আমাদের কোনও প্রতিনিধি ছিল না। তাই আমরা সরকারে না-থাকার কথা বলেছিলাম।'

নীতীশের সঙ্গে চিরাগের সম্পর্ক বিহার রাজনীতিতে বহুচর্চিত। অতীতে দুই নেতার মধ্যে বিরোধ চরমে উঠেছিল। তবে এ বার বিহার ভোটের আগে সেই সমীকরণ বদলায়। আর ভোটে জিতে সেই নীতীশকে মুখ্যমন্ত্রীর দাবিদার বলেই মনে করেন চিরাগ। তিনি এ-ও জানিয়ে দেন, বিহার সরকারে থাকবে তাঁর দল। অর্থাৎ, মন্ত্রিত্বের দাবি জানানো হবে তা একপ্রকার স্পষ্ট করে দেন চিরাগ।

২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচন এনডিএ শরিক হিসাবেই লড়েন প্রয়াত রামবিলাসের পুত্র। পাঁচটি লোকসভা আসনে লড়ে সবক'টিতেই জেতে তাঁর দল। তৃতীয় মোদী সরকারে চিরাগ মন্ত্রীও হন। কিন্তু মাস ছয়েকের মধ্যেই বিহারের রাজনীতিতে ফের নীতীশের সরকারের সমালোচনায় সরব হতে শুরু করেন। ফলে ২০২৫ সালের বিধানসভা নির্বাচনে এনডিএ কতটা জোটবদ্ধ হয়ে লড়বে, তা নিয়ে নানা মহলে সংশয় ছিল।

আসন ভাগাভাগি পর্বে সে সংশয় আরও বেড়েছিল। কারণ, বিহারে অন্তত ৪০টি আসন এলজেপি-আর লড়বে বলে চিরাগ এক সময়ে জেদ ধরে বসেছিলেন। পরে অমিত শাহের মধ্যস্থতায় চিরাগ ২৮টি আসন নিয়েই জোটে থাকতে রাজি হয়ে যান। সেই ২৮টি আসনের মধ্যে ১৯টিই আসনেই জয় পায় চিরাগের দল।

## সাসপেন্ড প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী রাজকুমার সিং

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর:** বিরাট জয়ের পর বিহারে 'সাফাই' অভিযান শুরু বিজেপির। দলবিরোধী কাজের অভিযোগে সাসপেন্ড করা হল প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা শীর্ষ বিজেপি নেতা রাজকুমার সিংকে। শনিবারই বিহার বিজেপির তরফে তাঁকে শোকজও করা হয়েছে। কেন তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড করা হবে না তার উপযুক্ত ব্যাখ্যা দিতে বলে হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিহারে বিধানসভা নির্বাচন চলাকালীন রাজকুমার সিং বিজেপির শীর্ষ নেতাদের বিরুদ্ধে সরব হয়েছিলেন। তিনি বিজেপির উপমুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরীর বিরুদ্ধে সরব হন এবং তারাপুর কেন্দ্রের বাসিন্দাদের কাছে আবেদন জানান সম্রাটকে ভোট না দেওয়ার জন্য। শনিবার বিহার বিজেপির তরফে রাজকুমারকে যে নোটিস পাঠানো হয়েছে সেখানে বলা হয়েছে, তাঁকে দল থেকে সাসপেন্ড হচ্ছে। তিনি দল বিরোধী কাজকর্মের সঙ্গে যুক্ত। দল মোটেই বিষয়টিকে হালকাভাবে নিচ্ছে না। কেন তাঁকে দল থেকে বরখাস্ত করা হবে না তার উপযুক্ত কারণ ব্যাখ্যা করে তা যেন জানানো হয়।



# ভোট চুরিতেই অনড় কংগ্রেস

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর:** বিহারে হল না পরিবর্তন। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র উপরই আস্থা রেখেছে বিহারবাসী। ধরাশায়ী আরজেডি-কংগ্রেস। এখানেই শেষ নয়, কংগ্রেস এবং রাহুল গান্ধির জন্য এই হার অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ নির্বাচনের ফলাফলে দেখা গিয়েছে, রাহুলের ভোটার অধিকার যাত্রা যে ১১০ আসনকে ছুঁয়ে গিয়েছে সেখানে কোনও আসনে নির্বাচনের ফল তাঁর পার্টির পক্ষে নেই। এবার, বিহারে দলের খারাপ পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা করতে বৈঠক ডাকেন মল্লিকার্জুন খাড়গে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাহুল।

বিহার নির্বাচনের ফলাফল কংগ্রেসের জন্য লজ্জাজনক। কংগ্রেসকে প্রায়ই আইএনডিআইএ ব্লকে 'দুর্বল লিংক' হিসেবে দেখা হয়। এমনকী রাহুল গান্ধির বিজেপির বিরুদ্ধে 'ভোট চুরি'র অভিযোগও সাধারণ মানুষের সমর্থন পেতে ব্যর্থ হয়েছে।

জানা গিয়েছে, শুক্রবার



নির্বাচনে ভরাডুবির পরে শনিবারই কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়গে নিজের বাসভবনে একটি রুদ্ধদ্বার বৈঠক ডাকেন। পর্যালোচনা সভায় বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি, সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক কেসি বেণুগোপাল এবং সিনিয়র নেতা অজয় মাকেন উপস্থিত ছিলেন। বিহারের ফলাফল ঘোষণার পরেই, কংগ্রেস 'বিশাল মাত্রায় ভোট চুরি'কে এই ফলের জন্য দায়ী করেছে। এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্টে রাহুল লেখেন, দল এবং ইন্ডিয়া ব্লক এই পরাজয়ের একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করবে এবং 'গণতন্ত্র বাঁচাতে আরও কার্যকর প্রচেষ্টা করবে'।

# আরজেডির নীরবতা ভঙ্গ

**পাটনা, ১৫ নভেম্বর:** বিহারে হল না পরিবর্তন। নীতীশ কুমারের নেতৃত্বাধীন এনডিএ-র উপরই আস্থা রাখল বিহারবাসী। ধরাশায়ী আরজেডি-কংগ্রেস। ইতিমধ্যেই, বিহারে দলের খারাপ পারফরম্যান্সের পর্যালোচনা বৈঠক করেছে কংগ্রেস। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাহুল। এবার অবশেষে মৌনতা ভাঙল আরজেডি। এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্টে এই হারের পরে দলের বিবৃতি করেছে লালুর দল।

এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্টে আরজেডি-র তরফে লেখা হয়েছে, 'জনসেবা একটি চলমান প্রক্রিয়া, একটি অন্তহীন যাত্রা। এতে ওঠাপড়া লেগেই থাকে। হারের কোনও দুঃখ নেই, জয়ে কোনও অহংকার নেই। রাষ্ট্রীয় জনতা দল দরিদ্রদের দল। এটি দরিদ্রদের মধ্যেই তাদের আওয়াজ তুলবে।'

আরজেডি নিজের প্রতিক্রিয়ায় বিজেপি-কে আক্রমণ না করলেও কংগ্রেসের মুখে শোনা গিয়েছে ভোট চুরির কথা। এক্স হ্যান্ডলের একটি পোস্টে রাহুল লেখেন, দল এবং ইন্ডিয়া ব্লক এই পরাজয়ের একটি বিস্তারিত পর্যালোচনা করবে এবং 'গণতন্ত্র বাঁচাতে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবে'। তিনি আরও বলেন, বিহারের এই পরাজয়ের পিছনে অন্যতম বড় কারণ ভোট চুরি।

বিহারের নির্বাচনে ভরাডুবির মাঝেও এক্স হ্যান্ডলের এই পোস্টের মাধ্যমে কর্মীদের মনোবল ধরে রাখার চেষ্টা করছে লালুর দল। কিন্তু নির্বাচনের ফলাফল সেই কথা বলছে না। গতবারের ৭৫ আসন থেকে তাঁদের বিধায়ক সংখ্যা নেমে হয়েছে ২৫টি। অন্যদিকে, কংগ্রেসের আসন সংখ্যা ১৯ থেকে কমে হয়েছে ৬টি।

এবারের নির্বাচনে ভরাডুবি হয়েছে মহাগটবন্ধনের। এবারের নির্বাচনে বিজেপি ৮৯টি আসন জিতেছে। ২০২০ সালের নির্বাচনে তাদের আসন সংখ্যা ছিল ৭৪টি। অন্যদিকে, নীতীশ কুমারের জেডিইউ ৪৩ আসন থেকে বেড়ে ৮৫টি আসন জিতেছে।

# 'ঘাতক' গাড়ির অদূরে পার্ক করা সব গাড়িকে শনাক্ত করল পুলিশ

**নয়াদিল্লি, ১৫ নভেম্বর:** দিল্লিতে বিস্ফোরণের আগে লালকেল্লার পার্কিং লটে প্রায় তিনঘণ্টা দাঁড়িয়ে ছিল 'ঘাতক' গাড়িটি। এ বার ওই গাড়ির অদূরে দাঁড় করানো সমস্ত গাড়িকে শনাক্ত করল পুলিশ। তদন্তকারী সূত্রে খবর, ওই সব গাড়ির মালিক ও চালকদের নামের তালিকা তৈরি করে তাঁদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। একে একে সকলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে।

শনিবার তদন্তকারী এক কর্তা জানিয়েছেন, গত সোমবার দুপুর ৩টে ১৯ মিনিট নাগাদ লাল কেল্লার অদূরে সুনেহরি মসজিদের পার্কিং এলাকায় ঢুকেছিল সাদা রঙের হুন্ডাই আই২০ গাড়িটি। সেখানেই গাড়িটি তিন ঘণ্টা ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল। ওই সময়ের মধ্যে যে সব গাড়ি পার্কিং লটে ঢুকেছিল, এ বার সেই সব গাড়িকে শনাক্ত করেছেন তদন্তকারীরা। গাড়িগুলির রেজিস্ট্রেশন নম্বরের সূত্র ধরে মালিকদের ডেকে পাঠানো হয়েছে। একে একে তাঁদের জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেছে পুলিশ। ওই গাড়ির চালকেরা বিস্ফোরণে জড়িত সাদা গাড়ি কিংবা তার চালক উমর উন-নবিকে দেখেছিলেন কি না, সে সময় উমর কী করছিলেন, তাঁর গতিবিধি সন্দেহজনক মনে হয়েছিল কি না, গাড়িতে আর কে কে ছিলেন, এ সব নানা প্রশ্ন করা হচ্ছে তাঁদের। ওই ঘটনায় ইতিমধ্যে অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের ধারাগুলির অধীনে আলাদা করে আর একটি এফআইআর নথিভুক্ত করেছে দিল্লি পুলিশের স্পেশ্যাল সেল। জাতীয় তদন্ত সংস্থা (এনআইএ)-এর পাশাপাশি পৃথক ভাবে তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ।

# ফরিদাবাদ মডিউলে নিসারও

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** দিল্লির লালকেল্লা বিস্ফোরণের ঘটনার তদন্ত করতে করতে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ এবার এসে পৌঁছল উত্তর দিনাজপুরের সূর্যাপুর বাজার এলাকায়। সূত্রের খবর, সেখান থেকেই আটক করা হয়েছে মেডিক্যাল ছাত্রের নাম নিসার আলম। হরিয়ানার যে আল ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নাশকতার চক্রান্তের অভিযোগে মুজাম্মিল, আদিলদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে, নিসার সেই বিশ্ববিদ্যালয়েরই জুনিয়র চিকিৎসক।

সূত্রের খবর, ফরিদাবাদের আল-ফালাহ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র নিসার আলমের সঙ্গে ফরিদাবাদ মডিউলের যোগ পাওয়া গিয়েছে। মডিউলের সদস্যদের সঙ্গে বিভিন্ন ভাবে যোগাযোগ ছিল বলে নিসারকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ করছেন এনআইএ-র তদন্তকারীরা।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বর্তমানে নিসারের বাড়ি লুধিয়ানায়। কিন্তু, তাঁর পৈতৃক ভিটে উত্তর দিনাজপুর জেলার ডালখোলা থানার কোনাল গ্রামে। ধৃতের বাবা তৌহিদ আলম কর্মসূত্রে কয়েক দশক আগে লুধিয়ানায় গিয়ে স্থায়ী ভাবে বসবাস শুরু করেন। তবে তাঁর পরিবারের সঙ্গে কোনালের আত্মীয়দের যোগাযোগ এখনও রয়েছে। জানা গিয়েছে, দু'দিন আগে এক আত্মীয়ের বিয়েতে যোগ দিতে মা ও বোনকে নিয়ে কোনালে আসেন নিসার। তার মাঝেই শুক্রবার সকালে তাঁকে আটক করা হয়। তদন্তকারী সংস্থা সূত্রে জানা গিয়েছে, লালকেল্লা বিস্ফোরণের পরে প্রথমে গোয়েন্দাদের তরফে যোগাযোগ করা হয় লুধিনায় নিসারের বাবা তৌহিদ আলমের সঙ্গে। তিনিই জানান, তাঁর ছেলে বর্তমানে উত্তর দিনাজপুরে রয়েছে। সেই মতো বৃহস্পতিবার গভীর রাতে সূর্যাপুরের দিকে অভিযান শুরু হয়।

# শ্রীনগরের থানায় বাজেয়াপ্ত বিস্ফোরক ফেটে মৃত বেড়ে ৯

**শ্রীনগর, ১৫ নভেম্বর:** জম্মু ও কাশ্মীরের শ্রীগনগরের নওগাম থানায় শুক্রবার রাতের বিস্ফোরণে মৃতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে নয়। অধিকাংশই পুলিশ এবং ফরেন্সিক দলের আধিকারিক। আহত অন্তত ২৭ জন। মৃতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। সূত্রের খবর, আহতদের মধ্যে আরও কয়েক জনের অবস্থা সঙ্কটজনক। সংবাদ সংস্থা পিটিআই ন'জনের মৃত্যুর খবর নিশ্চিত করেছে।

কিছু দিন আগে হরিয়ানার ফরিদাবাদ এবং উত্তরপ্রদেশের সাহারানপুরে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরণ পদার্থ বাজেয়াপ্ত করেছিল জম্মু ও কাশ্মীর পুলিশ। উভয় ক্ষেত্রে যথাক্রমে হরিয়ানা পুলিশ এবং উত্তরপ্রদেশ পুলিশের সহযোগিতায় তল্লাশি চলেছে। উত্তর ভারতের এই অভিযান থেকে মোট ২৯০০ কেজি বিস্ফোরক উদ্ধার করা হয়েছিল। তাতে ছিল বোমা তৈরির মশলা এবং অস্ত্রশস্ত্র। শুধু ফরিদাবাদ থেকে পুলিশ উদ্ধার করে ৩৬০ কেজি অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট। পরীক্ষার জন্য তা কাশ্মীরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। রাখা হয়েছিল নওগাম থানায়। সেখানেই বিস্ফোরণ ঘটেছে।

বাজেয়াপ্ত করা অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট পরীক্ষা করে দেখতে নওগাম থানায় বেশ কয়েক জন ফরেন্সিক আধিকারিক উপস্থিত ছিলেন। ঠিক কী কারণে কী ভাবে বিস্ফোরণ ঘটল, গাফিলতি কার, এখনও স্পষ্ট নয়। তবে এই বিস্ফোরক পদার্থগুলিই দিল্লির লালকেল্লার সামনের বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়ে থাকতে পারে বলে তদন্তকারীদের একাংশের অনুমান। যে গাড়িটি দিল্লির বিস্ফোরণে ব্যবহার করা হয়েছিল, সেটি ফরিদাবাদ থেকেই এসেছিল।

নওগাম থানার ঘটনায় আহতদের ভারতীয় সেনার ৯২ বেস হাসপাতাল এবং শের-ই-কাশ্মীর ইনস্টিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেসে ভর্তি করানো হয়েছে। নওগামের ঘটনাস্থলে রাতেই পৌঁছেছেন পুলিশের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা। এলাকা খালি করে দেওয়া হয়েছে।

দিল্লির বিস্ফোরণের সঙ্গে যে জঙ্গি-যোগ পাওয়া গিয়েছে, নওগাম থানার পুলিশই তা প্রথম খুঁজে বার করে। শ্রীনগরের রাস্তায় এক চিকিৎসককে জইশ-ই-মহম্মদের সমর্থনে পোস্টার সাঁটতে দেখা গিয়েছিল। সিসি ক্যামেরার ফুটেজ ঘেঁটে তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। সেই চিকিৎসক আদিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করে ফরিদাবাদে মজুত বিস্ফোরকের সন্ধান পান তদন্তকারীরা।

## রিপোর্ট তলব

**■ আদালত নির্দেশ দিলেও একশো দিনের কাজ শুরু হওয়া ও এই বাবদ বকেয়া অর্থ পাওয়া নিয়ে সংশয়েই রাজ্য। সূত্রের খবর, কেন্দ্রীয় গ্রামোন্নয়ন মন্ত্রক নতুন করে একমাসের মধ্যে 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট' চাওয়ায় নবান্ন মনে করছে, টালবাহানা করে একদিকে বকেয়া টাকা আটকে রাখা এবং অন্যদিকে নতুন করে একশো দিনের কাজ শুরু করার বিষয়টি নিয়েও সময় নষ্ট করার পথে হাঁটছে কেন্দ্র। কেন্দ্রের দেওয়া 'অ্যাকশন টেকেন রিপোর্ট'-এর উত্তর প্রশাসনিকভাবে দেওয়াই দস্তুর। তা দেওয়াও হবে। কিন্তু তাতে যে কেন্দ্র সন্তুষ্ট হবে, তা মনে করছে না নবান্নের শীর্ষমহল।**

# ঝলসে মৃত একই পরিবারের ৫

**মুজফফরপুর, ১৫ নভেম্বর:** বিহারের মুজফফরপুরে ভয়াবহ দুর্ঘটনা। এক বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের জেরে মৃত্যু হল একই পরিবারের পাঁচ সদস্যের। আহত হয়েছেন আরও পাঁচ জন। গোটা ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে তীব্র এলাকায়। প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে, শুক্রবার গভীর রাতে মতিপুর এলাকায় একটি বাড়ির তিন তলায় হঠাৎ আগুন লেগে যায়। সেই সময় ঘরের ভিতরে ঘুমাচ্ছিলেন পরিবারের সদস্যরা। আগুন দেখেই চিৎকার শুরু করেন তাঁরা। আওয়াজ পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন স্থানীয় বাসিন্দারা। আগুনের দাপট সত্ত্বেও কোনও রকমে বাড়িটির বাইরে বেরিয়ে আসেন পাঁচ সদস্য। সামান্য



অগ্নিগদ্ধ হয়েছেন তাঁরা। কিন্তু বাকি পাঁচ জন বেরোতে পারেননি। ঘটনাস্থলেই অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যু হয় তাঁদের। খবর পেয়ে তড়িঘড়ি সেখানে পৌঁছয় পুলিশ এবং দমকল। আহত পাঁচ জনকে উদ্ধার করে নিকটবর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে।

# এক মাসেই আয় হয়েছে ৭১ লক্ষ টাকা, নতুন উৎসাহে ভরপুর বেঙ্গল সাফারি পার্ক

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রেকর্ড আয়, বাড়তি আকর্ষণ; সব মিলিয়ে নতুন উৎসাহে ভরপুর বেঙ্গল সাফারি পার্ক। পার্ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, চলতি বছর অক্টোবরে এক মাসেই আয় হয়েছে ৭১ লক্ষ টাকা। উদ্বোধনের পর এই প্রথম এত বড় অঙ্কের রাজস্ব সংগ্রহ। গত বছর দুর্গাপুজো থেকে ভাইফোঁটা পর্যন্ত মোট আয় ছিল ৬১ লক্ষ। সেই তুলনায় এ বছরের অগ্রগতি নজিরবিহীন বলেই মনে করছে পার্ক কর্তৃপক্ষ।

বেঙ্গল সাফারি পার্কের ডিরেক্টর বিজয় কুমার বলেন, গতবার পুজোর মরশুমে আয় হয়েছিল ৬১ লক্ষ। এ বছর শুধু অক্টোবরে ৭১ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। সামনে আরও বৃদ্ধি হবে বলেই আশা করছি। বাড়ছে পর্যটকের ভিড়, আর তার সঙ্গে বাড়ছে আয়, এভাবেই বছর বছর সাফল্যের গ্রাফ ঊর্ধ্বমুখী।

পার্ক সূত্রে জানা গিয়েছে, বহু প্রতীক্ষিত লায়ন সাফারি ২০২৫ সালের পুজোর আগেই শুরু করার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু সেন্ট্রাল জু অথরিটি পরিকাঠামো সংক্রান্ত কিছু ত্রুটি নির্দেশ করায় প্রকল্পটি বিলম্বিত হয়। সিজিএ-র নির্দেশ মেনে সংশোধনের কাজ ইতিমধ্যেই সম্পূর্ণ হয়েছে। নতুন করে আবেদন পাঠানো হয়েছে, এবং অনুমোদন মিললে ২০২৬ সালের শুরুর দিকেই লায়ন সাফারি দর্শকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে। এ মুহূর্তে পার্কে রয়েছে ত্রিপুরার সেপাহিজলা জু থেকে আনা সিংহযুগল; সুরজ এবং তানিয়া। চলতি বছর তাদের তিনটি শাবকের জন্ম হয়েছে, যা লায়ন সাফারির সম্ভাবনা নিয়ে উত্তেজনা আরও বাড়িয়েছে।




সম্প্রতি কলকাতার আলিপুর চিড়িয়াখানা থেকে ১৮টি নতুন প্রাণী আনা হয়েছে বেঙ্গল সাফারিতে। কোয়ারেন্টাইন প্রক্রিয়া শেষ হলে ডিসেম্বরের শুরু থেকে পর্যটকেরা এই প্রাণীদের দেখতে পারবেন। নতুন আগতদের তালিকায় রয়েছে; হিমালয়ি ব্ল্যাক বেয়ার এক জোড়া, পেইন্টেড স্টর্ক দুই জোড়া, স্পুনবিল এক জোড়া, ঘরিয়াল এক জোড়া এবং গ্রিন ইগুয়ানা তিন জোড়া।

# 'কলকাতা দর্শন' নামে ট্যুর প্যাকেজের আয়োজন পরিবহণ দপ্তরের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: শীতের মরশুমে কলকাতার পর্যটন শিল্পকে নতুন মাত্রা দিতে বিশেষ উদ্যোগ নিল রাজ্য পরিবহণ দপ্তর। ডিসেম্বরের শুরু থেকেই 'কলকাতা দর্শন' নামে দুটি বিশেষ এসি ভলভো বাস প্যাকেজ ট্যুর চালু করতে চলেছে দপ্তর। পর্যটকরা আরামদায়ক বাসে গাইড সহ ঘুরে দেখতে পারবেন কলকাতা ও শহরতলীর নানা দর্শনীয় স্থান।**

**পরিবহণ দপ্তর সূত্রে জানা গেছে, প্রথম প্যাকেজটি ইকোপার্ক কেন্দ্রিক। এই ট্যুরে পর্যটকদের নিয়ে যাওয়া হবে ইকোপার্ক, মাদারস ওয়াক মিউজিয়াম, নিউটাউন হরিণালয়, মিষ্টি হাব, ইকো আর্বান ভিলেজ, বিশ্ববাংলা গেট, নজরুল তীর্থ-সহ বেশ কয়েকটি জনপ্রিয় স্থানে।**

**অন্যদিকে কালীঘাট ট্যুর প্যাকেজে পর্যটকদের ঘুরিয়ে দেখানো হবে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল, ন্যাশনাল লাইব্রেরি, আলিপুর জেল মিউজিয়াম, ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম, ইডেন গার্ডেন্স, হাওড়া ব্রিজ, হাওড়া ফুল বাজার, প্রিন্সেপ ঘাট, ট্রাম স্মরণিকা ও নন্দন চত্বর-সহ শহরের ঐতিহ্যবাহী বিভিন্ন এলাকা। জানা গিয়েছে, আপাতত এই দুটি প্যাকেজ দিয়েই শুরু হচ্ছে উদ্যোগ। পর্যটকদের চাহিদা বাড়লে আরও নতুন রুট ও প্যাকেজ যুক্ত করা হবে। উল্লেখযোগ্য যে, দুর্গাপুজোর সময় বনেদি বাড়ির পুজো ঘোরার জন্যও বিশেষ বাস ট্যুরের ব্যবস্থা করে পরিবহণ দপ্তর। বয়স্কদের জন্যও থাকে পৃথক ভ্রমণ প্যাকেজ।**

# বরানগরে বাগজোলা খালের অংশ দখল করার অভিযোগে জমি হাঙরদের বিরুদ্ধে

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** বরানগর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের ওপর দিয়ে বয়ে গেছে জলনিকাশির অন্যতম মাধ্যম বাগজোলা খাল। সাংসদ সৌগত রায়ের সাংসদ তহবিলের অর্থে বাগজোলা খাল সংস্কার করা হয়েছিল। ফলস্বরূপ, খালের পার্শ্ববর্তী এলাকার বাসিন্দারা জলমগ্ন দশা থেকে নিস্তার পেয়েছেন। সম্প্রতি বরানগর পুরসভার ১ নম্বর ওয়ার্ডের সতীন সেন নগরের কাছে পাইলিংয়ের নামে বাগজোলা খালের অংশ অবৈধ উপায়ে দখল করছেন জমি হাঙরদের একাংশ, এমনটাই অভিযোগ বাসিন্দাদের। এই অভিযোগ পেয়ে শনিবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনে আসেন বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি।



ঘটনাস্থলে আসা মাত্রই বিধায়িকাকে ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখান ক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। পাশাপাশি স্থানীয়রা জমি হাঙরদের বিরুদ্ধেও একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। স্থানীয় বাসিন্দা মলয় রায়ের অভিযোগ, আশপাশের লোকজন খাল দখল করে নিচ্ছে। ৫০ ফুট চওড়া খাল আজ ২০ ফুট হয়ে গেছে। খাল ক্রমশঃ সংকীর্ণ হয়ে যাওয়ায় জল নিষ্কাশনে বাধা পাচ্ছে। যদিও এদিন ক্ষুব্ধ বাসিন্দাদের সঙ্গে কথা বলেন বরানগরের বিধায়ক সায়ন্তিকা ব্যানার্জি। বাসিন্দাদের সমস্যার কথা শুনে বিধায়ক দ্রুত সমাধানের আশ্বাস দেন। তিনি সাফ জানিয়ে দেন, বাগজোলা খালের অংশ কোনোওভাবেই দখল করা যাবে না।

# বিহারের জয়ের বাতাসে নতুন আত্মবিশ্বাস, তৃণমূলকে আক্রমণে শমীক ভট্টাচার্য

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** বিহারে এনডিএ-র জয়ের পর বিজেপি নেতৃত্ব এখন চোখ রেখেছে পশ্চিমবঙ্গের ভোটের দিকে। দলের রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের বক্তব্য, সেই ফলেই তৃণমূল কংগ্রেসের ভেতরে অস্বস্তি ও হতাশার সঞ্চার হয়েছে। তাঁর অভিযোগ, রাজ্যের শাসক দল দীর্ঘদিন ধরে প্রশাসন ও রাজনীতিকে ব্যক্তিস্বার্থে ব্যবহার করে সমাজে অস্থিরতা সৃষ্টি করেছে। এবার মানুষ সেই অবস্থার পরিবর্তন চায়। তিনি বলেন, অন্যান্য রাজ্যে যেখানে আগে সহিংসতা-নির্ভর রাজনীতি দেখা যেত, সেখানে আজ শান্তিপূর্ণ ভোট সম্পন্ন হচ্ছে। বিহারে সাম্প্রতিক নির্বাচনের উদাহরণ টেনে শমীকের মন্তব্য, সেখানে রক্তপাত বা বুথ দখলের মতো চিত্র আর দেখা যায়নি, যা রাজনীতির ইতিবাচক পরিবর্তনের ইঙ্গিত দেয়। তাঁর মতে, পশ্চিমবঙ্গকেও এখন সমাজে শান্তি ও উন্নয়নের দিকে মনোযোগী হতে হবে, সংঘাত নয়। বিজেপির রাজ্য সভাপতির দাবি, উত্তরবঙ্গের একটি বড় অংশ এখন তৃণমূলের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। রাজবংশী ও কামতাপুরী জনগোষ্ঠী নিজেরাই এবার অবস্থান স্পষ্ট করে জানাবে, এবং সেই ভোটে রাজ্য রাজনীতি নতুন সমীকরণ দেখবে। তিনি আরও বলেন, দেশের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ এখন সন্ত্রাস দমন। সাম্প্রতিককালে রাজধানী ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিস্ফোরণ ও বিস্ফোরক উদ্ধার ঘটনার প্রসঙ্গ টেনে তিনি জানান, সীমান্ত এলাকাগুলি ব্যবহার করে চক্রান্ত চলছে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা রাজ্য সরকারকে সতর্ক করলেও কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি, যা ভবিষ্যতে নিরাপত্তাব্যবস্থার জন্য বিপজ্জনক হতে পারে।

# অবৈধ নির্মাণের অভিযোগ, দগ্ধ বহুতলে ২২ বার আগুন লেগেছে: কাউন্সিলর

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এজরা স্ট্রিটে আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পৌঁছন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এমন এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে ওই বহুতলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আশ্বাস দেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসা হবে।

এদিন ঘটনাস্থল পরিদর্শনের পর মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, 'ওই বহুতলে বহু বৈদ্যুতিক তার অগোছালোভাবে রয়েছে বলে নজরে এসেছে। এ ব্যাপারে সিইএসসি, দমকল, ব্যবসায়ী সমিতি, পুরসভা, পুলিশকে নিয়ে বৈঠক করব। যাতে বড়বাজারে যাঁরা ব্যবসা করেন, তাঁরা সুষ্ঠুভাবে করতে পারেন। যাতে দমকল আসতে অসুবিধা না হয়, তা দেখার দায়িত্ব সকলের।'

এদিন ১৭ নম্বর এজরা স্ট্রিটের যে বহুতলে আগুন লাগে তা বহু প্রাচীন বলে জানান স্থানীয় কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক। সঙ্গে এও জানান, কমপক্ষে বাইশবার আগুন লেগেছে এই বহুতলে। পাশাপাশি তাঁর আরও অভিযোগ, 'এটা ঘিঞ্জি এলাকা। আগুন লাগার আশঙ্কা যে রয়েছে তা বহুবার দমকল, পুলিশ কমিশনারকে লিখেছি। কাউকে বলতে বাকি রাখিনি। তবে তাতে কারও টনক নড়েনি। কাগজ আমার কাছে আছে। কিছুই ঠিকঠাক হয়নি।'

এদিকে কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠকের অভিযোগ উড়িয়ে দিয়ে মেয়র ফিরহাদ হাকিম জানান, অবৈধ নির্মাণ আদৌ ওই বহুতলে হয়েছে কিনা, তা কলকাতা পুরসভা বিল্ডিং বিভাগ খতিয়ে না দেখা পর্যন্ত বলা সম্ভব নয়। পাশাপাশি মেয়র এও জানান, 'হতে পারে বেআইনি, আমি চ্যালেঞ্জ করছি না। এত বড় বাড়িতে কে কী করছেন, তা জানা যায় না। যখন এগুলো হয়, তখন কেউ জানাননি। একশো-দেড়শো বছরের পুরনো বাড়ি। তাই কতটা আইনি, কতটা বেআইনি নির্মাণ তা এখনই বলতে পারব না। আগে বিল্ডিং বিভাগের লোকজনেরা আসবেন, তবেই বলতে পারব।' প্রমাণ পেলে অবৈধ নির্মাণ ভেঙে দেওয়া হবে বলেই সাফ জানান মেয়র।অগ্নিকাণ্ডে বহু ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ওই ব্যবসায়ীদের।

তবে এই সব ক্ষতিগ্রস্ত ব্যবসায়ীদের পাশে দাঁড়াবে রাজ্য সরকার দাঁড়াবে কি না সেই প্রশ্নের জবাবে মেয়রের দাবি, ব্যবসায়ী সমিতির সঙ্গে বৈঠক করে দেখা হবে কতটা ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। তারপরই প্রয়োজনমতো ব্যবস্থা নেওয়া হবে। কীভাবে এজরা স্ট্রিটের মতো ঘিঞ্জি এলাকায় আগুন লাগল, তা এখনও স্পষ্ট নয়।

এদিকে আগুন লাগার খবর পেয়ে পৌঁছে যান দমকলমন্ত্রী সুজিত বসুও। এলাকাটি ঘুরেও দেখেন তিনি। এই এলাকায় দোকানগুলির বিরুদ্ধে অগ্নিনির্বাপক ব্যবস্থা মেনে না চলার অভিযোগ উঠেছে। এই প্রসঙ্গে দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, 'সব কিছু খতিয়ে দেখা হবে। কী থেকে আগুন, তা ফরেনসিক না হওয়া পর্যন্ত বলতে পারব না।' ব্যবসায়ীদের কাছে তাঁর আর্জি, 'ব্যবসা করুন, সবরকম সহযোগিতা করবে রাজ্য সরকার। অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা ঠিকমতো রাখুন।'

# এসআইআর ফর্মে ওটিপি, আটক আট

**খনিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত: এসআইআর ফর্ম ফিলাপে দিতে হচ্ছে ওটিপি নম্বর, গলায় ঝোলানো আই কার্ড, হাতে ল্যাপটপ। তাদের দাবি, দিল্লি থেকে এসেছেন এসআইআর ফর্ম ফিলাপের জন্য। কিন্তু এসআইআর ফর্ম ফিলাপে কেন লাগবে ওটিপি? এলাকার মানুষ আটকে রেখে পুলিশকে খবর দিলে পুলিশ আট জনকে আটক করে নিয়ে যান। ঘটনাকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের মধ্যে চাঞ্চল্য তৈরি হয়েছে।**

**কদম্বগাছি রেল স্টেশনের টিকিট কাউন্টারের পার্শ্ববর্তী হেমন্ত বসু এলাকায় ব্যানার টাঙিয়ে চলছে এসআইআর এর ফর্ম ফিলাপ। ফর্ম ফিলাপ করতে লাগছে মোবাইল নম্বর। আর সেই মোবাইল নাম্বারে যাচ্ছে একটি ওটিপি প্রচুর মানুষ ভিড় জমিয়েছেন এসআইআরের ফর্ম ফিলাপের জন্য। তারা দিল্লি থেকে এসেছেন লোকবন্ধু পার্টির সদস্য। তারা গ্রামে গ্রামে গিয়ে এসআইআর ফর্ম ফিলাপ করছেন সঙ্গে একটি ওটিপি নাম্বার নিচ্ছেন এই ওটিপি নাম্বার তারা রেকর্ড করে রাখবেন বলেও জানান। এখানেই সন্দেহ হয় এলাকার মানুষের। স্যারের ফর্মে কেন ওটিপি নাম্বার? তা নিয়ে সন্দেহ হতেই আটকে রেখে বিক্ষোভ দেখান।**

# রাজভবনে উদযাপিত হল বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী



**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** 'এক ভারত শ্রেষ্ঠ ভারত' কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ঝাড়খণ্ড রাজ্য স্থাপনা দিবস এবং ধর্তি আবা ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী কলকাতা রাজভবনে যথাযথ মর্যাদায় উদ্‌যাপন করা হয়। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব, শিল্পী এবং বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিরা।

অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ভগবান বিরসা মুন্ডাকে গভীর শ্রদ্ধা জানান। তিনি বলেন, স্বাধীনতা সংগ্রাম, সংস্কৃতি এবং জাতি গঠনে ঝাড়খণ্ডের মানুষের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আদিবাসী সমাজের অধিকার রক্ষায় বিরসা মুন্ডার আত্মত্যাগ আজও দেশকে অনুপ্রাণিত করে। বিরসা মুন্ডার নামে পুরস্কার প্রদানের কথা ঘোষণা করে রাজ্যপাল বলেন, এই বিশেষ পুরস্কারের মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গ ও ঝাড়খণ্ডের মোট ২৫০ জন ছাত্রছাত্রীকে বৃত্তি প্রদান করা হবে। তাঁদের অসাধারণ কৃতিত্ব এবং ভবিষ্যৎ প্রচেষ্টাকে উৎসাহ দেওয়াই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। অনুষ্ঠানে ঝাড়খণ্ডের রাজ্যপাল সন্তোষ কুমার গঙ্গোয়ার-এর একটি ভিডিও বার্তা পরিবেশন করা হয়।

# তাসা ব্যান্ড বাজিয়ে শ্মশানযাত্রা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার:** ঠাকুমার শেষ ইচ্ছাপূরণ করতে তাসা ব্যান্ড বাজিয়ে শ্মশান যাত্রা করলেন নাতিরা।

ঠাকুমার বয়স ৮৫ বছর। তিনি কয়েক মাস ধরে শারীরিক অসুস্থতার কারণে ভুগছিলেন। নাম মিলন সর্দার, বাড়ি ভাতার গ্রামে। তিনি নাতিদেরকে বলে গিয়েছিলেন তাঁর মৃত্যু হলে যেন তাকে ব্যান্ড তাসা বাজিয়ে শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হয়।সেই কথামতো বাড়ি থেকে ব্যান্ড বাজিয়ে শ্মশান পর্যন্ত নিয়ে যাওয়া হয় ঠাকুমাকে।জানা গিয়েছে শনিবার সকালে তিনি শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে।এরপর তাকে নিয়ে আসা হয় বাড়িতে।

# বঙ্গের এসআইআর কর্মযজ্ঞে দারুণ অগ্রগতি, ফর্ম বিতরণ ছুঁল প্রায় পূর্ণতা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) প্রক্রিয়া দ্রুত এগোচ্ছে। নির্বাচন কমিশনের সর্বশেষ রিপোর্ট জানাচ্ছে, শনিবার বিকেল চারটের হিসেব অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ হয়েছে ৯৮.০৮ শতাংশ ভোটারের কাছে। সিইও দপ্তর নিশ্চিত করেছে, সোমবার থেকেই পূরণ করা ফর্ম সংগ্রহের কাজ আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হবে।

কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, মোট ৭ কোটি ৬৬ লক্ষ ৩৮ হাজার ২৮৮ জন ভোটারের মধ্যে ৭ কোটি ৫১ লক্ষ ৬৩ হাজার ৯৭০ জন ইতিমধ্যেই ফর্ম পেয়েছেন। বৃহৎ রাজ্যগুলির তালিকায় পশ্চিমবঙ্গের ঠিক উপরে রয়েছে মধ্যপ্রদেশ, যেখানে বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে ৯৮.৩৮ শতাংশ। এরপর রয়েছে রাজস্থান (৯৭.৩২ শতাংশ), উত্তরপ্রদেশ (৯৪.৩৭ শতাংশ), তামিলনাড়ু (৯২.০৪ শতাংশ) এবং কেরল (৮৭.৫৪ শতাংশ)। আর গোয়া ও লাক্ষাদ্বীপ; এই দুই কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে শতভাগ ফর্ম বিতরণ সম্পন্ন হয়েছে বলে কমিশন সূত্রে জানা গেছে।

তবে কমিশনেরই সাম্প্রতিক এক মূল্যায়নে উঠে এসেছে, রাজ্যের সব বিধানসভা এলাকায় একই গতিতে কাজ এগোয়নি। যে সব জায়গায় পিছিয়ে পড়েছে সেখানে জেলাশাসন ব্যবস্থা জোরদার নজরদারি ও তৎপরতা বাড়িয়েছে। নির্বাচন কমিশন লক্ষ্য স্থির করেছে ; ৪ ডিসেম্বরের মধ্যে রাজ্যজুড়ে ১০০ শতাংশ এনুমারেশন ফর্ম বিতরণ শেষ করাকে। যে যে বিধানসভা কেন্দ্রগুলোকে পিছিয়ে থাকা অঞ্চল হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে, সেগুলির নাম; শিলিগুড়ি, কালিয়াগঞ্জ, রায়গঞ্জ, তপন, পলাশিপাড়া, রানাঘাট উত্তর-পূর্ব, জগদ্দল, নওয়াপাড়া, খড়দা, পানিহাটি, রাজারহাট, নিউটাউন, রাজারহাট গোপালপুর, বিধাননগর, জয়পুর, বারুইপুর পূর্ব, বারুইপুর পশ্চিম, সোনারপুর দক্ষিণ, কসবা, যাদবপুর, সোনারপুর উত্তর, টালিগঞ্জ, বেহালা পূর্ব, বেহালা পশ্চিম, মহেশতলা, মেটিয়াবুরুজ, কলকাতা পোর্ট, বেলেঘাটা, জোড়াসাঁকো, কাশীপুর, বেলগাছিয়া, বালি, হাওড়া উত্তর, হাওড়া দক্ষিণ, খড়গপুর সদর, দুবরাজপুর, সিউড়ি, আলিপুরদুয়ার এবং কুলটি। এসআইআর-এর সময়সীমা সামনে রেখে প্রশাসন ও নির্বাচন কমিশন দুই-ই সমন্বিতভাবে মাঠে নেমেছে যাতে নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই লক্ষ্য অর্জন করা যায়।

## এসআইআর পর্যালোচনায় আসছে নির্বাচন কমিশনের উচ্চপর্যায়ের দল

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** রাজ্যে ভোটার তালিকা সংশোধনের বিশেষ প্রক্রিয়া, অর্থাৎ এসআইআর, এখন পুরোদমে এগিয়ে চলেছে। এই কাজের অগ্রগতি ও মান যাচাই করতে আগামী সপ্তাহে পশ্চিমবঙ্গে পা রাখতে চলেছেন জাতীয় নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা। কমিশনের তরফে স্পষ্ট করা হয়েছে; ভোটার তালিকা যেন সম্পূর্ণ নির্ভুল, স্বচ্ছ ও ত্রুটিমুক্ত থাকে, সেই লক্ষ্যেই তাঁদের এ সফর।

দিল্লি থেকে আসা এই প্রতিনিধি দলটি ১৮ নভেম্বর কলকাতায় পৌঁছবে। এরপর ২১ নভেম্বর আয়োজিত এফএলসি কর্মশালায় তারা যোগ দেবেন। দলে থাকছেন সিনিয়র ডিইসি জ্ঞানেশ ভারতী, প্রধান সচিব এস বি জোশি ও মালয় মল্লিক, এবং উপসচিব অভিনব আগরওয়াল। সঙ্গে উপস্থিত থাকবেন নির্বাচন কমিশনের অন্যান্য ঊর্ধ্বতন আধিকারিক, রাজ্যের সিইও, জেলার ডিইও-সহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ। এদিকে, রাজ্যজুড়ে বিএলওরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে ভোটারদের হাতে এনুমারেশন ফর্ম পৌঁছে দিচ্ছেন। কমিশনের পরিসংখ্যান অনুযায়ী, ইতিমধ্যেই ৭.৪৫ কোটি অর্থাৎ প্রায় ৯৭.৩৩ শতাংশ ফর্ম বিতরণ হয়েছে। তবে কমিশনের একটি সাম্প্রতিক প্রতিবেদনে দেখা গেছে, সমস্ত এলাকায় সমান গতিতে কাজ হয়নি।

সিইও দপ্তরের তথ্যে উঠে এসেছে, প্রায় ৪০টি বিধানসভা কেন্দ্র এখনও ফর্ম বিতরণে পিছিয়ে। এই সব বিধানসভায় দ্রুত ফর্ম বিতরণ করতে জেলা প্রশাসনকে তৎপর হতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কমিশনের লক্ষ্য;৪ ডিসেম্বরের মধ্যেই ১০০ শতাংশ ফর্ম বিলি শেষ করা।

১২ নভেম্বর সিইও মনোজ আগরওয়াল ভার্চুয়ালি বৈঠক করেন সেই সব এলাকার ইআরওদের সঙ্গে, যেখানে ফর্ম বিতরণ পুরোপুরি সম্পন্ন হয়নি। এছাড়া, আধারভিত্তিক যাচাইয়ের বিষয়েও নতুন নির্দেশিকা জানিয়েছে সিইও দপ্তর। বলা হয়েছে, যাঁদের আধার তথ্য অনুযায়ী মৃত্যু নথিভুক্ত হয়েছে, অথচ তাঁদের নামে যদি কেউ ফর্ম জমা দিয়ে থাকে, তাহলে সংশ্লিষ্ট ইআরও ব্যক্তিগতভাবে সেই জমাদাতার পরিচয় নিশ্চিত করবেন।


# শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

**নাম-পদবী**

গত ১৪/১১/২০২৫, S.D.E.M., শ্রীরামপুর, হুগলী কোর্টে ১৫৪৯৪ নং এফিডেভিট বলে Md Samsad ও Md Samsad Ahamad S/o. Md Safi সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

**Change of Name**

I, **Niden Chandra Dutta @ Naresh Dutta** S/o **Narayan Chandra Dutta**, residing at North Bhawanipur (Near Janahit Sangha), P.O.- KGP, P.S.- KGP(T), Dist.- Paschim Medinipur, W.B, PIN- 721301 shall henceforth be known as **NIDEN DUTTA** S/o Narayan Chandra Dutta vide affidavit No.- 2405, dated 25/09/2003 as declared Before the Notary Publice Paschim Medinipur. **Niden Chandra Dutta @ Naresh Dutta** and **NIDEN DUTTA** are same and one identical person.

**DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION KOLKATA UNIT-II, 8B, NELIE SENGUPTA SARANI,7th FLOOR, KOLKATA-700087**
**LEGAL NOTICE**
Whereas Anis Ahmed Khan and his wife AAlia Nisa both are residing at 138, Karaya Rd, Circus Avenue, P.S. Beniapukur, Kolkata-17 W.B. as filed consumer complaint being No. **CC/189/2023** under Section 35 of Consumer Protection Act, 2019, before the DCDRC, Kolkata, Unit-II against the opposite party of M.K.H.S. LLP at Between Gate No.1 & 2, Salt Lake Stadium Complex, Salt Lake City, P.S. Eco Park Bidhannagar, Kolkata-700098. The said opposite party is directed to appear in person or by any duly authorized on 22.12.2025 at 10.30 A.M. and to show cause against the charge leveled, failing which the matter will be heard exparte and appropriate order be passed.
**By the order of**
**Sd/-**
**President** D.C.D.R.C. Kolkata Unit-II Judicial Magistrate,1st Class (U/s 71 of the C.P. Act.2019)

**DISTRICT CONSUMER DISPUTES REDRESSAL COMMISSION KOLKATA UNIT-II 8B, NELIE SENGUPTA SARANI,7th FLOOR,KOLKATA-700087**
**LEGAL NOTICE**
Whereas Anis Ahmed Khan, 138, Karaya Rd, Circus Avenue, P.S. Beniapukur, Kolkata -17, W.B. as filed consumer complaint being No. **CC/188/2023** under Section 35 of Consumer Protection Act, 2019, before the DCDRC, Kolkata, Unit - II against the opposite party of Cancun Constructions at PS IXL Building, 5th floor, Room No. 505, Rajarhat, Chinar Park, New Town Road, Kolkata - 700136.The said opposite party is directed to appear in person or by any duly authorized on 22.12.2025 at 10.30 A.M. and to show cause against the charge leveled, failing which the matter will be heard exparte and appropriate order be passed.
**By the order of**
**Sd/-**
**President D.C.D.R.C. Kolkata Unit-II Judicial Magistrate,1st Class (U/s 71 of the C.P. Act.2019)**

**নাম-পদবী**

গত ২৪/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৩৪২ নং এফিডেভিট বলে আমি Sadhan Das @ Sadhan Chandra Das S/o. Bishwanath Das R/o. Serampore, Hanral, Dadpur, Hooghly-712149, W.B. ঘোষণা করিয়াছি যে, বিগত ২৮/০৯/১৯৮১ তারিখে ৩০৮২/১৯৮১ নং খরিদা দলিলে বিক্রেতার নাম Patal Bala Dasi @ Hemangini Dasi W/o. Late Chandicharan Das উল্লেখ আছে। Patal Bala Dasi ও Hemangini Dasi W/o. Late Chandicharan Das উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত।

নোটিশ
**In the Court of the Ld. District Judge, Paschim Medinipur**
Other Suit No. 18 / 2024
Smt. Anjali Singha........ Petitioner
- Vs -
Sri Kalipada Singha & others
.................................. Opp. Parties
প্রতি- K) Sri Sudip Singha
S/o Late Narayan Chandra Singha
Residing at + PO. Inda,
P.S. Kharagpur (T),
Dist. Paschim Medinipur.

এতদ্বারা আপনাকে জানানো যায় যে, পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত বল্লভপুর নিবাসী জনৈক আশুতোষ সিংহ মহাশয়, খড়্গাপুর থানার অন্তর্গত ছোট কলঙ্কাই, পলসা, উটপাথর, সুজাতাপুর, চককেশী, নারায়ণগড় থানার অন্তর্গত বড় কলঙ্কাই ও কোতয়ালী থানার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মৌজার সম্পত্তি সম্বন্ধে গত ইং ১৯/৮/১৯৬৮ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত ৮/১৯৬৮ নং রেজিষ্ট্রী উইল করিয়া গিয়াছেন। উক্ত উইল মূলে Letter of Administration পাওন জন্য পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার কোতয়ালী থানার অন্তর্গত বল্লভপুর নিবাসী (ওয়ার্ড নং ১৬) শ্রীমতী অঞ্জলী সিংহ, পিতা ৺অনিল কুমার সিংহ, মাননীয় জেলা জজ, পশ্চিম মেদিনীপুর আদালতে উপরোক্ত নম্বর মোকদ্দমা আপনার বিরুদ্ধে উত্থাপন করিয়াছেন। এতদ বিষয়ে আপনার কোনও আপত্তি থাকিলে আগামী ইং ৮/১২/২০২৫ তারিখ সকাল ১০টায় আদালতে উপস্থিত হইয়া আপনি স্বয়ং বা উকিলবাবু মারফৎ আপত্তি জানাইবেন, অন্যথায় আইন মোতাবেক কার্য হইবে।
অনুমত্যনুসারে-
Bibhas Mondal.(সেরেস্তাদার)
ডিস্ট্রিক্ট জজ আদালত পশ্চিম মেদিনীপুর।
13-11-2025





## আজকের দিনটি কেমন যাবে?

**আজ ১৬ ই নভেম্বর, ২৯ শে কার্তিক, রবি বার। ২৮ শে কার্তিক। শুক্লপক্ষ র দ্বাদশী তিথি মুহূর্ত। জন্মে কন্যা রাশি, অষ্টোত্তরী বুধ র, ও বিংশোত্ত চন্দ্র র মহাদশা। মৃতে দ্বীপাদ দোষ।**

**মেষ রাশি :** অন্যের সহযোগিতা করা মহাপুণ্য। কিন্তু পুরো সময়টাই অন্যের প্রয়োজনে ব্যায় হলে-নিজের কাজ করবেন কি করে? অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। বিদ্যার্থীদের শুভ। বৈবাহীক জীবনে শুভ। গৃহবধূদের পারিবারিক শুভ। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

**বৃষ রাশি :** আপনার সহজ সরলতা সমাজে প্রসংশিত হবে, এক মহালক্ষী যোগে আজ কিছু অর্থ প্রাপ্তির সম্ভাবনা। যারা এন জি ও তে কাজ করেন তাদের জন্য শুভ।বাণিজ্যে শুভ। অর্থ বৃদ্ধির যোগ থাকলেও মঙ্গলের বিচ্ছেদ যোগে হয়তো, হ্রাস হতে পারে। দাম্পত্যে শুভ। মন্ত্রঃ শিব মন্ত্র। ত্রিপত্র বেলপাতা শুভ।

**মিথুন রাশি :** রোমান্টিক ভাব।স্বজন বান্ধব দারা নিশ্চিতভাবে নতুন কিছু প্রাপ্তি। শুভ ব্যাক্তিকে নিয়ে জাগরিত করবেন, তবে কর্মে আলস্য থাকলে, জীবনে তা পিছিয়ে পড়বেন। কর্ম-ই প্রধান। দাম্পত্যে শুভ। প্রতিবেশীর সহযোগিতায় লাভ প্রাপ্তি। বান্ধব যোগে অতীব শুভ। বিদ্যার্থীদের শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

**কর্কট রাশি :** সতর্কতা। পরিবারের কোনও স্বজন দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। কাহার বিষয়কে কেন্দ্র করে যোগাযোগ। নারী র সাথে আলোচনা ও সুন্দর ব্যবহারে কিছু প্রাপ্তি।রান্না বিষয়কে কেন্দ্র করে বিবাদ ।শ্যালক দ্বারা উপকৃত। বান্ধব দ্বারা পূর্ণ সহযোগিতা কর্মে যোগাযোগে আনন্দ বৃদ্ধি। মন্ত্রঃ দূর্গা মন্ত্র।

**সিংহ রাশি :** দাম্পত্য বিবাহীত জীবনে শান্তি লাভ প্রাপ্তি- ব্যাবসায়ীদের বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে বাধা শনিদেব। সতর্ক থাকা শুভ। মুখগহ্বরের পীড়া কষ্ট বৃদ্ধি করবে। ডিভোর্স সংক্রান্ত বিষয়ে-স্বজনদের মতামত গুরুত্ব দেওয়া শুভ। মন্ত্রঃ শিবমন্ত্র।

**কন্যা রাশি :** বাণিজ্যে শুভ। উচ্চবিদ্যার্থীদের ক্ষেত্রে লাভ প্রাপ্তি।। বড় অঙ্কের অর্থ প্রাপ্তিতে মঙ্গলের বাধা চলছে। বান্ধব দ্বারা অসহযোগিতায় মানষিক কষ্ট বৃদ্ধি। শ্যালক দ্বারা চতুরতা-তে কর্মে ক্ষতি। বিশ্বাসভাজন হওয়ার জন্যে আত্মত্যাগ প্রয়োজন। মন্ত্রঃ কালী মন্ত্রঃ।

**তুলা রাশি :** তরল পদার্থ কেমিক্যাল ব্যাবসায়িদের অর্থ প্রাপ্তি। আজ শুভ দিন। তবে লটারীতে অর্থ নষ্টের ইঙ্গিত। সতর্কতা। পরিবারে বিবাদ-বিতর্ক। নতুন কর্মপ্রার্থীদের ধৈয্য ধরলে শুভ। বান্ধব দ্বারা সন্ধ্যার পর হঠাৎ সমস্যা তৈরী হওয়ার সম্ভাবনা। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্রঃ শনিদেব মন্ত্রঃ।

**বৃশ্চিক রাশি :** ইন্সুরেন্সের কোন কাগজ পত্রাদি, দলিল হারিয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা। সতর্কতা। নিজ নামে নয় এমন সম্পত্তি থেকে আয় বৃদ্ধির সম্ভাবনা। ডিভোর্সের ভাবনা-দুঃশ্চিন্তা দেবে। মঙ্গলের প্রবল বাধা। আইনি বিড়ম্বনা। মন্ত্রঃ দেবী বগলা মা।

**ধনু রাশি :** গোপনীয়তা বজায় রাখতে হবে। ফ্ল্যাটটা কিনেছেন- বাস্তু তো অস্থিরতা-চঞ্চলতা বৃদ্ধি করছে। বান্ধব দ্বারা গুপ্ত শত্রুতা। ছলনাময়ী নারী দ্বারা অর্থ কষ্টের ইঙ্গিত। বিদ্যার্থীদের অমনোযোগে-বিদ্যা নষ্টর ইঙ্গিত। মন্ত্রঃ মহাকালী, গণেশ মন্ত্রঃ।

**মকর রাশি :** নৈরাশ্য হতাশা কিছুটা দুশ্চিন্তার জায়গায় থাকবে পরিবার-পরিজন এবং স্বজন বান্ধবদের সঙ্গে সতর্ক থাকুন। একা ভাবছেন কেন? আপনার পরিবারের সকলেই তো আছেন। যে বান্ধব নিজ উদ্যোগে আপনার পাশে-দাঁড়িয়েছেন তাকে তো সম্মান দিতেই হবে। মন্ত্রঃ মহাকালী।

**কুম্ভ রাশি :** আইনি বিষয়ে জটিলতা থাকবে আইনজ্ঞের পরামর্শ নেওয়া শুভ। ডিভোর্স বিষয়ে দুঃশ্চিন্তা বৃদ্ধি। নতুন সম্পর্কে ও জটিলতা বৃদ্ধি। বৈবাহীক জীবনে শান্তি আজ বিঘ্নিত। আপনার অন্যকে সম্মান দেওয়া ব্যবহারটি ঈশ্বর কৃপাতে শুভ হবে। কর্মে নৈরাস্য-হতাশা।

**মীন রাশি :** আজকের দিনটা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করে চলতে হবে। বাণিজ্যে লাভ প্রাপ্তি। দাম্পত্যে শান্তি। বিদ্যায় শুভত্ব বৃদ্ধি। কর্মে নতুন যোগাযোগ। সন্ধ্যার পর সমস্যা বৃদ্ধি-হলেও সমাধান হবে। মন্ত্রঃ- শিবমন্ত্র

**ঘোষণা**- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা, ১৬ নভেম্বর ২০২৫, ২৯ কার্তিক ১৪৩২, রবিবার

## প্রেসিডেন্সির পদক্ষেপ

প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়ের গার্লস হোস্টেলের সামনে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করার অভিযোগ উঠল এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে। একটি পার্কে একজন লোক এসে ছাত্রীদের উত্ত্যক্ত করে বলে সূত্রে খবর। বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে অভিযোগ দায়ের করেন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা। ছাত্রীদের অভিযোগ গার্লস হোস্টেলের সুপারকে জানালেও সুপার কোনও পদক্ষেপ করেননি। উল্টে তিনি ছাত্রীদের ওপরেই দোষারোপ করেছেন। প্রসঙ্গত, গত ১১ নভেম্বরের ঘটনা নিয়ে প্রেসিডেন্সি ইউনিভার্সিটি গার্লস হোস্টেলের ফেসবুক পেজে পোস্ট করেন ছাত্রীরা। এদিকে প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে খবর, ছাত্রীদের তরফে এই অভিযোগ করার জেরে একাধিক পদক্ষেপ করা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে। গার্লস হোস্টেলের সুরক্ষার কথা ভেবে আরও সিসিটিভি লাগানোর সিদ্ধান্তও নেওয়া হয়েছে। এখানেই শেষ নয়, এর পাশাপাশি বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেট যাতে প্রেসিডেন্সির গার্লস হোস্টেলের সংলগ্ন এলাকায় প্রতিনিয়ত পেট্রোলিং করে তা নিয়ে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে অনুরোধ করা হয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের তরফ থেকে। প্রেসিডেন্সি কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যেদিন এই ঘটনা ঘটেছিল সেদিন পুলিশ সঙ্গে সঙ্গে এলেও অভিযুক্ত ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়।

## দুর্ঘটনা বাগুইআটি উড়ালপুলে

**শনিবার সকাল সকাল বড়সড় দুর্ঘটনা বাগুইআটি উড়ালপুলে। সেনাবাহিনীর একটি বাস হাইটবারে ধাক্কা মারার পরই উড়ালপুলের এয়ারপোর্টমুখী লেনের হাইটবার ভেঙে গিয়ে সোজা এসে পড়ে এক অ্যাপ ক্যাবের বনেটে। সূত্রে খবর, অল্পের জন্য প্রাণে বেঁচে গিয়েছেন ক্যাবচালক। তবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গাড়িটি। স্থানীয় সূত্রে খবর, রঘুনাথপুরের দিক থেকে কলকাতামুখী লেনে উড়ালপুলে ওঠার সময় হাইটবারে জোরে ধাক্কা মারে সেনা বাসটি। ধাক্কার অভিঘাতে হাইটবারের একটি অংশ বাসের ছাদে আটকে যায়। এরই প্রতিঘাতে অপর লেনের এয়ারপোর্টমুখী দিকের হাইটবারটি ভেঙে নিচে পড়ে গিয়ে চূর্ণ করে দেয় অ্যাপ ক্যাবের সামনের অংশ। এই দুর্ঘটনার জেরে মুহূর্তে থমকে যায় উড়ালপুলের যান চলাচল। কলকাতামুখী লেনে দেখা দেয় তীব্র যানজট। বহু যাত্রী সকালে কাজের পথে বিপাকে পড়েন।**

# এজরা স্ট্রিটে বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, পুড়ে ছাই কোটি টাকার ইলেকট্রিক সামগ্রী

**শুভাশিস বিশ্বাস**

সাতসকালে শহরে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড। বড়বাজারে ইলেকট্রিক সামগ্রীর দোকানে বিধ্বংসী আগুন। সেখান থেকে পাশের বিল্ডিংয়েও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। আগুনের খবর পেয়েই ঘটনাস্থলে পৌঁছয় দমকলের ৬টি ইঞ্জিন। ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায় তারা প্রথমেই চেষ্টা করেন আগুনকে অ্যারেস্ট করার। এদিকে দোকানের ভিতরে প্রচুর ইলেকট্রিক সামগ্রী মজুত থাকায় আগুন দ্রুত বিধ্বংসী আকার ধারণ করে। শেষে ২৪টি ইঞ্জিনের লাগাতার লড়াইয়ে বেলা দশটা নাগাদ আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা সম্ভব হয়। একশোরও বেশি দোকান ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, শনিবার ভোর ৫টা নাগাদ আগুন লাগে ১৭ নং এজরা স্ট্রিটের দ্বিতীয় তলে। এই দ্বিতীয় তলে রয়েছে একটি ইলেকট্রিক দোকান। সেখানেই প্রথম আগুন লাগে। প্রথমে আশেপাশের বাসিন্দারাই আগুন নেভানোর চেষ্টা করেন। পাশাপাশি খবর দেওয়া হয় দমকলে। যেহেতু বিভিন্ন বৈদ্যুতিন সামগ্রী থাকায় এবং এসির মতো প্রচুর দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় তাতে আগুন লেগে ফাটতে শুরু করে। পাশাপাশি আগুন হয়ে ওঠে সর্বগ্রাসী। কিছুক্ষণের মধ্যেই দোকানটি যে বিল্ডিংয়ে তা সম্পূর্ণ আগুনের গ্রাসে চলে যায়। শুধু ওই বিল্ডিং-ই নয়, ১৭ নম্বর এজরা স্ট্রিটের উল্টোদিকের আরও একটি বিল্ডিংয়ে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সেটিতেও একের পর এক তলে আগুন জ্বলতে দেখা যায়। পাশাপাশি দ্রুত আগুন ছড়িয়ে পড়ে আশেপাশের দোকানেও। বিল্ডিংয়ের মাঝের অংশে পৌঁছতে না পারার কারণে উপায় না পেয়ে গলির দুই দিক থেকে দমকলের কর্মীরা জল দিতে থাকেন। এমনকী দমকলের কর্মীরা গ্যাস কাটার দিয়ে দেওয়াল কেটে বিল্ডিংয়ের ভিতরে ঢোকার চেষ্টা করেন। পাশাপাশি আপ্রাণ চেষ্টা চলতে থাকে বিল্ডিংগুলি ঠান্ডা করার।

এদিকে উল্টোদিকের বিল্ডিংয়ে প্রথমে একটি তলে যেখানে আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল, পরে সেই বিল্ডিংয়েরও একের পর এক তল থেকে ছাদ পর্যন্ত আগুন ছড়িয়ে পড়ে। সঙ্গে সিলিন্ডার ফাটার শধ আসতে থাকে পরপর। দমকলকর্মীরা



এরই মাঝে চেষ্টা চালাতে থাকেন যে বিল্ডিংয়ে প্রথম আগুন লেগেছিল, সেই বিল্ডিংয়ের মাঝখানের অংশের আগুন নেভানোর। কারণ সেটা না করা গেলে বাকি অংশের আগুনও নিয়ন্ত্রণে আনা যাচ্ছিল না।

উল্টোদিকের বিল্ডিংয়েও ছড়িয়ে পড়ে আগুন। দমকলকর্মীদের সবথেকে বড় সমস্যা হয় ঘিঞ্জি এলাকা হওয়ায়। বড়বাজারের এই এলাকার রাস্তা এতটাই সরু যে একটি দমকলের ইঞ্জিন ঢুকলে আরেকটি ঢোকার জায়গা থাকে না। সমস্যার এখানেই শেষ নয়, ১৭ নম্বর এজরা স্ট্রিটের এই বাড়ির পাশাপাশি বাড়ির ছাদগুলি টিনের হওয়ায় আগুনে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সেগুলো। ফলে দমকলকর্মীরা এগোতে সমস্যায় পড়েন। আশেপাশের সমস্ত বাড়িতে অগ্নিসংযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেওয়া হয়। অন্যদিকে প্রথম যে ইলেকট্রিকের দোকানে আগুন লেগেছিল, সেই দোকানের মালিক কান্নায় ভেঙে পড়েন তাঁর কয়েক কোটি টাকার সামগ্রী ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ায়। এদিকে আগুন লাগার কারণ খুঁজতে গিয়ে জানা যায়, মূলত এই অংশটি গোডাউন হিসাবেই ব্যবহার করা হত। বিপুল লাইট ও অন্যান্য ইলেকট্রিক সামগ্রী মজুত ছিল। সেখান থেকেই আগুন লাগে। শট সার্কিট হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখা হবে। এই অগ্নিকাণ্ড নিয়ে স্থানীয় কাউন্সিলর সন্তোষ পাঠক ক্ষোভের সঙ্গেই জানান, ‘ঘিঞ্জি এলাকায় বহু দোকান। বহুবার অভিযোগ জানিয়েছি, দমকল বা কমিশনার অফ পুলিশ কারোর থেকে উত্তর পাইনি। কমপ্লেনের কাগজও আমার কাছে আছে। যে বাড়িতে আগুন লেগেছে, সেখানে তো আগে ২২ বার আগুন লেগেছে। আমার মনে হয় দমকল ঠিকভাবে কাজ করলে, আগুন এতটা ছড়িয়ে পড়ত না। উল্টোদিকের বাড়িতে তো আগুন লাগার কথাই নয়।’

এজরা স্ট্রিটে আগুন লাগার খবর পেয়েই ঘটনাস্থল পরিদর্শনে পৌঁছন কলকাতার মেয়র ফিরহাদ হাকিম এবং দমকল মন্ত্রী সুজিত বসু। খুব স্বাভাবিক ভাবেই এমন এক বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ফের প্রশ্নের মুখে ওই বহুতলের অগ্নিনির্বাপণ ব্যবস্থা। এ ব্যাপারে মেয়র ফিরহাদ হাকিম আশ্বাস দেন, অভিযোগ খতিয়ে দেখতে আগামী সপ্তাহে বৈঠকে বসা হবে।

# জনজাতিদের অধিকার হরণ করছে রাজ্য সরকার

## বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** জনজাতি সমাজের প্রতি অবিচার ও সংরক্ষণ নীতি ভঙ্গের অভিযোগ তুলে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বিরসা মুন্ডার জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে তিনি দাবি করেন, তৃণমূল সরকারের সিদ্ধান্তে এসটি-এসসি সম্প্রদায়ের প্রকৃত অধিকার ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। শুভেন্দুর অভিযোগ, সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে প্রায় ছ’ লক্ষ নিয়মিত সরকারি পদ বাতিল করে দিয়েছে, যাতে প্রকৃত সুবিধাভোগীদের রিজার্ভেশন কার্যত খালি হয়ে যায়। বদলে আর্থিক লেনদেনের ভিত্তিতে দলীয় অনুগামীদের চুক্তিভিত্তিক চাকরি দিয়ে সুযোগ কেড়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁর দাবি, এই সিদ্ধান্ত সংবিধানপ্রদত্ত সুযোগকে অমান্য করা ছাড়া আর কিছুই নয়।



তিনি আরও অভিযোগ করেন যে, বিপুল পরিমাণ ভুয়ো জাতিগত শংসাপত্র তৈরি ও বিলির মাধ্যমে সংরক্ষণ-নীতির অপব্যবহার করা হয়েছে। এর ফলে জনজাতি সমাজের সন্তানদের শিক্ষা থেকে চাকরি; সব ক্ষেত্রেই তাদের প্রাপ্য অংশ কমে যাচ্ছে। জনজাতিদের জমির অধিকার নিয়েও উদ্বেগ প্রকাশ করেন শুভেন্দু। তাঁর কথায়, ‘বাংলাদেশ থেকে আসা অনুপ্রবেশকারী ও রোহিঙ্গাদের মাধ্যমে সংগঠিতভাবে ভূমি দখল করানো হচ্ছে। এই ল্যান্ড জিহাদের ফলে বহু আদিবাসী পরিবার নিজের ঘরবাড়ি হারানোর মুখে।’ পাশাপাশি নারী নির্যাতন ও লাভ জিহাদের প্রসঙ্গ তোলেন তিনি এবং দাবি করেন, এগুলো রাজ্যে প্রতিদিনের ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

বিরোধী দলনেতার মতে, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী বাংলার জনজাতি সমাজের উন্নয়নে বহু প্রকল্প চালু করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু রাজ্য সরকার সেই পদক্ষেপগুলি আটকে দিয়েছে। এর জেরে বাংলার জনজাতি সমাজ পিছিয়ে থাকলেও বিহার, ওড়িশা, অসমের জনজাতিরা উন্নয়নের সুফল পেয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও দেশের হয়ে সাফল্য আনছে বলে মন্তব্য করেন তিনি।

শুভেন্দু পুনরায় অনুপ্রবেশ ও অবৈধ ভোটার ইস্যুতেও তৃণমূলকে আক্রমণ করেন। তাঁর কথায়, বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে এক কোটির বেশি ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ যাবে, যা নাকি তৃণমূলের ভোটব্যাংক। তিনি প্রশ্ন তোলেন, ভারতীয়রা আমাকে ভোট দেবে, অ-ভারতীয়রা কেন দেবে? এবং নির্বাচন কমিশনের কাজে সকলে সহযোগিতা করার আহ্বান জানান তিনি।

বিহারে এনডিএ-র জয়ের প্রসঙ্গ টেনে তিনি দাবি করেন, অঙ্গ (বিহার) ও কলিঙ্গ (ওড়িশা) দু’টিতেই বিজেপির জয় হয়েছে, এবার লক্ষ্য বঙ্গ। শুভেন্দুর বক্তব্যের পর সভায় উপস্থিত বিজেপি সমর্থকদের ‘জয় শ্রীরাম’ স্লোগান দিতেও শোনা যায়। পরদিন তাঁকে বিধানসভা চত্বরে বিজয় মিষ্টি বিলি করতেও দেখা যায়।

# পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি ও সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ আশ্রয়: অর্জুন সিং

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর:** দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডে উত্তর দিনাজপুরের ডালখোলা থেকে জানিসার আলম ওরফে জিগার নামে এক চিকিৎসককে গ্রেপ্তার করেছে কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা এনআইএ। শনিবার জগদ্দলের মজদুর ভবনে সংবাদ মাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে এই বিষয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, অপরাধীরা বাংলায় নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। শেখ হাসিনার বাবাকে যাঁরা খুন করেছিল, তাঁরা বাংলায় নিরাপদ আশ্রয়ে ছিল। খাগড়াগড় বিস্ফোরণ কাণ্ডে জড়িতরা বাংলায় আশ্রয় নিয়েছিল। এমনকী কাশ্মীরের জঙ্গিরাও এখানে নিরাপদ আশ্রয়ে থাকে। তাঁর দাবি, পশ্চিমবঙ্গ জঙ্গি কিংবা সন্ত্রাসবাদীদের ‘সেফ প্যাসেজ’ অর্থাৎ নিরাপদ আশ্রয়। এখনকার পুলিশ এঁদেরকে নিরাপত্তা দেয়। রাজ্যের ইন্টেলিজেন্স ব্রাঞ্চের বিরুদ্ধে সুর চড়িয়ে তিনি বলেন, রাজ্যের কোথাও ধর্ষণ কিংবা খুনের ঘটনা ঘটলে, আসামীদের বাঁচানোর কাজ করে রাজ্যের পুলিশ বিভাগ। এঁরা



গটআপ করে কাফ-সিরাপ বিক্রি করে। প্রসঙ্গত, দিল্লির ফরেনসিক বিভাগ তদন্তে জানতে পেরেছে, দিল্লির লালকেল্লার কাছে বিস্ফোরণ কাণ্ডে এমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহার করা হয়েছিল। এপ্রসঙ্গে বিজেপি নেতা অর্জুন সিং বলেন, দিল্লির বিস্ফোরণ কাণ্ডে এমোনিয়াম নাইট্রেট ব্যবহৃত হয়েছিল। তাঁর অভিযোগ, নেপাল ও বাংলাদেশ থেকে এমোনিয়াম নাইট্রেট বাংলায় আসে। অথচ মমতার সরকারের বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয় না। প্রসঙ্গত, শনিবার ভোরে এজরা স্ট্রিটের একটি বহুতলে প্রথমে বৈদ্যুতিন সামগ্রীর গোডাউনে ভয়াবহ আগুন লাগে। সেই আগুন মুহূর্তের মধ্যে আশপাশের দোকানে ছড়িয়ে পড়ে। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা নিয়ে পদ্ম শিবিরের নেতা অর্জুন সিং বলেন, প্রমোটারদের সঙ্গে সুজিত বসু এবং ববি হাকিম ‘নেক্সাস’ হিসেবে কাজ করেন। একজন আগুন জ্বালায়। আরেকজন আগুন নেভায়। তাঁর দাবি, একজন অভিষেক ব্যানার্জিকে ম্যানেজ করে। আরেকজন কালীঘাট ম্যানেজ করে। পুরোটাই অর্থের লেনদেন। তাঁর অভিযোগ, এঁরা কলকাতাকে পুরো ফাঁকা করে দেবে। প্রকৃত ব্যবসায়ীরা এখান থেকে চলে যাচ্ছে। তাঁর দাবি, বাংলার ভবিষ্যত নির্ভর করছে ২০২৬ সালের নির্বাচনের ওপর। বাংলা থেকে তৃণমূল বিদায় না নিলে, এখানে কেউ থাকতে পারবে না।

# বেসরকারি বাস মালিকদের আবেদনে সাড়া কলকাতা হাইকোর্টের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা:** এখনই বাতিল করতে হবে না ১৫ বছর হয়ে যাওয়া বাস। অবশেষে বাস মালিকদের আবেদনে সাড়া দিল কলকাতা হাইকোর্ট। তবে এ বিষয়ে রাখা হয়েছে নির্দিষ্ট শর্তও। এদিকে বাসের বয়স ১৫ বছর হয়ে তা বাতিল করে দিতে হবে, এমনই নির্দেশ দিয়েছিল জাতীয় গ্রিন ট্রাইব্যুনাল। তাতে বাসগুলিকে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেওয়া যাচ্ছিল না। এতে কলকাতা পুর এলাকায় প্রায় ২০০০ বাস বসে যাচ্ছিল। তাতে জন সাধারণের সমস্যা বাড়তে পারত। এই সমস্ত কথা উল্লেখ করে বাস মালিকেরা কলকাতা হাইকোর্টে একটি আবেদনও করেছিলেন। আবেদনে জানানো হয়েছিল, এই বাধা থেকে যাতে তাঁদের মুক্তি দেওয়া হয়। তাদের এই আবেদনের প্রেক্ষিতে রাজ্য সরকারের কাছে তাদের মতামত জানতে চায় আদালত।

## জরুরি বিজ্ঞপ্তি : নিরাপত্তা পরীক্ষা সংক্রান্ত পরামর্শ এবং আরোহীর স্ব-পরিদর্শন

প্রকাশের তারিখ : ১৫/১১/২০২৫
প্রতি : কলকাতা এবং আশেপাশের এলাকার সকল কসমেট ফ্লিট এবং কসমিক ইভি রাইডার

**২০২৫ সালের বর্ষা মৌসুমের পরে পশ্চিমবঙ্গের কলকাতা এবং এর আশেপাশে ব্যাটারিতে পানি প্রবেশের জন্য স্ব-পরীক্ষা করুন**

প্রিয় রাইডার,
আমরা আশা করি এই বার্তাটি আপনাকে এবং আপনার প্রিয়জনদের নিরাপদে খুঁজে পাবে। ২০২৫ সালের বর্ষা মৌসুমে, কলকাতা এবং এর আশেপাশের এলাকায় প্রবল বন্যা হয়েছিল। যদি আপনার স্কুটার বন্যার পানির সংস্পর্শে আসে, তাহলে ব্যাটারির বগিতে পানি প্রবেশ করতে পারে। এটি বিপজ্জনক হতে পারে, এমনকি যদি গাড়িটি স্বাভাবিকভাবে কাজ করছে বলে মনে হয়।
আমরা সকল আরোহীকে তাদের গাড়ির একটি মৌলিক নিরাপত্তা পরীক্ষা করার জন্য অনুরোধ করছি। দয়া করে এটিকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করুন।
**এই বিজ্ঞপ্তির তারিখ থেকে আপনাকে স্ব-পরীক্ষা সম্পন্ন করার জন্য ১৫ দিনের সময়সীমা দেওয়া হচ্ছে। যদি আপনি কোনও ক্ষতির লক্ষণ পান বা নিশ্চিত না হন, তাহলে অবিলম্বে আমাদের জানান।**

**I. আরোহীর স্ব-পরীক্ষার নির্দেশাবলী (প্রতিটি ধাপ সাবধানে অনুসরণ করুন)**

১. **আপনার গাড়িটি বন্ধ করুন।** নিশ্চিত করুন যে আপনার স্কুটারটি বন্ধ আছে এবং চার্জারে লাগানো নেই।
২. **ব্যাটারির কেসিং দেখুন।** চারটি কোণ, চার্জিং এরিয়া, ওয়েল্ডিং এরিয়া, স্ক্রুগুলি যেখানে আছে এবং নীচের দিকটি পরীক্ষা করুন। ভিডিওতে দেখানো জলের চিহ্ন, মরিচা চিহ্ন বা সাদা পাউডার দেখুন। আপনার ব্যাটারি চার্জে রাখবেন না।
৩. সিলিং টেপটি পরীক্ষা করুন। যদি সিলিং টেপটি সম্পূর্ণরূপে ছিঁড়ে যায় তবে এটি অতীতের আর্দ্রতার সংস্পর্শের ইঙ্গিত দেয়। আপনার ব্যাটারি চার্জে রাখবেন না।
৪. **স্ক্রুএবং জয়েন্টগুলি পরীক্ষা করুন।** ব্যাটারির কাছে মরিচা পড়া বা বিবর্ণ স্ক্রু বা বোল্ট আছে কিনা তা দেখুন। যদি পাওয়া যায়, তাহলে আপনার ব্যাটারি চার্জে রাখবেন না।
৫. **চার্জিং পোর্টটি খুলুন।** একটি মোবাইল টর্চ ব্যবহার করুন এবং ভিতরে পরীক্ষা করুন। যদি আপনি কালো দাগ, মরিচা বা পোড়া গন্ধ লক্ষ্য করেন, তাহলে এটি জলের ক্ষতির ইঙ্গিত দিতে পারে। আপনার ব্যাটারি চার্জে রাখবেন না।
৬. **আপনার ব্যাটারিটি আলতো করে কাত করুন।** ব্যাটারিটি একটি সমতল পৃষ্ঠের উপর রাখুন। যদি কোনও তরল পদার্থ বেরিয়ে আসে, তাহলে এর অর্থ হল জল প্রবেশ করেছে এবং ব্যাটারিটি প্রতিস্থাপন বা মেরামতের জন্য পরিষেবা কেন্দ্রে আনতে হবে। আপনার ব্যাটারি চার্জে রাখবেন না।

**II. ক্ষতি দেখলে কী করবেন?**
অনুগ্রহ করে দেরি না করে আমাদের টিমের সাথে যোগাযোগ করুন।
হেল্পলাইন ৮৭৭৭৮ ৩১৬১৯, ৯১৪৭৪ ১০২৩৫, ৯১৪৭৩ ৯৬১৪৪।

আমরা আপনাকে পরবর্তী পদক্ষেপ সম্পর্কে নির্দেশনা দেব। যদি আপনার ব্যাটারি বা গাড়ি পানিতে ক্ষতিগ্রস্ত বলে প্রমাণিত হয়, তাহলে আমরা এটি বিনামূল্যে প্রতিস্থাপন বা মেরামত করব।

**III. ১৫ দিনের প্রতিক্রিয়ার সময়সীমা।**
এই নোটিশ পাওয়ার **১৫ দিনের মধ্যে** আপনাকে এই স্ব-পরীক্ষাটি সম্পন্ন করতে হবে এবং ফলাফলগুলি রিপোর্ট করতে হবে। এই সময়ের পরে, যদি কোনও ক্ষতি হয় এবং কোনও পরীক্ষা করা না হয় বা রিপোর্ট করা না হয়, তাহলে আমরা অগ্রাধিকার ভিত্তিতে প্রতিস্থাপন বা সহায়তা প্রদান করতে পারব না। দয়া করে দেরি করবেন না। আপনার নিরাপত্তা আমাদের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

**IV. গুরুত্বপূর্ণ বর্ধন ধারা**
যদি

১. ব্যাটারি অতিরিক্ত গরম হওয়া বা আগুন লাগা
২. চার্জ করার সময় বৈদ্যুতিক শক
৩. ব্যাটারি থেকে তরল পদার্থ বের হওয়া
৪. দৃশ্যমান ধোঁয়া বা স্পার্কিং
৫. আরোহীর আঘাত বা সম্পত্তির ক্ষতি

আপনাকে **অবিলম্বে** হেল্পলাইনে কল করে ঘটনাটি জানাতে হবে। আমাদের টেকনিক্যাল টিম আপনাকে তদন্ত করবে এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সহায়তা করবে। এই ধরনের ক্ষেত্রে ব্যাটারি খোলার চেষ্টা করবেন না বা স্কুটার ব্যবহার চালিয়ে যাবেন না। আপনার ব্যাটারি চার্জে রাখবেন না।

**V. চেয়ারম্যানের কাছ থেকে চূড়ান্ত বার্তা**
আপনার নিরাপত্তা আমাদের অগ্রাধিকার। **অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এটি কোনও নিয়মিত বার্তা নয়।**
অনুগ্রহ করে এই স্ব-পরীক্ষাটি দায়িত্বের সাথে করুন এবং আপনার পরিবার বা কোম্পানির যে কেউ গাড়ি ব্যবহার করছেন তাদের সাথে এই বিজ্ঞপ্তিটি শেয়ার করুন।
কসমিক এবং কসমেট পরিবারের অংশ হওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ।
আপনাকে সহায়তা করার জন্য আমরা এখানে আছি। নিরাপদে যাত্রা করুন, স্মার্ট যাত্রা করুন।

আন্তরিক শুভেচ্ছা,
কসমেট ফ্লিট প্রা. লি. এবং কসমিক ইভি লি. এর পক্ষে।
পরিষেবা কেন্দ্রের ঠিকানা- GC78+5JX লেন, আরবানা এনআরআই কমপ্লেক্সের পাশে, নাজিরাবাদের বিপরীতে, মুন্ডাপাড়া, করিমপুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ - ৭০০ ১০৭

## গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড

**(পূর্বে গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড প্রাইভেট লিমিটেড এবং গণেশ ইন্টারন্যাশনাল নামে পরিচিত ছিল)**
সিআইএন: L46620WB2024PLC268366
গোদরেজ জেনেসিস, ইউনিট নং ৯০৬, ৯ম তল, স্ট্রিট নং ১৮, ব্লক - ইপি এবং জিপি,
সেক্টর - V, সল্টলেক, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত, ৭০০৯১
*[সিকিউরিটিজ অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ বোর্ড অফ ইন্ডিয়া (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-এর ৪৭(১)(বি) রেগুলেশন অনুসারে]*

### ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(ইপিএস ব্যতীত টাকা লাখে)

| বিবরণ | সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য | | | সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষের জন্য | | | সমাপ্ত বর্ষের জন্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৩০.০৯.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩০.০৬.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
| মোট রাজস্ব | ২১,০৬৬.২৫ | ১৮,১৩০.৪১ | ৯,৫৩৬.৭৮ | ৩৯,১৯৬.৬৬ | ৩১,০২৯.৬৫ | ২৩,২২৬.২২ | ৫৪,২৫৫.৮৭ |
| নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব) | ২,৪২১.২৫ | ১,৯৫২.৬৯ | ৯০৯.৭৩ | ৪,৩৭৩.৯৪ | ৩,০৭৫.৪৭ | ২,২৬১.৮৬ | ৫,৩৩৭.৩৩ |
| কর পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী) | ২,৪২১.২৫ | ১,৯৫২.৬৯ | ৯০৯.৭৩ | ৪,৩৭৩.৯৪ | ৩,০৭৫.৪৭ | ২,২৬১.৮৬ | ৫,৩৩৭.৩৩ |
| কর পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) | ১,৮১১.৮৭ | ১,৪৬১.২৪ | ৭০৬.০১ | ৩,২৭৩.১১ | ২,২৯৫.৪৯ | ১,৭০৯.৫৫ | ৪,০০৫.০৪ |
| পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) | ২,১৩৬.০৭ | ২,১৩৬.০৭ | ১,৫৪২.২৩ | ২,১৩৬.০৭ | ২,১৩৬.০৭ | ১,৫৪২.২৩ | ২,১৩৬.০৭ |
| শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়) | | | | | | | |
| ক. মূল | ৪.২৪ | ৩.৪২ | ২.২৯ | ৭.৬৬ | ৬.৬৪ | ৫.৫৪ | ১১.৫৯ |
| খ. মিশ্রিত | ৪.২৪ | ৩.৪২ | ২.২৯ | ৭.৬৬ | ৬.৬৪ | ৫.৫৪ | ১১.৫৯ |

**দ্রষ্টব্য :**
১. উপরের তথ্যটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস, যা অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক তাদের ১৪/১১/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী এটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।
২. উল্লিখিত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের জন্য স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com -এ পাওয়া যাবে।

### ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের নির্যাস

(ইপিএস ব্যতীত টাকা লাখে)

| বিবরণ | সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের জন্য | | | সমাপ্ত অর্ধ-বর্ষের জন্য | | | সমাপ্ত বর্ষের জন্য |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ৩০.০৯.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩০.০৬.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৫ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অ-নিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
| মোট রাজস্ব | ২১,০৬৬.২৫ | ১৮,১৩০.৪১ | ৯,৫৩৬.৭৮ | ৩৯,১৯৬.৬৬ | ৩১,০২৯.৬৫ | ২৩,২২৬.২২ | ৫৪,২৫৫.৮৭ |
| নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর এবং ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পূর্ব) | ২,৪১৫.৪৩ | ১,৯৫২.৬৯ | ৯০৯.৭৩ | ৪,৩৬৮.১২ | ৩,০৭৫.৪৭ | ২,২৬১.৮৬ | ৫,৩৩৭.৩৩ |
| কর পূর্ব নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা অসাধারণ দফা পরবর্তী) | ২,৪১৫.৪৩ | ১,৯৫২.৬৯ | ৯০৯.৭৩ | ৪,৩৬৮.১২ | ৩,০৭৫.৪৭ | ২,২৬১.৮৬ | ৫,৩৩৭.৩৩ |
| কর পরবর্তী নির্দিষ্ট সময়ের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) | ১,৮০৬.০৫ | ১,৪৬১.২৪ | ৭০৬.০১ | ৩,২৬৭.২৯ | ২,২৯৫.৪৯ | ১,৭০৯.৫৫ | ৪,০০৫.০৪ |
| পরিশোধিত ইক্যুইটি মূলধন (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) | ২,১৩৬.০৭ | ২,১৩৬.০৭ | ১,৫৪২.২৩ | ২,১৩৬.০৭ | ২,১৩৬.০৭ | ১,৫৪২.২৩ | ২,১৩৬.০৭ |
| শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ৫/- টাকার) (বার্ষিকীকৃত নয়) | | | | | | | |
| ক. মূল | ৪.২৩ | ৩.৪২ | ২.২৯ | ৭.৬৫ | ৬.৬৪ | ৫.৫৪ | ১১.৫৯ |
| খ. মিশ্রিত | ৪.২৩ | ৩.৪২ | ২.২৯ | ৭.৬৫ | ৬.৬৪ | ৫.৫৪ | ১১.৫৯ |

**দ্রষ্টব্য :**
১. উপরের তথ্যটি ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ -এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের জন্য কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফর্ম্যাটের একটি নির্যাস, যা অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং বোর্ড অফ ডিরেক্টরস কর্তৃক তাদের ১৪/১১/২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় অনুমোদিত হয়েছে। সংশোধিত এসইবিআই (লিস্টিং ওবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫ -এর ৩৩ নং ধারা অনুযায়ী এটি স্টক এক্সচেঞ্জে দাখিল করা হয়েছে।
২. উল্লিখিত ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫-এ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের জন্য কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাটটি স্টক এক্সচেঞ্জের ওয়েবসাইট www.nseindia.com এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট www.ganeshinfra.com -এ পাওয়া যাবে। নিচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে।

বোর্ড অফ ডিরেক্টরস-এর পক্ষে ও তাদের হয়ে
**গণেশ ইনফ্রাওয়ার্ল্ড লিমিটেড**
**স্বা/-**
**বিভর আগরওয়াল**
**চেয়ারম্যান, এমডি এবং সিইও**
**DIN: 02331469**

**তারিখ : ১৪-১১-২০২৫**
**স্থান : কলকাতা**

## সম্পাদকীয়

# ওষুধে কাজ হচ্ছে, জিএসটি কমাতেই নিম্নমুখী মূল্যবৃদ্ধির হার

বাজারে খুচরো মূল্যবৃদ্ধি থেকে মুদ্রাস্ফীতিতে রাশ টানতে বেশ কিছু পণ্যে জিএসটি কমানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছিল কেন্দ্রের মেদী সরকার। গত সেপ্টেম্বরের ২২ তারিখ থেকে তা কার্যকর হয়েছিল গোটা দেশে। তখন অনেকেই সন্দিহান ছিলেন, কতটা কাজ হতে এই টোটকায়। কিন্তু মাস ঘুরতেই দেখা গেল সমালোচকদের সব আশঙ্কা উড়িয়ে দিয়ে খুচরো পণ্যের বাজারে মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই কমেছে। সেই সঙ্গে অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে মুদ্রাস্ফীতির হার। এর ফলে স্বস্তিতে অর্থ মন্ত্রক। সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত। সরকারি তথ্যই বলছে, চলতি বছরের অক্টোবরে মূল্যবৃদ্ধির হার দাঁড়িয়েছে ০.২৫ শতাংশে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা খাদ্য দ্রব্যের দাম কমাই এর মূল কারণ। কনজিউমার প্রাইস ইন্ডেক্স বা সিপিআই অনুযায়ী মূল্যবৃদ্ধি হার রিজার্ভ ব্যাঙ্কের ভাবনার তুলনায় অনেকটা কমেছে সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ সিপিআই ছিল ১.৫৪ শতাংশ, যা অক্টোবর ২০২৫-এ এসে দাঁড়িয়েছে ০.২৫ শতাংশে। আর্থিক বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, জিএসটি কমার পর থেকে পুরো এক মাস সময় সবে পেরিয়েছে। তারই প্রভাব দেখা গিয়েছে খুচরো পণ্যের বাজারে। জিএসটি-র হার কমায় খাদ্যপণ্য থেকে বহু সামগ্রীর দাম অনেক কমেছে। কেন্দ্রীয় সরকার ঠিক এটাই চাইছিল। অক্টোবর ২০২৫-এ এসে গোটা দেশেই খাদ্য দ্রব্যের পাইকারি ও খুচরো মূল্যবৃদ্ধির হার অনেকটাই হ্রাস পেয়েছে। সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ হ্রাসের সংশোধিত হার ছিল ২.৩৩ শতাংশ। অক্টোবরে তা হয়েছে ৫.০২ শতাংশ। সবজির দাম প্রায় ২৭.৫৭ শতাংশ কমেছে। এক মাস আগে এই পতনের হার ছিল ২১.৩৮ শতাংশ। আর্থিক বিশেষজ্ঞদের ধারণা, মুদ্রাস্ফীতি কমার এই প্রভাব এবার সরাসরি পড়বে মধ্যবিত্ত মানুষের বাজেটের উপর। জিনিসপত্রের দাম কমায় সাধারণ বিশেষ করে বেতনভুক মানুষ খরচ করতে আরও উৎসাহী হবে। এর ফলে সামগ্রিক ভাবে জিডিপি বৃদ্ধির হারও উর্ধ্বমুখী হবে, এমনই আশা করছে সরকার।

## আজকের দিন

■ **১৯৩৮**: সুইস রসায়নবিদ অ্যালবার্ট হফম্যান প্রথম এলএসডি সংশ্লেষণ করেন।

■ **১৯৪৫:** ইউনেস্কো প্রতিষ্ঠিত হয়।

■ **১৯৬৯:** জাতীয় প্রেস দিবস: সালে ভারতের প্রেস কাউন্সিলের কার্যক্রম শুরু হওয়ার দিনটিকে স্মরণ করে ১৬ নভেম্বর ভারতে জাতীয় প্রেস দিবস হিসেবে পালিত হয়।

■ **১৯৮২:** নাসার স্পেস শাটল কলম্বিয়া তার প্রথম কার্যকরী উড্ডয়নের পর অবতরণ করে।

■ **২০১৩:** শচীন টেন্ডুলকার মুম্বাইতে তার শেষ ক্রিকেট ম্যাচ খেলেন।

## জন্মদিন

### আজকের দিন

মীনাক্ষী শেষাদ্রী

১৯৩০ *বিশিষ্ট সাঁতারু মিহির সেনের জন্মদিন।*
১৯২৭ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা শ্রীরাম লাগুর জন্মদিন।*
১৯৬৩ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী মীনাক্ষী শেষাদ্রীর জন্মদিন।*

# মোদী ম্যাজিক আর আরএসএস মন্ত্রেই বিহারে এনডিএ ছাব্বিশে বঙ্গে বিজেপির আগমন প্রায় নিশ্চিত

**প্রদীপ মারিক**

বিহার বাসীরা প্রমান করলো এসআইআর প্রকৃত গণতন্ত্রিক অধিকার। তারা ভোটদান করে নির্বাচিত করলো এনডিএ জোটকে। বঙ্গের বর্তমান আঞ্চলিক শাসক দলকে বিহারবাসী দেখিয়ে দিল ভোটদান যেমন প্রত্যেক ভারতবাসীর অধিকার তেমনি ভুয়ো ভোটার বাদ দেওয়াও ভারতবাসীর ই অধিকার। কারণ অনুপ্রবেশ বর্তমান বঙ্গের অন্যতম প্রধান সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

নোটবন্দির মতো এসআইআর-কে 'ভোটবন্দি' অ্যাখ্যা দিয়েছেন বঙ্গের আঞ্চলিক দলের প্রধান। তিনি বলেছেন, ' বিজেপির নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার এসআইআর-এর নামে জনগণকে হয়রানি করছে। যেমন ছিল 'নোটবন্দি', তেমনই এসআইআরও হল 'ভোটবন্দি'। এটি যেন একপ্রকার অতি জরুরি অবস্থা।' তিনি আরো অভিযোগ করেছেন, 'প্রশাসনের অফিসার-কর্মীদের এ ভাবে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে।'

দীর্ঘ মেয়াদী একটা ফলের জন্য প্রাথমিক কিছু সমস্যা সরিয়ে যাতে সক্রিয় ভাবে এসআইআর কাজ হয়, সেটা না ভেবেই বঙ্গের শাসক প্রধান কি করে বলে দিলেন এসআইআর সুপার ইমার্জেন্সি ! বঙ্গবাসীই প্রমান করবে তার ধারণা বা তার কথার কোন মূল্য নেই। বিহারের মতোই ছাব্বিশে বঙ্গে আসবে বিজেপি।

বাংলার এই পড়শি রাজ্যের মানুষ ফের ভরসা রাখলো নীতীশ কুমারের নেতৃত্বের উপরেই। ২৪৩টি আসনের মধ্যে প্রায় ১৯৫-২০০ আসনে এনডিএ কে জিতিয়ে বিহারবাসী প্রমান করলো তারা মোদির উন্নয়নের অংশীদার। লালুপ্রসাদ যাদবের উত্তরসূরি তেজস্বী যাদব ও রাহুল গান্ধীর কংগ্রেস বিহারবাসীর আস্থা অর্জনে আবার ও ব্যর্থ হল।

এনডিএ বিহারের মসনদে ফিরেই অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল শ্রেণির (ইসিবি) প্রত্যেক নাগরিককে ১০ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা দেবে। পাশাপাশি, এক কোটি সরকারি চাকরি, প্রতিটি জেলায় মেগা স্কিল সেন্টার, 'লক্ষপতি দিদি' প্রকল্পের মাধ্যমে এক কোটি মহিলাকে আর্থিক সহায়তা এবং শহরাঞ্চলের মহিলা উদ্যোক্তাদের জন্য 'মিশন কোটিপতি' চালুর আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। নাগরিকের উন্নয়নের কথা ভেবেছি এনডিএ সরকার। বিহারে কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করেছি, ভবিষ্যতেও তা চালিয়ে যাব। কৃষক, মহিলা, দলিত সমাজ ও অন্যান্য সকল শ্রেণির উন্নয়নই এনডিএ র লক্ষ্য। এনডিএ অতীতে মানুষের পাশে থেকেছে, ভবিষ্যতেও থাকবে।

পাটনার পাশাপাশি আরও চারটি শহরে চালু হবে মেট্রো পরিষেবা। এছাড়া রাজ্যে ১০টি নতুন শিল্প পার্ক গড়ে তোলা হবে এবং এনডিএ ক্ষমতায় এলে আগামী পাঁচ বছরে ৫০ লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ আকৃষ্ট করার লক্ষ্য নিয়েছে। 'ভোকাল ফর লোকাল' উদ্যোগের অধীনে ১০০টি এমএসএমই পার্ক তৈরির প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জোট। পাশাপাশি 'মেড ইন বিহার' প্রকল্পের মাধ্যমে কৃষিজ পণ্যের রফতানি দ্বিগুণ করার পরিকল্পনাও জানানো হয়েছে। গিগ কর্মী ও অটোচালকদের জন্য আর্থিক সহায়তা ও স্কিল ডেভেলপমেন্ট প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে বলেও ঘোষণা করেছে এনডিএ সরকার।

বিহারবাসী দেখিয়ে দিল ভোট একটা উৎসব এবং এই জন্য এসআইআর কেন প্রয়োজন। ভারতীয় নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) ভোটের আগেই প্রকাশ করেছিল যে বিহার রাজ্যে ৫২.৩ লক্ষেরও বেশি ভোটার তাদের নিবন্ধিত স্থানে নেই। ১০ জুলাই, সুপ্রিম কোর্ট সুপারিশ করেছিল যে ভারতের নির্বাচন কমিশন (ইসিআই) আধার, ভোটার আইডি কার্ড এবং রেশন কার্ডকে তালিকা আপডেট করার জন্য বৈধ নথি হিসাবে বিবেচনা করার কথা বিবেচনা করুক। সুপ্রিম কোর্ট বিহারে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) নিয়ে ইসিআইকে এগিয়ে যাওয়ার স্বীকৃতি জানায়। বিশেষ নিবিড় সংশোধন ((জ্জট্ট) প্রক্রিয়ার পরে বিহারের খসড়া ভোটার তালিকা থেকে যাদের নাম বাদ দেওয়া হয়েছিল, তাদের ৬৫ লক্ষ ভোটারের তালিকা ভারতীয় নির্বাচন কমিশন ১ আগস্ট আপলোড করেছে। ২০২৫ সাল পর্যন্ত বিহারের ভোটার তালিকায় যাদের নাম ছিল কিন্তু খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছিল, তাদের তালিকা বিহারের প্রধান নির্বাচন কর্মকর্তার (সিইও) অফিসের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে পোস্ট করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশন জানিয়েছে, বিহারে শেষবার ২০০৩ সালে এসআইআর পরিচালিত হয়েছিল। ৩১ দিনের মধ্যে পাইয়েপুরো প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল। আধুনিক প্রযুক্তি ছাড়াই তখন এই কাজ সম্পন্ন হয়। এরপর ২০০৫ সালে নির্বাচনের আগেই তালিকা তৈরি করা হয়েছিল। তখন পাটনায় প্রায় ৭০ হাজার ডুপ্লিকেট নাম পাওয়া গিয়েছিল, এমনকি অপরাধমূলক মামলায় অভিযুক্ত ব্যক্তিদেরও তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছিল। বিহারের এনডিএর এই জয় একপ্রকার গণতন্ত্রের অধিকারের জয়।

পৃথিবীর সর্ব বৃহৎ গণতন্ত্রের পূজারী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে সমগ্র ভারতবাসীর স্বপ্নাতীত ইচ্ছা এক পৃথিবী, এক বিশ্ব, এক পরিবার, এক ভবিষ্যত যা সমগ্র বিশ্বকে সন্ত্রাসবাদ নামক শব্দটাই তৃণমূল স্তর থেকেই উৎপাটিত করতে পারবে। বিহারবাসীর সুশৃঙ্খল জনমতের রায় আবার ও বুজিয়ে দেবে ভারতবাসী শান্তির পক্ষে। যে কোন দল নির্বাচিত হবে কিংবা পরাজিত হবে কিন্তু জয় হবে গণতন্ত্রের। বিহার বিধানসভা নির্বাচন বঙ্গের ক্ষমতাশীল আঞ্চলিক দলকে শিক্ষা দিয়ে গেল যে নির্বাচন লড়তে দেশবাসীর মূল্যবান ব্যালট দরকার বুলেট নয়। বিহার বাসীদের জন্য ডাবল ইঞ্জিন সরকার আবার ও একবার।

বিহারে এনডিএর এই সাফল্য আরএসএস এর অবদান সব চেয়ে বেশি। রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ অর্থাৎ আরএসএস ভারতের একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী, স্বেচ্ছা-সেবক আধাসামরিক সংগঠন। আরএসএস সংঘ পরিবার নামে হিন্দু জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর একটি অংশ। ১৯২৫ সালে নাগপুর-বাসী ডাক্তার কেশব বলিরাম হেডগেওয়ার একটি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠন রূপে আরএসএস প্রতিষ্ঠা করেন। উদ্দেশ্য ছিল ভারতে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিকতা ও মুসলিম বিচ্ছিন্নতাবাদের বিরোধিতা। ভারতের মহারাষ্ট্র অঞ্চলে বসবাসকারী একজন চিকিৎসক , ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের অংশ হিসেবে এবং হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গার প্রতিক্রিয়া হিসেবে হেডগেওয়ার হিন্দু জাতীয়তাবাদী মতাদর্শীর লেখার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হয়েছিলেন বিনায়ক দামোদর সাভারকর এবং একটি 'হিন্দু জাতি' গঠনের প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে তাঁর অনেক বক্তব্য গ্রহণ করেছিলেন। হেডগেওয়ার রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (আরএসএস) গঠন করেছিলেন একটি সুশৃঙ্খল ক্যাডার হিসেবে, যার মধ্যে বেশিরভাগ ব্রাহ্মণ ছিলেন যারা স্বাধীনতা এবং হিন্দু রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক এবং ধর্মীয় স্বার্থ রক্ষার জন্য নিবেদিত ছিল। হেডগেওয়ারের মৃত্যুর পর, দলের নেতৃত্ব মাধব সদাশিব গোলওয়ালকর এবং পরে মধুকর দত্তাত্রয় দেওরস দ্বারা গ্রহণ করা হয়েছিল। আরএসএস এমন একটি সাংস্কৃতিক সংগঠন যা রাজনৈতিক নয়, যা সংগঠন হিসেবে উপস্থাপিত হয়। তবু হিন্দুত্বের ব্যানারে একটি হিন্দু জাতীয়তাবাদী এজেন্ডাকে সমর্থন করে। দলটি একটি জাতীয় নেতার নির্দেশনায় শ্রেণিবদ্ধভাবে গঠন করা হয় এবং আঞ্চলিক নেতাদের স্থানীয় শাখাগুলির তত্ত্বাবধানে সরাসরি সাহায্য করে। হিন্দু যুবকদের মধ্যে শক্তি, বীরত্ব এবং সাহস পুনরুদ্ধার করার জন্য এবং সমস্ত বর্ণ ও শ্রেণীর হিন্দুদের মধ্যে ঐক্য গড়ে তোলার উপায় হিসাবে মানসিক এবং শারীরিক উভয় প্রকার উৎসহ এবং শৃঙ্খলার উপর জোর দেওয়া হয়। আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকেরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলন ও সামাজিক আন্দোলনে অংশ নিয়ে ভারতের একটি অগ্রণী হিন্দু জাতীয়তাবাদী সংগঠনে পরিণত করে। ১৯ শতকে শেষ ভাগে এই সংগঠন অসংখ্য স্কুল, দাতব্য প্রতিষ্ঠান ও মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে ক্লাব প্রতিষ্ঠা করে। আরএসএস স্বেচ্ছাসেবকরা প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় ত্রাণ ও পুনর্বাসনের কাজও করে থাকে। আরএসএস এক লক্ষেরও বেশি শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামোন্নয়ন, আদিবাসী উন্নয়ন, গ্রামীণ স্বনির্ভরতা, কৃষি কর্মসূচি পরিচালনা করে এবং কুষ্ঠ ও দুঃস্থ ছাত্রদের দেখাশোনা করে। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতার যুদ্ধের সময় আরএসএস সদস্যরা ভারতের আইন-শৃঙ্খলা পরিস্থিতি স্বাভাবিক রাখতে স্বেচ্ছা-সেবী হয়ে কাজ করেছিল এবং যুদ্ধকালীন সময়ে তারাই প্রথম রক্তদান কর্মসূচী পালন করেছিল। এই আর এস এস মন্ত্রেই বিজেপি ধরাশায়ী করলো বিরোধের। আবার ও ডবল ইঞ্জিন সরকার প্রতিষ্ঠিত হল বিহারে। এই সরকার গঠনের ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছে আরএসএস, একেবারে পরিকল্পনা করে এগিয়েছে আরএসএস তাই ফলও মিলেছে হাতেনাতে। আরএসএস কর্মীরা এবার বিহার বিধানসভা নির্বাচনের সক্রিয় অংশগ্রহণ ই বিজেপি নেতৃত্বাধীন জোটকে সরকার গঠনের পথে এগিয়ে এনেছে।

ভারতীয় জনতা পার্টির যাদবপুর মহিলা মোর্চার সাধারণ সম্পাদিকা, দক্ষিণ পূর্ব রেলের শিয়ালসহ শাখার রেল উন্নয়নের সদস্য, দক্ষিণ ২৪ পরগনার আর এস এসের হিন্দু জাগরণ মঞ্চ, রাষ্ট্রীয় জনশক্তি মঞ্চ, সনাতনী সেবক সংঘের কার্যকরী দায়িত্ব প্রাপ্ত সদস্য মহুয়া উপাধ্যায় পাল মনে করেন বিহারের মানুষ যে ভাবে গণতন্ত্রের প্রতীক এসআইআর এর গ্রহণযোগ্যতাকে সম্মান জানিয়ে এনডিএ কে আবার ও নিয়ে এলো তা ইতিহাস হয়ে রইলো। সেই সঙ্গে বঙ্গের তৃণমূল কে বার্তা দিল যতই চেষ্টা করুক তারা ভুয়ো ভোটার ধরে রাখবে সেটা আর হচ্ছে না ভুয়ো ভোটারের সঙ্গে ছাব্বিশে তৃণমূলকে ও বিদায় নিতে হবে।

বিরোধী দল থেকে ২০২৬ এ শাসক দলে আসতে গেলে বঙ্গ বিজেপির কেবল মাত্র স্বপ্ন দেখলে চলবে না, তা বাস্তবায়িত করতে হবে এবং তা সম্ভব আর এস কর্মীদের সক্রিয় অংশ গ্রহন। মহুয়া উপাধ্যায়, রেখা পাত্রের মত আকুতভয় মাতৃ শক্তিদের দরকার যারা আর এস এস এবং বিজেপির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারেন। বিহারের মতোই আরএসএস এবং বিজেপির সমন্বয়ে ই বঙ্গে ছাব্বিশে যে ভারতীয় জনতা পার্টি আসছেই এটা একপ্রকার নিশ্চিত।

# শিশুদের ওপর যৌন পীড়ন রোধে উদ্যোগী হতে হবে

**মতিউর রহমান**

ওরা ফুলের মত সুন্দর। ভোরের শিশিরের মত শুভ্র, শুদ্ধ। ওদের মনটা সাদা কাগজের মত ধবধবে, সফেদ। ওরা নিষ্পাপ, পবিত্র । ওরা মর্তের মাটিতে সর্বশক্তিমান স্রষ্টার আশীর্বাদ। ওরা আগামীর আলো । বিপুল বিশ্বে ওরা অফুরন্ত প্রাণ প্রবাহের প্রতীক। ওরা শিশু। ওরা মাতৃক্রোড়ে আশীর্বাদ-পুষ্প। সোনালী রোদের ঝলমলে হাসি। ওরা আশার আকাশে স্বপ্নের পাখি। মেঘ ছুঁয়ে ওরা বৃষ্টি আনে জীবনের রুখাশুখা প্রান্তরে। ওরা সবুজের হিল্লোল আর ফুলের হাসিতে ভরিয়ে তোলে পৃথিবী। জীবনের বিপুল তরঙ্গে জোয়ারের জল হয়ে ওরা ঢালে প্রাণপ্রবাহ। ওরা বোঝেনা জাত-ধর্মের বৈরিতা, ধর্মান্ধতা । ওরা বোঝেনা স্বার্থের সংঘাত, কুটিলতার কুনাট্য । ওরা বোঝেনা লিঙ্গ বৈষম্য। খিদে পেলে ওরা কাঁদে, পেট ভরা থাকলে ওরা হাসে। ওদের হাসিতে এক পৃথিবী আনন্দ, সুখের বর্ষন ঘটায় পিতা- মাতা, পরিজনদের বুকের ভেতর। ওদের দুষ্টুমি-দুরন্তপনা আছড়ে পড়ে মাতৃক্রোড়ে। মাতৃস্নেহের সুধায় ওরা স্নাত হয়, স্নিগ্ধ হয়। ওদের মুষ্টিবদ্ধ উত্তোলিত হাত সমস্ত অন্যায় অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে দৃঢ়, দীপ্ত লড়াইয়ের অঙ্গীকার ঘোষণা করে। আগামীর দূত, অনাগত নতুন পৃথিবীর নাগরিক শিশুরা কেমন আছে দুনিয়াজুড়ে ? ওরা ভালো নেই কোথাও। আমাদের দেশ ভারতেও একদম ভালো নেই ওরা। বিপন্ন ওদের শৈশব। যৌন নির্যাতনে নিত্য নিপীড়িত ওরা । শিশু-ধর্ষণ বিশেষত শিশুকন্যার ওপর যৌন নির্যাতন-ধর্ষণ বর্তমানে ভয়ংকর এক ব্যাধিতে পরিণত হয়েছে। ব্যাক্তি- মানসিকতার রন্ধ্রে রন্ধ্রে - সামাজিকতার শরীরজুড়ে বাসা বেঁধেছে এই মারণ ব্যাধি ।

আমরা এক বিপন্ন সময়ের বাসিন্দা। ক্ষয়িষ্ণু, অসহিষ্ণু এ সময় আমাদের মন মানসিকতায় ধরিয়েছে ঘুণ; বিবেক, মনুষত্ব ,মূল্যবোধের ঘরে ঝুলিয়েছে তালা। আমরা ক্রমশ এক বোধহীন বিবেকহীন বিকৃত মানসিকতায় লালিত হচ্ছি । শিশু-ধর্ষণ নিঃসন্দেহে একটি অসুস্থ প্রবণতা। সামাজিক অবক্ষয় যখন চূড়ান্ত আকার ধারণ করে তখন এই প্রবণতা চরম আকার ধারণ করে। সামাজিক ও মানসিক অস্থিরতা, অসুস্থ পারিবারিক পরিবেশ, অসামঞ্জস্যপূর্ণ সমাজ ব্যবস্থা, রাজনৈতিক হিংসা-প্রতিহিংসা প্রকৃতি বিভিন্ন কারণে শিশুকন্যার উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা ঘটতে থাকে। বর্তমান সময়ে মানুষের বোধের ক্রমশ বিনাশ হচ্ছে। নৈতিকতা, শুভাশুভ, ভালমন্দ বোধ হারিয়ে যাচ্ছে । চারদিকে বিরাজ করছে ভয়ের সংস্কৃতি। রাজনীতিতে দুর্বৃত্তায়ন, মূল্যবোধের বিনাশ, অর্থনৈতিক আপোষ- বোঝাপড়া, ধর্মান্ধতা, মেরুকরণ, বিভাজন ইত্যাদি নানা কারণে ভয়ের সংস্কৃতি ক্রমশ মাথা তুলছে। ফলস্বরূপ শিশু ধর্ষণের মতো ঘটনা উত্তরোত্তর বেড়েই চলেছে। সোশ্যাল মিডিয়ার অপব্যবহার, মাদক সেবন, শিশু-কিশোরদের আচরণগত সমস্যার কারণে ঘটনাগুলির সংখ্যা ও ব্যাপকতা ক্রমশ বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

কিছুকাল আগের একটি পরিসংখ্যান বলছে, বছরের প্রথম ছ'মাসে আমাদের দেশে চব্বিশ হাজারের বেশি শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছে। সংগৃহীত তথ্য অনুসারে, এক্ষেত্রে সবার উপরে আছে যোগী আদিত্যনাথের উত্তর প্রদেশ। এমনিতেই সেখানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা- হাঙ্গামা , অপরাধ প্রবণতা ব্যাপকহারে বেড়ে গেছে। শিশুদের ওপর যৌন নির্যাতন ও ধর্ষণের ঘটনা যোগী আদিত্যনাথের প্রশাসনের রক্তচাপ যে বাড়াবে তাতে সন্দেহ নেই। গত ছ'মাসে সেখানে তিন হাজার চারশো সাতান্নটি শিশু ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে । উত্তরপ্রদেশের পরেই আছে মধ্যপ্রদেশ , রাজস্থান আর মহারাষ্ট্র । আমাদের রাজ্য শিশুর ওপর যৌন নিগ্রহের নিরিখে রয়েছে পঞ্চম স্থানে। এখানে গত ছ'মাসে এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে ১,৫৫১টি ।

বর্তমান ভারতে শিশুকন্যার সামাজিক নিরাপত্তা একটি বড় মাপের প্রশ্নচিহ্নের সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। নারী প্রগতি, ছেলে-মেয়ে সবাই সমান — যতই বড় বড় গালভরা কথা প্রচার হোক না কেন তা শুধু কথার কথা থেকে গেছে, তা বাস্তব হয়ে ওঠেনি। পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক দিক দিয়ে সাম্যের তুলাদন্ডে তা বড় হালকা থেকে গেছে। সাম্যের আকাশে পৌঁছানো তো দূরস্থান , বর্তমানে মেয়েদের অস্তিত্ব বিপন্ন হচ্ছে বারবার। নারীর প্রতি বৈষম্য, বঞ্চনার যে সমস্যা দৃষ্টিভঙ্গির দ্বিচারিতা দূর না হলে তার উন্নতি সম্ভব নয়। মেয়েদের ক্ষমতায়ন — পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক বিকাশ না হলে সমস্যার শেকড় আর ও শক্ত হবে। লিঙ্গ বৈষম্য দূর না হলে স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন দূর আকাশের তারাই থেকে যাবে, কখনো বাস্তব হয়ে উঠবে না। ডিজিটাল ইন্ডিয়ার স্বপ্ন মুখ থুবড়ে পড়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে।

আসল কথা, দৃষ্টিভঙ্গি বদলানো দরকার। দরকার সচেতনতার প্রসার । আর এ ব্যাপারে পুরুষদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। নারীর প্রতি বৈষম্য, নির্যাতন , ধর্ষণের বিরুদ্ধে সরব প্রতিবাদে শামিল হতে হবে । নারীদের তরফ থেকেও চাই সচেতনতার প্রসার । বিপরীত লিঙ্গের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান জানানোর শিক্ষা শিশুদের দিতে হবে। তাদেরকে বোঝাতে হবে এটা তাদের আবশ্যিক কর্তব্য। স্কুল কলেজে মূল্যবোধ শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে। পারিবারিক, সামাজিক জীবনে মূল্যবোধের নিরন্তর চর্চা আবশ্যক। শিশুদের দিতে হবে সংবেদনশীলতার শিক্ষা । সংবেদনশীল, দায়িত্ববান নাগরিক গড়ে তোলার জন্য শিশুদের উপযুক্ত করে গড়ে তুলতে হবে। শিশুর উপর যৌন নির্যাতন প্রতিরোধে পসকো (সংশোধনী) বিল পাস হয়েছে। এই বিল অনুসারে, শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনে দোষী সাব্যস্ত হলে ন্যূনতম কুড়ি বছরের কারাদণ্ড ও সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ড। শিশু পর্নোগ্রাফি রোধ করার সংস্থানও রয়েছে এই বিলে। যেভাবে শিশুদের উপর যৌন নির্যাতনের ঘটনা বিপজ্জনকভাবে বেড়ে চলেছে তাতে কঠোর শাস্তি ব্যাতিরেকে এই প্রবণতা কমবে না । কেউ কেউ প্রশ্ন করতে পারে, পসকো আইন পাস হওয়ার পর তো অনেক সময় পেরিয়ে গেল কিন্তু এই আইন শিশুদের উপর যৌন নির্যাতন বন্ধ করতে পারলো কোথায় ? আসল কথা হচ্ছে, শুধু আইন থাকলেই হবে না, তার প্রয়োগ যথার্থ হওয়া চাই। সঠিকভাবে তার বাস্তবায়ন না হলে সমস্যা কমবে না। নির্দিষ্ট সময়ে তদন্ত, আবেদনের দ্রুত বিচার ও নিষ্পত্তি, জামিনের কড়াকড়ি, নতুন ফাস্ট ট্র্যাক আদালত, দ্রুত শাস্তিপ্রদান প্রয়োজন। আর প্রয়োজন পুলিশ-প্রশাসন, রাষ্ট্রযন্ত্রের আন্তরিক প্রয়াস। মনে রাখতে হবে, শিশুর নিরাপত্তা প্রদান রাষ্ট্রের আবশ্যিক কাজ । তবে সব দায় রাষ্ট্রের উপর ছেড়ে দিলে হবে না। এক্ষেত্রে পরিবার ও সমাজের দায়িত্ব রয়েছে। আমরা সবাই যদি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি তবে আমরা নিশ্চিত, নতুন ভোরের দূত শিশুদের জন্য আমরা বাসযোগ্য ভূমি নির্মাণ করতে পারবো, রাত্রির গভীর বৃন্ত থেকে ছিঁড়ে আনতে পারবো ফুটন্ত সকাল।

## লেখা পাঠান

**সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।**

email : dailyekdin1@gmail.com

# এবার পশ্চিমবঙ্গে দুয়ারে জঙ্গি প্রকল্প চালু করবেন মমতা: সুকান্ত

**নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা:** দেশের কোথাও বিস্ফোরণ বা জঙ্গির কার্যকলাপ ঘটলেই পশ্চিমবঙ্গের নাম উঠে আসছে। দিল্লি বিস্ফোরণ-কাণ্ডেও পশ্চিমবঙ্গের নাম জড়িয়েছে। তবে এটা নতুন কিছু নয় বা আশ্চর্য হওয়ারও কোনও বিষয় নয়। শনিবার দুপুরে মালদা এসে তৃণমূল সরকারের কড়া সমালোচনা করতে গিয়ে এমনটাই বলেছেন বালুরঘাটের বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার।



এদিন মালদা এবং উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার দলের সাংগঠনিক বৈঠক করতে মন্ত্রীর সঙ্গে মালদায় আসেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা সুনীল বনসল। পুরাতন মালদা ব্লকের সাহাপুর এলাকার একটি বেসরকারি হোটেলে এই তিন জেলার দলীয় নেতৃত্বের সঙ্গেই বিকেল পর্যন্ত বৈঠক করেন বিজেপির সর্বভারতীয় নেতা সুনীল বনসল। তার আগে এদিন মালদায় এসে কয়েকটি কর্মিসভায় যোগ দেন বিজেপি সাংসদ তথা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার। তিনি বলেন, এবার পশ্চিমবঙ্গে দুয়ারে জঙ্গি প্রকল্প চালু করবেন মমতা। একই সঙ্গে তিনি দাবি করেন, পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি ক্ষমতায় এলে লদীর ভান্ডারের মতো অন্নপূর্ণা যোজনায় ৫০ টাকা বেশি হলেও দেবে সরকার।

মন্ত্রী বলেন, তৃণমূল নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের এখন একটাই চিন্তা সেটা হচ্ছে বিজেপি। কারণ এখন তার কবিতার বই আর ছবি কেনার জন্য সুদীপ্ত সেনের মতো লোক নেই। তাই নতুন করে আবার বালি কয়লার দিকে হাত বাড়াচ্ছেন তিনি। তবে এতে বিশেষ কোনো সুবিধা হবে না। এরাজ্যের মানুষ সবটাই বুঝে গিয়েছে। এবারে বিজেপির জয়যাত্রা, বিহার হয়ে বাংলায় প্রবেশ করবে। বাংলার জঙ্গল রাজ আমরা উপড়ে ফেলবো। উগ্রপন্থী দের সহায়তাকারী তৃণমূল নামক এই দলটাকে উপড়ে ফেলবে এই রাজ্যের আমজনতা।

# নিরাপত্তা বজায়ে কড়া নজরদারি পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ:** দিল্লিতে বিস্ফোরণ-কাণ্ডের পর সারা দেশজুড়ে হাইঅ্যালার্ট জারি করেছে প্রশাসন। সেই মতো পশ্চিমবঙ্গের প্রতিটি থানা এলাকার মতো আরামবাগ মহকুমার চারটি থানা এলাকাতেও পুলিশ প্রশাসন সহাগ দৃষ্টি রেখেছে।গভীর রাত্রি হলেই হুটার বাজিয়ে পুলিশ টহল দিচ্ছেন প্রতিটি থানা এলাকার প্রত্যন্ত গ্রাম থেকে শুরু করে শহরেও। আরামবাগ, গোঘাট, পুড়শুড়া ও খানাকুল থানার অন্তরগত বিভিন্ন জায়গায় পুলিশ রাতে ও দিনের বেলায় অভিযান শুরু করেছে পুলিশ।

দিল্লিতে বিস্ফোরণ-কাণ্ডের পর এমনিতেই পুলিশ থেকে শুরু করে সিআইডি, এসটিএফ, এনআইএ সন্ত্রাসবাদীদের গ্রেপ্তার করতে জাল

## দিল্লি বিস্ফোরণের জের

বিছিয়েছে। এই রখম পরিস্থিতিতে স্থানীয় থানার পুলিশ গভীর রাতে তল্লাশি অভিযান খুবই প্রাসঙ্গিক একটা অভিযান বলে মনে করছে এলাকার মানুষ। তাছাড়া শীতের মরসুমে গ্রামের সাদা সরল মানুষ মাঠের কাজ সেরে সন্ধ্যার পরেই গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকেন। আর এই সুযোগকে কাজে লাগায় দুষ্কৃতীরা। শহরগুলিতেও সন্ধ্যার কয়েক ঘণ্টার পরেই নিস্তব্ধতা নেমে আসে। তাই সাধারণ মানুষের নিরাপত্তা থেকে শুরু করে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা করতে ও চুরি ডাকাতি রুখতে এই পদক্ষেপ। এমন টাই জানা যাচ্ছে প্রশাসন সূত্রে।

প্রসঙ্গত, আরামবাগ মহকুমা ভৌগোলিক দিক থেকে নদী দিয়ে ঘেরা। অভ্যন্তরীন ক্ষেত্রে ভিন জেলার বডারগুলিতে প্রতিকুল পরিবেশ দেখা যায়। এই জন্য আরামবাগের এসডিপিও সুপ্রভাত চক্রবর্তীর নির্দেশে পুলিশ কড়া নজরদারি চালাচ্ছে।

# বিরসা মুন্ডার জন্মদিনে জয় জোহার মেলা

**নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম:** বিরসা মুন্ডার ১৫০তম জন্মজয়ন্তী পালন উপলক্ষে সরকারি উদ্যোগে শনিবার থেকে রাজ্যের আদিবাসি অধ্যুষিত এলাকা শুরু হয়েছে জয় জোহার মেলা। ১৫ টি জেলার ১০২ টি ব্লকে ১৫ থেকে ১৭ নভেম্বর পর্যন্ত চলবে এই মেলা। সেইমতো শনিবার ঝাড়গ্রামের রোহিনীতে শহিদ বিরসা মুণ্ডার জন্মজয়ন্তী পালনের সঙ্গে সঙ্গে মেলা শুরু হয়েছে।

সকালে রোহিনী বাজার থেকে একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। রোহিনী বাসস্ট্যান্ডে স্থাপিত বীরসা মুণ্ডার আবক্ষ মূর্তিতে পুষ্পার্ঘ্য অর্পণ করেন আমন্ত্রিত অতিথিরা। একই সঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ, ক্ষুদিরাম বসু, ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আবক্ষ মূর্তিতেও মাল্যদান করা হয়। অনুষ্ঠান মঞ্চে বীরসা মুণ্ডা, ভগৎ সিং, পণ্ডিত রঘুনাথ মুর্মু, সিধু-কানহু, সাধু রামচাঁদ মুর্মু ও তিলকা মুর্মুর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন অতিথিরা।

প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বিধায়ক খগেন্দ্রনাথ মাহাত। সাঁকরাইল ব্লক প্রশাসন ও পঞ্চায়েত সমিতির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানে ধামসা-মাদলের তালে তালে পরিবেশিত হয় আদিবাসী নৃত্য ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। বিরসা মুন্ডার জীবন আলেখ্য বর্ণনা করে বক্তব্য রাখেন অতিথিরা। অঙ্কন প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী ছাত্র-ছাত্রীদের হাতে তাঁরা পুরস্কার তুলে দেন।

উপস্থিত ছিলেন, জেলা পরিষদের সহ-সভাধিপতি অঞ্জলী দোলাই, সাঁকরাইলের বিডিও অভিষেক ঘোষ, পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ঝুনু বেরা, সাঁকরাইল থানার ওসি নীলমাধব দোলাই, পঞ্চায়েত সমিতির সহ-সভাপতি যগেশ্বর মাহাত ও অন্যান্যরা। আদিবাসী সমাজের নিজস্ব নৃত্য, গান, শিল্প ও সংস্কৃতির প্রচার-প্রসার-সহ সরকারের বিভিন্ন প্রকল্পের প্রচারের লক্ষ্যে মেলায় বিভিন্ন স্টল সাজিয়ে তোলা হয়েছে।

# বেসরকারি ডায়াগনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধন

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত:** ক্যান্সার আর নো অ্যানসার নয়। এখন সাস্থ্যসাথীতে ক্যান্সারের চিকিৎসা হচ্ছে। ক্যান্সার চিকিৎসায় রাজ্য সরকার প্রভূত অগ্রগতি করেছে। আগাগী ২০৩০ সালের মধ্যে প্রতিটি বাড়িতে একজন ক্যান্সারের রোগী হবে। শনিবার 'সুরক্ষা' নামে একটি নামজাদা বেসরকারি ডায়গনস্টিক সেন্টারের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এমনই মন্তব্য করেন চিকিৎসক তথা বারাসত পুরসভার ২১ নম্বর ওয়ার্ডে পুরপিতা ডাঃ বিবর্তন সাহা।

এদিন তিনি আরও বলেন, ক্যান্সারের চিকিৎসার সঙ্গে প্রচারটাও প্রয়োজন। রেড়িওলজি পরীক্ষা করতে আসা রোগীদের মিধ্যে ২৫-৩০ শতাংশ রোগীই ক্যান্সার আক্রান্ত হন। তবে এই রোগ লড়ায়ের জায়গা দেয়। যত তাড়াতাড়ি সনাক্ত হবে তত লড়াইটা সোজা হয়। আমাদের লড়াইটা করে যেতে হবে। তিনি আরও বলেন, বারাসতের বুকে এই সংস্থা ক্যান্সার সংক্রান্ত সব পরীক্ষা কেন্দ্র বারাসতবাসী-সহ পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষ বিশেষ ভাবে উপকৃত হবে বলে দাবি করেন ডাক্তার পুরপিতা ডাঃ বিবর্তন সাহা। এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ডাঃ রাজশ্রী গোস্বামী, ডাঃ কৌস্তুভ মণ্ডল সহ অন্যান্যরা।

# পালিত ৭২তম নিখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, দুর্গাপুর:** দুর্গাপুর স্টিল পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকে পালিত ৭২তম নিখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ। সমবায়কে কেন্দ্র করে জাগল আত্মনির্ভরতার বার্তা

দুর্গাপুর স্টিল পিপলস কো-অপারেটিভ ব্যাংকের উদ্যোগে মহাসমারোহে পালিত হল ৭২তম নিখিল ভারতীয় সমবায় সপ্তাহ। বর্ধমান থ্রি কো-অপারেটিভ ডেভেলপমেন্ট সমিতির আয়োজনে দিনটি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালিত হয়। অনুষ্ঠানের সূচনা হয় প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে, উপস্থিত ছিলেন এডিডিএ-র চেয়ারম্যান কবি দত্ত, পুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায়, ভাইস চেয়ারম্যান ধর্মেন্দ্র যাদব, জেলা মহিলা তৃণমূল সভানেত্রী অসীমা চক্রবর্তী, প্রাক্তন পুরমাতা ধৃতি ব্যানার্জি জালান, রিনা চৌধুরী-সহ একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব। ব্যাংকের চেয়ারম্যান ললিত দাস অতিথিদের স্বাগত জানান।

উল্লেখ্য, ১৪ নভেম্বর থেকে ২০ নভেম্বর পর্যন্ত সারা দেশজুড়ে ধুমধাম করে পালিত হচ্ছে সমবায় সপ্তাহ, যার গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল দুর্গাপুরের এই আয়োজন। পুর প্রশাসক মণ্ডলীর চেয়ারপার্সন অনিন্দিতা মুখোপাধ্যায় বলেন,সমবায় উন্নয়ন আত্মনির্ভর ভারত গড়ার অন্যতম স্তম্ভ। সমবায়ের অগ্রযাত্রা আরও গতিময় হোক এই শুভকামনা জানাই সকলকে। দুর্গাপুর স্টিল পিপলস কো অপারেটিভ ব্যাংকের চেয়ারম্যান ললিত দাস জানান, 'অনুষ্ঠানটি আয়োজন করতে পেরে আমরা গর্বিত। এরপরও নানা বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব তাঁদের মূল্যবান মতামত নিয়ে এই উৎসবে যোগ দেবেন।'

সমবায় সপ্তাহের এই উদযাপন শুধু মাত্র অনুষ্ঠান নয়, এটি মানুষের হাতে ক্ষমতায়ন, স্বনির্ভরতার পথে এগিয়ে চলা এবং সামাজিক ঐক্যের বার্তা বহন করে।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোবাইল ৯৩৩১০৫৯০৬০/ ৯০০৭২৯৯৩৫৩/ ৯৮৭৪০ ৯২২২০

**অ্যাকনিট ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
CIN: L01113WB1990PLC050020
রেজিঃ এবং কর্পো. অফিস: "ইকোস্টেশন", ব্লক বিপি, প্লট নং ৭, সেক্টর ৫, সুইট নং ৫০৪ সল্টলেক, কলকাতা-৭০০০৯১

**সংশোধনী**

গত ইংরাজি ১৫.১১.২০২৫ তারিখে এই সংবাদপত্রে প্রকাশিত '৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিবরণের সারাংশ" বিজ্ঞাপনে দ্বিতীয় কলমে 'মোট আয় কার্যাদি থেকে- ৬৬৮০.১৯ -এর পরিবর্তে **৬৬৮০.০৮** পড়তে হবে। অন্যান্য বিষয় অপরিবর্তিত থাকবে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

**ফর্ম নং. ইউআরসি-২**
**আইনের XXI অধ্যায়ের ১ম অংশের অধীনে নিবন্ধন সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি প্রদানকারী বিজ্ঞাপন**
[কোম্পানিজ (অথরাইজড টু রেজিস্টার) রুলস,২০১৪ এর রুল ৪(১) এবং কোম্পানিজ এক্ট ,২০১৩ এর সেকশন ৩৭৪ (বি) এর অধীন অনুসারে]

১। **এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে** যে, কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর সেকশন ৩৬৮-এর সাব-সেকশন (২) অনুসারে পনেরো দিন পর কিন্তু ত্রিশ দিন শেষ হওয়ার আগে **রেজিস্ট্রার অফ কোম্পানিজ, পশ্চিমবঙ্গ,** কলকাতা-এর কাছে একটি আবেদন করার প্রস্তাব করা হয়েছে যে, **ট্র্যাকএস ইন্নোভেশনস এলএলপি** (একটি লিমিটেড লায়াবিলিটি পার্টনারশিপ) কোম্পানিজ অ্যাক্ট, **২০১৩ এর অধ্যায় XXI এর ১ম** অংশের অধীনে শেয়ার দ্বারা একটি **লিমিটেড কোম্পানি হিসাবে** নিবন্ধিত হতে পারে।
২। প্রস্তাবিত কোম্পানির প্রধান উদ্দেশ্যগুলি নিম্নরূপ- সফটওয়্যার তৈরি করা, **সেটির মালিকানা ও পরিচালনার কাজ করা, সফটওয়্যার পরামর্শ, বাস্তবায়ন, সমর্থন, রক্ষণাবেক্ষণ, কাস্টমাইজেশন, প্রশিক্ষণ এবং এর সাথে সম্পর্কিত সমস্ত আইটি পরিষেবাগুলি গ্রহণ করা।**
৩। প্রস্তাবিত কোম্পানির খসড়া মেমোরেন্ডাম এবং আর্টিকলস অফ অ্যাসোসিয়েশন-এর একটি অনুলিপি পরিদর্শন করা যেতে পারে নিম্নলিখিত ঠিকানায়- অফিস স্পেস নং ৭২৫, ৭ম ফ্লোর, অ্যাবাকাস, প্লট নং আইআইই/২৩, প্রেমিসেস নং পরিদর্শন করা যেতে পারে -০০২৩, নিউ টাউন, উত্তর ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ, ৭০০১৬১।
৪। এতদ্বারা বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, কোনো ব্যক্তি এই আবেদনটিতে আপত্তি জানাতে চাইলে, এই বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে একুশ দিনের মধ্যে রেজিস্ট্রারকে কর্পোরেট ভবন, প্লট নং আইআইআইএফ/১৬, এএ-আইআইএফ, প্রেমিসেস নং-০৫০৮৫২, রাজারহাট, নিউ টাউন, আকন্দকেশরী, কলকাতা- ৭০০১৩৫, এই ঠিকানায় লিখিতভাবে আপত্তি জানাতে পারেন, যার একটি অনুলিপি কোম্পানির নিবন্ধিত অফিসেও পাঠাতে হবে।

তারিখ এই ১৬ই নভেম্বর, ২০২৫।
আবেদনকারীর নাম(গুলি)
১। আদিত্য সিংহানিয়া, পার্টনার, ট্র্যাকএস ইন্নোভেশনস এলএলপি।
২। পুনম সিংহানিয়া, পার্টনার, ট্র্যাকএস ইন্নোভেশনস এলএলপি।

**Karnika Industries Limited**
CIN : L17299WB2022PLC253035
6 & 6/1, Gurgola Ghat Road, Howrah - 711106
Phone : +91 33 2655 8101, 98302 28105;
E-mail : info@karnikaindustries.com
Website : www.karnikaindustries.com

**NOTICE**
**Declaration of Interim Dividend and Record Date**

The Board of Directors of the Company had at its meeting held on Friday, 14th November, 2025, declare an interim dividend of Rs. 0.10 (Ten Paise) per equity shares of face value of Rs. 10/- each of the Company. The Interim Dividend shall be paid to those shareholders of the Company, whose name appear in the Register of Members of the Company or in the record of Depositories as beneficial owners of the shares as on Thursday, 20th November, 2025, which is the record date for this purpose.

The above information is also available on the Company's website (https://karnikaindustries.com) and on the website of the Stock Exchange where the Company is Listed i.e., the National Stock Exchange of India Limited (https://www.nseindia.com)

For **Karnika Industries Ltd.**
Sd/-
**Mr.Niranjan Mundhra**
Managing Director
DIN : 05254448
Place : Howrah
Date : 14.11.2025

**নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেড**
CIN: L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ১০৬
টেলি.: (০৩৩)-৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেইল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

**ফিজিক্যাল শেয়ার পুনরায় দাখিল অনুরোধে হস্তান্তরের জন্য বিশেষ উইন্ডো সংক্রান্ত নোটিশ**

এতদ্বারা সকল শেয়ারহোল্ডারকে জানানো হচ্ছে যে, সেবি সার্কুলার নং. SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-PoD/P/CIR/2025/97, তারিখ- ২ জুলাই, ২০২৫ অনুসারে, কোম্পানি একটি এককালীন একটি বিশেষ উইন্ডোর সুযোগ দিতে পেরে সন্তুষ্ট। এই উইন্ডোতে সেইসব ফিজিক্যাল শেয়ার হস্তান্তরের ডিডগুলি পুনরায় জমা দেওয়া যাবে যেগুলি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু নথিপত্র, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনো কারণে ত্রুটির জন্য বাতিল বা ফেরত এসেছিল।
এই বিশেষ উইন্ডোটি ছয় মাসের জন্য খোলা হয়েছে, যা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারি, ২০২৬ পর্যন্ত কার্যকর থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, এই সময়ের মধ্যে পুনরায় জমা দেওয়া সমস্ত সিকিউরিটিজ কেবল ডিমেটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে জারি করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডারগণ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তাঁদের প্রয়োজনীয় নথি সহ হস্তান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্টের (আরটিএ) কাছে জমা দিতে পারেন।
এই পুনরায় জমা দেওয়ার প্রক্রিয়া সংক্রান্ত যেকোনো জিজ্ঞাসা বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন:

| | |
|---|---|
| শ্রী রাহুল মিত্র<br>নোডাল অফিসার<br>কোম্পানি সেক্রেটারি ও<br>কমপ্লায়েন্স অফিসার<br>নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেড<br>'ঝিল মিল' সেক্টর-৪, সল্ট লেক সিটি, কলকাতা - ৭০০ ১০৬<br>টেলি.: ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪<br>ই-মেইল: rahul@niccoparks.com | আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রাঃ লিঃ<br>রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ)<br>১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি<br>(পূর্বতন বেলতলা রোড)<br>কলকাতা - ৭০০ ০২৬<br>টেলি.: ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২<br>ই-মেইল: info@rdinfotech.net |

**নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসোর্টস লিমিটেডে** -এর পক্ষে
স্বা/-
**রাহুল মিত্র**
**কোম্পানি সেক্রেটারি ও কমপ্লায়েন্স অফিসার**
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৫.১১.২০২৫

**জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড**
CIN: L27102WB1999PLC089755
রেজিস্টার্ড অফিস: ৫, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট, কলকাতা-৭০০ ০০১ ।
ফোন: (০৩৩) ২২১৫-৬৭৬১, ফ্যাক্স: (০৩৩) ২২১৫-৬৭৬১।
ইমেইল : jaibalaji@jaibalajigroup.com, ওয়েবসাইট : www.jaibalajigroup.com
**২০২৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবার্ষিকীর অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল ।**

কোম্পানির ২০২৫ সালের ৩০শে সেপ্টেম্বর তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধবার্ষিকীর স্ট্যান্ডঅ্যালন ও কনসলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলগুলি, যা ১৪ই নভেম্বর, ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত পরিচালন পর্ষদের সভায় অনুমোদিত হয়েছে, সেই সাথে নিরীক্ষকের সীমিত পর্যালোচনার প্রতিবেদনগুলিও, সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়্যারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জগুলিতে দাখিল করা হয়েছে। এই ফলাফলগুলি স্টক এক্সচেঞ্জগুলির ওয়েবসাইটগুলিতে (www.bselndla.com & www.nseindia.com), কোম্পানির ওয়েবসাইটে (https://Jaibalajlgroup.com/financial-results/) উপলব্ধ এবং নিম্নলিখিত কুইক রেসপন্স কোডটি স্ক্যান করেও অ্যাক্সেস করা যেতে পারে।

জয় বালাজি ইন্ডাস্ট্রিজ লিমিটেড এর পক্ষে
স্বা/- আদিত্য জাজোদিয়া
(চেয়ারম্যান ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর)
(DIN :00045114)
স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ই নভেম্বর, ২০২৫

**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, বহরমপুর শাখা (০০০০৩৪)**
১৫, স্কোয়ার ইস্ট রোড, পোস্ট: বহরমপুর, জেলা - মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ, পিন - ৭৪২১০১, ইমেইল: sbi.00034@sbi.co.in
ভেহিকেল অকশন বিজ্ঞপ্তি

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ: নাম: অনির্বান সরকার, ই-মেইল আইডি: sbi.00034@sbi.co.in, মোবাইল নম্বর- ৮০০১১৯৪৩০০
অস্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
ই-অকশনের তারিখ ও সময়: তারিখ: ২৫.১১.২০২৫
ই-অকশনের সময়: সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ৪.০০টা পর্যন্ত প্রতিটি ডাকদানের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত বর্ধিতকরণ সহ।

এতদ্বারা সাধারণ জনগণের অবগতির জন্য এবং বিশেষত ঋণগ্রহীতা (গণ) ও জামিনদার (গণ)-এর অবগতির জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, নিচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি যা সুরক্ষিত পাওনাদার -এর কাছে বন্ধক/চার্জড রয়েছে এবং যার বাস্তবিক দখল স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার (সুরক্ষিত পাওনাদার) অনুমোদিত আধিকারিক দ্বারা নেওয়া হয়েছে, যা "**যেখানে যেমন আছে**", "**যা যেমন আছে**" এবং "**সেখানে যা কিছু আছে**"-র ভিত্তিতে বিক্রি করা হবে **২৫.১১.২০২৫ তারিখে।**

ঋণগ্রহীতা ও গাড়ীর বিশদ:

**স্বত্বাধিকারী: সমিরুল ইসলাম।** বকেয়া পরিমাণ: ৯,০৯,২৬৫.০০ টাকা+সুদ + চার্জ। সংরক্ষিত **মূল্য ৬,৪১,০০০.০০ টাকা,** বায়না জমা (ইএমডি) হবে ৬৪,১০০.০০ টাকা এবং বৃদ্ধি মূল্য হবে **১০,০০০.০০ টাকা। গাড়ির বিবরণ-: KIASONET G1.2MT HTK SOV-BS6,** রেজিস্ট্রেশন নং: **WB57K0411,** রেজিস্ট্রেশন তারিখ- ২৫.০৪.২০২৫, চ্যাসিস নং- **MZBFB812LSN512621,** ইঞ্জিন নং: **G4LFSV529107,** উৎপাদনের সাল: ২০২৫, জ্বালানির ধরন: **পেট্রোল।**

পরিদর্শনের তারিখ: ২০.১১.২০২৫ এবং ২১.১১.২০২৫।

ক) বিক্রয়ের বিশদ শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট www.sbi.co.in এবং নির্দিষ্ট ই-অকশনের জন্য তৈরি করা https://BANKNET.com এ দেওয়া নির্দিষ্ট লিঙ্কটি দেখুন।
খ) ইচ্ছুক দরদাতাকে তার ইএমডির পরিমাণ পিএসবি অ্যালায়েন্স প্রাইভেট লিমিটেডের দ্বারা রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে এনইএফটি/আরটিজিএস স্থানান্তরের মাধ্যমে । যেকোন প্রশ্নের ক্ষেত্রে যোগাযোগ করুন support.baanknet@psballiance.com -তে ।

তারিখ: ১৬.১১.২০২৫
স্থান: বহরমপুর
অনুমোদিত অফিসার
এসবিআই, বহরমপুর

**স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া হোম লোন সেন্টার, হাওড়া (১০২৬৩),**
২৩৯এ, পঞ্চাননতলা রোড, হাওড়া-৭১১১০১,
ই-মেইল: sbi.10263@sbi.co.in
পরিশিষ্ট-৪ [রুল-৮(১)]
**দখল বিজ্ঞপ্তি**
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, হোম লোন সেন্টার হাওড়া** -র অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ (২০০২ এর নং ৩) অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ -এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে নিম্নে বর্ণিত তারিখে ঋণগ্রহীতাগণ কে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক আহ্বান জানায়, ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন, উক্ত রুলস-এর রুল ৮ -এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩(৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে নিম্নে ঋণগ্রহীতাদের সাপেক্ষে বর্ণিত তারিখে। বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনও লেনদেন না করেন এবং সম্পত্তির কোনওপ্রকার লেনদেনে **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া- হোম লোন সেন্টার হাওড়া** এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের-এর দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা (গণ)-এর নাম ও ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং | সম্পত্তির বিবরণ | ১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 1. | **শ্রী সুনীল প্রসাদ যাদব,** বাসস্থান- ৫/২, রাম চরণ চ্যাটার্জী লেন-এর গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাট, থানা- শিবপুর, হাওড়া- ৭১১১০২। **লোন অ্যাকাউন্ট ৩৫০০৩৭৯২০৪৩ (এইচবিএল)।** | **সম্পত্তির বিবরণ** একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১,৪০১ বর্গফুট, (জি+২) তলা ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের উত্তর-পশ্চিম-দক্ষিণ অংশে অবস্থিত ৪ (চার)টি বেডরুম, ২ (দুই)টি ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং, ২ (দুই)টি রান্নাঘর, ২ (দুই)টি টয়লেট এবং ২ (দুই)টি বারান্দা রয়েছে। এটি হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে প্রেমিসেস নং ৫/২, রাম চরণ চ্যাটার্জী লেন, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া -এ অবস্থিত । এই ফ্ল্যাট এবং ভবনের জন্য বিশেষভাবে প্রদত্ত জমির ও প্রেমিসেসের অবিভক্ত অবিভাজ্য আনুপাতিক অংশ সহ সাধারণ ক্ষেত্র এবং সুযোগ-সুবিধার আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত। এটি হাওড়া পৌর | **ক) ০৯.০৭.২০২৫ খ) ১২.১১.২০২৫ গ) ১৫,৪৯,৩২২.০০/- টাকা** (পনেরো লক্ষ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশত বাইশ টাকা মাত্র) **০৯.০৭.২০২৫** অনুযায়ী এবং এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি সহ। |

কর্পোরেশন হোল্ডিং নং ৫/২, রাম চরণ চ্যাটার্জী লেন, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া-৭১১১০২ এর অধীনে, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৩২। মৌজা-শিবপুর, খতিয়ান নং-১৩৮, দাগ নং ২৫৪ ও ২৫৫, শীট নং ৫৯-এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। সম্পত্তির উত্তর দিকে ৮ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা এর প্রতি সমস্ত সুখাধিকার এবং অন্যান্য ব্যবহার অন্তর্ভুক্ত।
**চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তর দিকে:** ৮ ফুট চওড়া সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা। **দক্ষিণ দিকে:** পুকুর । **পূর্ব দিকে:** হোল্ডিং নং ৪৮/১, রাজ কুমার কুন্ডু লেন। **পশ্চিম দিকে:** হোল্ডিং নং ৫, রাম চরণ চ্যাটার্জী লেন।

**(ফ্ল্যাটের বিবরণ)**
উপরে উল্লিখিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল স্বয়ংসম্পূর্ণ মার্বেল ফ্লোরের আবাসিক ফ্ল্যাট, যার সুপার বিল্ট-আপ এলাকা প্রায় ৭৬১ বর্গফুট (কমবেশি), যার মধ্যে বিক্রেতার ১,৪০১ বর্গফুট সুপার বিল্ট-আপ এলাকাযুক্ত ফ্ল্যাট । ফ্ল্যাটটি উপরে উল্লিখিত তফসিলভুক্ত সম্পত্তির গ্রাউন্ড ফ্লোরের দক্ষিণ অংশে অবস্থিত এবং এতে দুটি বেডরুম, ড্রয়িং-কাম-ডাইনিং রুম, পৃথক রান্নাঘর, টয়লেট এবং তফসিলভুক্ত সম্পত্তির দক্ষিণ-পূর্ব ও পশ্চিম দিকে অবস্থিত একটি ঢাকা বারান্দা সহ সুপার বিল্ট-আপ এলাকা রয়েছে। তফসিলভুক্ত ফ্ল্যাটের মোট এলাকার মধ্যে ফ্ল্যাটের কভার্ড এরিয়ার নিচে জমির আনুপাতিক অংশ এবং সহ-মালিকদের জন্য সাধারণ ক্ষেত্র, অংশ ও সুযোগ-সুবিধাগুলির উপর সমস্ত অধিকার এবং এর সাথে সংযুক্ত অন্যান্য অধিকার ও সুখাধিকার অন্তর্ভুক্ত। ফ্ল্যাটটি হাওড়া পৌর কর্পোরেশনের সীমার মধ্যে প্রেমিসেস নং- ৫/২, রাম চরণ চ্যাটার্জী লেন, থানা-শিবপুর, জেলা-হাওড়া, ওয়ার্ড নং-৩২ এ অবস্থিত, যা মৌজা শিবপুর, জেলা-হাওড়া-এর খতিয়ান নং ১৩৮ এর অধীনে দাগ নং ২৫৪ ও ২৫৫ এর সাথে সম্পর্কযুক্ত। ২০১৫ সালের ডিড নং ০৫১০০৬৬৬৪৮ দ্বারা **সম্পত্তিটি শ্রী সুনীল প্রসাদ যাদব**-এর নামে দাঁড়িয়ে আছে, যা ডিএসআর হাওড়ার ডিস্ট্রিক্ট সাব রেজিস্ট্রার অফিসে বুক নং আই, ভলিউম নং- ০৫১০০-২০১৫, পাতা ৪১৬৯৬ থেকে ৪১৭২৩ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।

| ক্র. নং | ঋণগ্রহীতা (গণ)-এর নাম ও ঠিকানা এবং লোন এ/সি নং | সম্পত্তির বিবরণ | ১) দাবি বিজ্ঞপ্তির তারিখ ২) দখল নোটিশের তারিখ ৩) বকেয়া পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| 2. | **শ্রী সুকান্ত দাস ও শ্রীমতী শ্বেতা দাস,** বাসস্থান-৬ তারাপদ চ্যাটার্জী লেন, বি গার্ডেন, হাওড়া - ৭১১১০৩-এর ১০২ নম্বর গ্রাউন্ড ফ্লোরের ফ্ল্যাট। **লোন অ্যাকাউন্ট , ৩১২২০০১২৯৪৭ (এইচবিএল) এবং ৪১৬২৯৫৮৭৭৫৯ (টপ আপ)।** | **(সম্পত্তির বিবরণ)** মকরারি মৌরসি বাস্তু জমি সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, যার মোট পরিমাপ প্রায় **৩ কাঠা ৪ ছটাক ১৩.৫ বর্গফুট** (কমবেশি), এবং এর উপর নির্মিত ভবন সহ হাওড়া পৌর কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ৬ তারাপদ চ্যাটার্জী লেন, থানা - শিবপুর, হাওড়া, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৩৮-এর মধ্যে অবস্থিত, যা ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, হাওড়ার এখতিয়ারের অধীনে। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তর দিকে:** ৬, তারাপদ চ্যাটার্জী লেন; **পূর্ব দিকে:** পুকুর; **দক্ষিণ দিকে:** তারাপদ চ্যাটার্জী লেন; **পশ্চিম দিকে:** সাধারণ যাতায়াতের রাস্তা এবং পৌর নর্দমা। | **ক) ১৬.০৫.২০২৫ খ) ১২.১১.২০২৫ গ) ১৫,৫৬,৭৫৫.০০/- টাকা** (পনেরো লক্ষ ছাপ্পান্ন হাজার সাতশত পঞ্চান্ন টাকা মাত্র) **১৬.০৫.২০২৫** অনুযায়ী এবং এর উপর পরবর্তী সুদ, খরচ, আনুষঙ্গিক ব্যয় ইত্যাদি সহ। |

**(ফ্ল্যাটের বিবরণ)**
ফ্ল্যাট নং ১০২ সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা উত্তর পূর্ব কোণে অবস্থিত, যার সুপার বিল্ট আপ এরিয়া সহ পরিমাপ প্রায় **৪৮০ বর্গফুট** বা সামান্য কমবেশি। এতে ২টি বেডরুম, ১টি টয়লেট, ১টি ডাইনিং-কাম-কিচেন রয়েছে, যার সাথে সিঁড়ি, সেপটিক ট্যাঙ্ক, জলের ট্যাঙ্ক, সীমানা প্রাচীর এবং সমস্ত ঢাকা সাধারণ যাতায়াতের রাস্তার আনুপাতিক অংশ অন্তর্ভুক্ত। উপরন্তু, উপরোক্ত ফ্ল্যাটের নিচে থাকা জমির আনুপাতিক অংশ সহ এবং হাওড়া পৌর কর্পোরেশন প্রেমিসেস নং ৬, তারাপদ চ্যাটার্জী লেন, থানা - শিবপুর, হাওড়া, হাওড়া পৌর কর্পোরেশন ওয়ার্ড নং ৩৮ এর মধ্যে নির্মিতব্য ভবনের গ্রাউন্ড ফ্লোরের উপরকার সম্পত্তির সমস্ত সুখাধিকার সহ অবস্থিত। যা ডিস্ট্রিক্ট অ্যান্ড অ্যাডিশনাল ডিস্ট্রিক্ট সাব-রেজিস্ট্রার, হাওড়ার এখতিয়ারের অধীনে। **চৌহদ্দি নিম্নরূপ: উত্তর দিকে:** ৬/১, তারাপদ চ্যাটার্জী লেন; **পূর্ব দিকে:** পুকুর; **দক্ষিণ দিকে:** ফ্ল্যাট নং ১০১ এবং সিঁড়ি; **পশ্চিম দিকে:** ফ্ল্যাট নং ১০১। ২০১০ সালের ডিড নং-০৭১৭৯ দ্বারা **সম্পত্তিটি শ্রী সুকান্ত দাস ও শ্রীমতী শ্বেতা দাস** এর নামে দাঁড়িয়ে আছে, যা ডিএসআর হাওড়ার অফিসে বুক-আই, সিডি ভলিউম নং-১৬, পাতা ৮০৮৬ থেকে ৮১১৮ পর্যন্ত তে নিবন্ধিত।

তারিখ: ১২.১১.২০২৫,
স্থান: হাওড়া
অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

পঞ্জাব নেশনল বৈংক ...भरोसे का प्रतीक ! punjab national bank ...the name you can BANK upon!
বিক্রয় নোটিশ, ই-নিলাম তারিখ : ১১.১২.২০২৫

**অ্যাসেট রিকভারি ম্যানেজমেন্ট শাখা, দুর্গাপুর, সিটি সেন্টার, রেড ক্রস রোড, দুর্গাপুর-৭১৩২১৬, পশ্চিম বর্ধমান, পব, ইমেল : cs8222@pnb.co.in**

**ইএমডি (বায়না জমা) এবং নথিতথ্যাদি দাখিলের শেষ তারিখ এবং সময় : ১১.১২.২০২৫ দুপুর ২টো পর্যন্ত**
**২০০২ সালের (২০০২ এর ৫৪) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (সারফেসি) আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট বন্ধকদত্ত স্থাবর সম্পত্তির বিক্রয়**
**স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে**
এতদ্বারা সাধারণকে সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণকে বিশেষভাবে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি কার্যকরভাবে/স্বত্ব দখল/প্রতীকী দখল নিয়েছেন জামিন অধীনে ঋণদাতা ব্যাঙ্কের অনুমোদিত অফিসার এবং তা '**যেখানে যা আছে**', '**যেখানে যেমন আছে**' এবং '**যে অবস্থায় আছে**' ভিত্তিতে উল্লিখিত তারিখে নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্ক/জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া সমুদয় সংশ্লিষ্ট ঋণগ্রহীতাগণ এবং জামিনদাতাগণের কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে। সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমা নিম্নোক্ত টেবিলে উল্লিখিত হবে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির অধীন অনুযায়ী।
**স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত (উক্ত সম্পত্তি নির্ধারিত জামিনদাতা কর্তৃক কার্যকরী দখল/স্বত্ব দখল অধীন)**

| ক্রম নং | অ্যাকাউন্ট ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা | স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত, মালিকের নাম [সম্পত্তি(সমূহ) এর বন্ধকদাতা এবং দখল] | ক) ১৩(২) ধারা অধীনে দাবি নোটিশের তারিখ খ) দখলের তারিখ গ) ১৩(২) অধীনে বকেয়া পরিমাণ | ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ (টাকা) | ই-নিলামের তারিখ এবং সময় | জামিন অধীনে ঋণদাতার জ্ঞাত দায়বদ্ধতার বিস্তারিত |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ১. | **বি/ও - নাচন রোড। ঋণগ্রহীতা: সুমন দাস,** পিতা- সুকুমার দাস, ৬/১, নাগার্জুন রোড এক্সটেনশন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। শ্রীমতী পূর্ণিমা দাস, স্বামী- সুমন দাস, ৬/১, নাগার্জুন রোড এক্সটেনশন, দুর্গাপুর-৭১৩২০৫। | জমির ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল যা মৌজা- কোদালিয়া, জেএল নং ৩৬, আরএস প্লট নং ৯৩, এলআর নং ৫৫৩, আরএস খতিয়ান নং ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭ এবং ৩৯৮, এলআর খতিয়ান নং ৩৯৬/১, ৩৯৬/২, হাউস নং ১০৮/৩৩/১৩, মসজিদ বাড়ি রোড, শহীদ আব্বাস উদ্দিন সরণি, কোদালিয়া, থানা-নিউ ব্যারাকপুর, কলকাতা-৭০০১৩১-এ অবস্থিত। এলাকা- ১ কাঠা ১১ ছটাক সুমন দাস ও পূর্ণিমা দাস-এর নামে, যার কভারেজ বিক্রয় দলিল নং আই-৫৬২৭, তারিখ- ০৩.০৭.২০১৫। | **ক) ০৭.০৭.২০২১ খ) ০৮.১০.২০২১ ৩৩,৯৬,৩৩৮.৯৫ টাকা** ৩০.০৬.২০২১ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ। | ক) ৩২,৬৭,০০০/- টাকা খ) ৩,২৭,০০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা | **১১-১২-২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত।** | ব্যাঙ্কের জানা নেই |
| ২. | **শাখা- পানাগড় ঋণগ্রহীতা: মেসার্স অরকিড** (স্বত্বাঃ-কমল কয়াল), জোকা বারুইপাড়া, পোস্ট অফিস - আরসি ঠাকুরাণী, থানা-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৪। সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার- শ্রীমতী সুজাতা কয়াল, স্বামী- কমল কয়াল, জোকা বারুইপাড়া, পোস্ট অফিস - আরসি. ঠাকুরাণী, থানা-ঠাকুরপুকুর, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১০৪। | জমি ও ভবন সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল অস্থাবর সম্পত্তি, যা 'পবিত্র মেগা মল' 'টলি টুইন', ব্লক-আই, দ্বিতীয় ফ্লোর (সম্মুখ দিক)-এ অবস্থিত যার মৌজা রামচন্দ্রপুর, জেএল নং ৩১, আরএস নং ৩৩৪, আরএস দাগ নং ২৪/২০১ ও ২৫, আরএস খতিয়ান নং ১৫০ ও ১৬৭, তৌজি নং ১৮, থানা-ঠাকুরপুকুর, জেলা-দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১০৪। কভার্ড এরিয়া ১৯৫০ বর্গফুট এবং সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ২৫৩৫ বর্গফুট। শ্রীমতী সুজাতা কয়াল, স্বামী- কমল কয়াল-এর নামে আছে, যার কভারেজ দলিল নং আই-৫৮৮০/২০১২। | **ক) ২৭.০৬.২০২২ খ) ১৩.১০.২০২২ ৮১,৬৭,৪২০.০০ টাকা** ৩১.০৫.২০২২ অনুযায়ী এবং তদুপরি পরিশোধের তারিখ পর্যন্ত অর্জিত সুদ, আনুষঙ্গিক খরচ, ব্যয় ও চার্জ ইত্যাদি সহ। | ক) ১,২২,৭৬,০০০/- টাকা খ) ১২,২৮,০০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা | **১১-১২-২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত।** | ব্যাঙ্কের জানা নেই |
| ৩. | **বিও- ০০৩০৪১০, সিবিবি দুর্গাপুর। অ্যাকা.: গুপ্তা পলি ট্রেডার্স।** ঋণগ্রহীতা/সহ-ঋণগ্রহীতা/জামিনদার/অংশীদার- মেসার্স গুপ্তা পলি ট্রেডার্স। স্বত্বাধিকারী- শ্রী আনন্দ গুপ্তা, প্রতাপপুর, খাটগড়িয়া, থানা-ফরিদপুর, পিন - ৭১৩৩৬৩। | ৩৩ ডেসিমেল (কমবেশি) পরিমাপের জমি এবং তার উপর নির্মিত ভবনের কাঠামো সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল । যার অবস্থান- মৌজা- খাটগড়িয়া, জেএল নং ৩০, খতিয়ান নং ৩৯৪ এবং বর্তমানে পুনর্সংখ্যায়িত ১০০১, প্লট নং ২, এলআর প্লট নং ৮২, প্রতাপপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের অধীনে, থানা ফরিদপুর, জেলা পশ্চিম বর্ধমান। শ্রী আনন্দ গুপ্তা, পিতা- মৃত বাল কিশোর গুপ্তা-এর নামে আছে, যার কভারেজ দলিল নং ৬৬৯৩, সাল- ২০১৫। | **ক) ৩১.১২.১৯ খ) ২২.০৯.২০২০ ৭৬,৩৪,৯৮৫.৮২ টাকা** (ছিয়াত্তর লক্ষ চৌত্রিশ হাজার নয়শত পঁচাশি টাকা ও বিরাশি পয়সা মাত্র)। | ক) ১৬,৯৮,০০০/- টাকা খ) ১,৭০,০০০/- টাকা গ) ১০,০০০/- টাকা | **১১-১২-২০২৫ সকাল ১১.০০টা থেকে বিকাল ০৪.০০টা পর্যন্ত।** | ব্যাঙ্কের জানা নেই |

**নিয়ম এবং শর্তাদি**
বিক্রয় সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এ নির্ধারিত শর্তাবলী এবং নিম্নলিখিত আরও শর্তাবলী সাপেক্ষে হবে :
১. সম্পত্তিগুলি '**যেমন আছে যেখানে আছে ভিত্তিতে**' এবং '**যেমন আছে যা আছে ভিত্তিতে**' এবং '**যা আছে সেখানে আছে ভিত্তিতে**' বিক্রি করা হচ্ছে।
২. উপরে তফসিলে উল্লেখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিবরণ অনুমোদিত কর্মকর্তার সর্বোচ্চ তথ্য অনুসারে বলা হয়েছে, তবে এই ঘোষণায় কোনও ত্রুটি, ভুল বিবৃতি বা বাদ পড়ার জন্য অনুমোদিত কর্মকর্তা জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন না।
৩. বিক্রয়টি নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা **https://www.baanknet.com** ওয়েবসাইটে প্রদত্ত ই-নিলাম প্ল্যাটফর্মের মাধ্যমে **১১.১২.২০২৫ তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকাল ৪টা পর্যন্ত** করা হবে।
৪. বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ওয়েবসাইটটি দেখুন **www.baanknet.com**।
৫. বিক্রয়ের শর্তাবলী সম্পর্কে যেকোনো প্রশ্নের জন্য, আগ্রহী দরদাতারা **শ্রী রঞ্জন কুমার শ' (চিফ ম্যানেজার) মোবাইল ৯৬৫০৬০২৭৯০** এর সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।

**২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট এনফোর্সমেন্ট সংশোধিত রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) অধীনে ৩০/১৫ দিনের বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ**

তারিখ : ১৬.১১.২০২৫
স্থান : দুর্গাপুর
অনুমোদিত অফিসার
পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক

**২০০২ সালের সারফেসি আইনের রুল ৯(১) এবং ৮(৬) অধীনে বিধিবদ্ধ বিক্রয় নোটিশ**

# অসুস্থ বিএলও কাজের চাপ, কমানোর দাবি

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট:** বিএলওদের ওপর কাজের চাপ ক্রমশ বাড়ানো হচ্ছে। এসআইআর আবহে বিএলওদের ওপর থেকে চাপ কমানোর জন্য সম্প্রতি হাওড়ার টিকিয়াপাড়ায় বিক্ষোভ হয়েছে। তার রেশ কাটতে না-কাটতেই কাজের চাপে ও মানসিক চাপে অসুস্থ হয়ে পড়লেন এক বিএলও। ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রের দ্বারস্থ হয়ে এসআইআর কাজ করছেন। কাজের চাপ ও মানসিক চাপেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বলেই তাঁর দাবি। তাঁদের ওপর থেকে কিছুটা দায়িত্ব কমানো হোক বলে আবেদন অসুস্থ বিএলও ডালিয়া মমতাজের।

উত্তর ২৪ পরগনা বসিরহাটে মহাকুমার বসিরহাট এক নম্বর ব্লকের গাছা আঁখারপুর পঞ্চায়েতের ৩০ নম্বর বুথের বিএলও তিনি। এমনিতেই তিনি শারীরিক ভাবে কিছুটা অসুস্থ ছিলেন। তার ওপর এসআইআরের কাজের চাপ বাড়ছে। তাদেরকে এসআইআর ফর্ম বাড়ি বাড়ি দিয়ে আসতে হচ্ছে, আবার সেইগুলো আনার জন্য কোনও কোনও বাড়িতে একাধিকবারও যেতে হচ্ছে। ভুল হলে উপভোক্তাকে দিয়ে ঠিক করাতে হচ্ছে। সেই সব ফর্ম নিয়ে বাড়িতে এসে সেগুলোকে আবার অনলাইনে ডাটা এন্ট্রি করতে হচ্ছে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। যে কারণে খুবই চাপে পড়ে যাচ্ছে তিনি, সঙ্গে রয়েছে পারিবারিক কাজ। ফলে বাড়ছে মানসিক এবং শারীরিক ভাবে চাপ বাড়ছে। আর তাই শুক্রবার অসুস্থ হয়ে পড়েছেন তিনি। এলাকারই ভ্রাম্যমাণ চিকিৎসা কেন্দ্রে তিনি চিকিৎসা করিয়ে আবার কাজ শুরু করেন।

তাঁর অভিযোগ, এত চাপ তিনি নিতে পারছেন না। এত চাপেই তিনি মানসিক এবং শারীরিক ভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ছেন। তাঁর দাবি, নির্বাচন কমিশন ক্রমশ কাজ বাড়িয়ে যাচ্ছে। অন্তত ডাটা এন্ট্রির জন্য অন্য লোক নিযুক্ত করুক। তার একার পক্ষে এত কিছু করা সম্ভব হচ্ছে না। পরিবারে অশান্তি শুরু হচ্ছে। পরিবার তাঁর থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। নির্বাচন কমিশন বিকল্প ভাবনা ভাবুক।

# এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু প্রৌঢ়র

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বারাসত:** এসআইআর আতঙ্কে মৃত্যু মিছিল অব্যাহত। তার মধ্যেই একই আতঙ্কে মৃত্যু। আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন ছিলেন এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে। বাড়ি থেকে উদ্ধার এমুন্যারেশন ফর্ম।



এসআইআর ফর্ম পাওয়ার পরই আতঙ্কিত হয়ে আশঙ্কাজনক অবস্থায় চিকিৎসাধীন প্রৌঢ় জিয়ার আলী। ব্রেন স্ট্রোকে আক্রান্ত বৃদ্ধকে ভর্তি করা হয় বারাসত মেডিক্যাল কলেজে। অবস্থার অবনতি হওয়ায় স্থানান্তর করা হয় কলকাতা এনআরএস মেডিক্যাল কলেজ। ঘটনাটি ঘটেছে, উত্তর ২৪ পরগনা দত্তপুকুর থানার চাটুরিয়া এলাকায়। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এসআইআর ফর্ম পাওয়ার পর থেকে আতঙ্কের মধ্যে দিয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন এলাকার প্রবীণ নাগরিক জিয়ার আলি। ফর্ম হাতে পাওয়ার পর থেকে এলাকার মানুষজনকে কী ভাবে পূরণ করতে হবে তা নিয়ে একাধিকবার জিজ্ঞাসাবাদ করেছিলেন তিনি।

পাশাপাশি সঠিক ভাবে ফর্ম ফিলাপ করতে পারছেন কিনা এই নিয়ে আশঙ্কায় ছিলেন তিনি। এমুনারেশন ফর্ম হাতে পেয়ে একাধিকবার তা জেরক্স করে ফর্ম ফিলাপ করেছিলেন। ২০০২ এর ভোটার তালিকা নাম ছিল তাঁর পরিবারের। তারপরেও আশঙ্কা যেন পিছু ছাড়ছিল না ওই বৃদ্ধর। শুক্রবার রাতে বাড়িতে এমুনারেশন ফর্ম ফিলাপের চিন্তায় ব্রেন স্ট্রোক হয় তাঁর। পরিবারের সদস্যরা তাঁকে উদ্ধার করেছে আশঙ্কাজনক অবস্থায় প্রথমে বারাসাত মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে গিয়ে ভর্তি করে। পরবর্তীতে অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতা এনআরএস মেডিক্যাল কলেজে স্থানান্তর করা হয় তাঁকে।

হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত্যু হয়েছে তাঁর। বৃদ্ধের পরিবারের সদস্য গোলাপি খাতুন ও মামুদা বিবি জানিয়েছেন, রাত্রিবেলা অসুস্থ অবস্থায় বাড়ির মেঝেতে পড়েছিলেন ওই প্রৌঢ়। তখনও এমুনারেশন ফর্ম ফিলাপ করছিলেন তিনি। তাঁরা আরও বলেন, 'আমাদের কোনও চিন্তাই নেই। আমরা পৈত্রিক ভাবে এই এলাকাতে রয়েছি। তবে বয়সজনিত কারণে জিয়ার আলি এসআইআর নিয়ে প্রচণ্ড ভাবে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন।'

এ নিয়ে স্থানীয় তৃণমূল নেত্রী হালিমা বিবি বলেন, নির্বাচন কমিশন এবং কেন্দ্রীয় সরকার একত্রিত ভাবে এই ষড়যন্ত্র খেলছে। আগামী ৯ ডিসেম্বর তালিকা প্রকাশ হলে বাংলায় মৃত্যু মিছিল আরও বাড়বে। মানুষের হয়রানির অপেক্ষা করছে বিজেপি। লাগাতার মৃত্যু ও এই অসুস্থতা দায় বিজেপি ও নির্বাচন কমিশনকে নিতে হবে। হালিমাকে পালটা দেগেছেন স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব দেবজ্যোতি বিশ্বাস। দেবজ্যোতি বলেন, তৃণমূল এসআইআর নিয়ে অযথা অপপ্রচার চালাচ্ছে। এসআইআরের ফলে ভারতীয়রা উপকৃত হবে আর বিপদে পড়বে তৃণমূল। স্বাভাবিক ভাবে এসআইআরের বিরুদ্ধে অপপ্রচার করে মানুষকে বিপদে ফেলছে তৃণমল।

# এনডিএর জয় উদযাপন করায় দিনহাটায় বিজেপি নেতা গ্রেপ্তার, অভিযোগ শুভেন্দুর

**কলকাতা, ১৫ নভেম্বর:** বিহারে এনডিএ-এর বিপুল জয় উদযাপন করার 'অপরাধে' দিনহাটায় এক বিজেপি নেতাকে গ্রেপ্তার করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল দলদাস পুলিশ। শনিবার এরকমই অভিযোগ করেছেন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভায় বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

শুভেন্দুবাবু লিখেছেন, তকোচবিহার বিজেপি সাংগঠনিক জেলা সম্পাদক অজয় রায় কে স্রেফ বিহারে এনডিএ-এর বিপুল জয় উদযাপন করার 'অপরাধে' দিনহাটায় গ্রেপ্তার করে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে গেল দলদাস পুলিশ! এই বেআইনি গ্রেপ্তারের মূল কাণ্ডারী হলেন দিনহাটা থানার আইসি জয়দেব মোদক ও এসআই আশরফ আলম।

কমল গুহর কুপুত্র, যাকে জাতীয় মানবাধিকার কমিশন মহামান্য কলকাতা হাইকোর্টে নির্বাচন পরবর্তী হিংসার মামলায় 'ক্রিমিনাল' বলে উল্লেখ করেছেন, তার নির্দেশেই মমতা পুলিশ এই অন্যায় কাজ করেছে। তৃণমূল দল, বিজেপি নেতাদের ওপর গাত্রদাহ মেটাতে পুলিশকে যত্রতত্র এই রকম অপব্যবহার করে থাকে। ভারতীয় জনতা পার্টি অজয় রায়ের পাশে রয়েছে ও সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে এই বিচার বহির্ভূত আইনের দুর্ব্যবহারের মোকাবিলা করবে।

# কার্তিক পূজায় কড়া নিরাপত্তা ও গাইড ম্যাপ প্রকাশ পুলিশের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** বাঁশবেড়িয়ায় কার্তিক পুজোতে ঘিরে সাজ সাজ রব চুঁচুড়া থেকে বাঁশবেড়িয়া। বিখ্যাত কার্তিক পুজোকে ঘিরে সাড়া পড়ে গিয়েছে। সোমবার কার্তিক পূজা সেই উপলক্ষে হুগলি গ্রামীণ পুলিশ দর্শনের জন্য কড়া নিরাপত্তার ব্যবস্থা করেছে। এইসঙ্গে বাঁশবেড়িয়া হংসেশ্বরী মন্দির প্রাঙ্গণে হুগলি গ্রামীণ পুলিশের পক্ষ থেকে সাংবাদিক সম্মেলন করা হয় ও পূজো গাইড ম্যাপ প্রকাশ করা হয় উপস্থিত ছিলেন হুগলি গ্রামীণ পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ডিএসপি সহ পুলিশ অফিসাররা। সপ্তগ্রামের বিধায়ক তপন দাশগুপ্ত বাঁশবেড়িয়ার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চ্যাটার্জি কেন্দ্রীয় পুজো কমিটির কর্মকর্তারা পুলিশ প্রশাসন থেকে জানানো হয় কার্তিক পুজো উপলক্ষে প্রচুর জনসমাগম হয় সেইসব দিক মাথায় রেখে পুজোর দিনগুলো বিকাল থেকে ভোরবেলা পর্যন্ত নো এন্ট্রি থাকবে রাস্তায়। দর্শনার্থীদের হেঁটে হেঁটে প্রতিমা দর্শন করতে হবে। কোনও গাড়ি রাস্তায় যাবে না বেশ কিছু পার্কিং জোন দর্শনার্থীদের নিরাপত্তার জন্য প্রচুর পুলিশ মোতায়েন থাকবে সাদা পোশাকের পুলিশ থাকছে সঙ্গে মহিলা পুলিশও থাকছে সাদা পোশাকে।

এছাড়া অনেক মহিলা পুলিশ থাকবে পুলিশের বাইক বাহিনী থাকছে ওপর থেকে ড্রোনের নজরদারি থাকবে। মন্ডপগুলো ও রাস্তায় এবার প্রচুর সিসি ক্যামেরা মুড়ে দেওয়া হয়েছে। পথে থাকবে কড়া নজরদারি গঙ্গার ওপার থেকেও দর্শনার্থীরা প্রত্যেকবার আসেন প্রতিমা দর্শন করতে শিশুদের জন্য পরিচিতি পত্র সহ ব্যাচ দেওয়া হয়েছে। পানীয় জলের ব্যবস্থা থাকছে, মেডিকেল ক্যাম্প থাকছে। বাঁশবেড়িয়া পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান শিল্পী চ্যাটার্জি জানালেন, এবার কেন্দ্রীয় কমিটির অধীনে ৮৫ টি পুজো থাকছে বাঁশবেড়িয়ায় ৬০ টি পূজো হচ্ছে চুঁচুড়ায় ২৫ টি পুজো থাকছে সব রকম ব্যবস্থা দর্শনার্থীদের জন্য, বাঁশবেড়িয়া সুন্দরভাবে আলোক মালায় সেজেছে ডিজে ও মাইক উচ্চস্বরে বাজালেই আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হবে জানালেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার গ্রামীণ এবার বিসর্জনে ৪৫টি পুজো থাকবে।

## নরেন্দ্র মোদীকে তীব্র আক্রমণ কল্যাণের

**নিজস্ব প্রতিবেদন, হুগলি:** শ্রীরামপুরের তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে আক্রমণ করতে গিয়ে বললেন, 'যিনি ভারতবর্ষকে গণতন্ত্রবিহীন করে দিয়েছেন, যাঁর জন্য ভারতবর্ষে শত-শত মানুষ মরছে, যিনি নির্বাচনের আগের দিন রাত্তিরে লালকেল্লার গাড়িতে বোম রেখে, বোম ফাটিয়ে জেতেন, সেই প্রধানমন্ত্রীর কথাতে কিছুই হয় না। জঙ্গলরাজ প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছে। গুজরাতে যখন আপনি মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন তখন খুন করে এসেছেন। মধ্যপ্রদেশ, দিল্লিতে জঙ্গলরাজ প্রধানমন্ত্রী তৈরি করেছেন। বরং বাংলার মানুষরা অনেক ভাল আছেন। ২০২০ সালের অনেক বড় বড় কথা বলেছিলেন, ২০২৬ আমরা যোগ্য জবাব দেবো। এমন জবাব পাবেন শিরদাঁড়া সোজা করতে পারবেন না।'

ফল বেরিয়েছে বিহারের বিধানসভা ভোটের। সেখানে বিরোধীদের ধরাশায়ী করে ধ্বজা উড়িয়েছে এনডিএ। জয়ের পরই প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন, 'পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির জয়ের রাস্তা তৈরি করে দিয়েছে বিহার।



*ভগবান বিরসা মুন্ডার ১৫১তম জন্মদিবস উপলক্ষে সিউড়ি সিধো ::কানহু মুক্তমঞ্চে এক অনুষ্ঠানে আদিবাসী শিল্পীদের হাতে মাদল তুলে দিচ্ছেন বীরভূমের জেলাশাসক ধবল জৈন। উপস্থিত ছিলেন বোলপুরের সাংসদ অসিত মাল।*

# চোলাইয়ের দাপট ঠেকাতে আবগারি দপ্তরে অভিযোগ

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট:** চোলাইয়ের দাপট ঠেকাতে আবগারি দপ্তরে বিক্ষোভ মহিলাদের। মূলত মদ ও জুয়ার ঠেক বন্ধের দাবিতে এদিন আবগারি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ জানায় গ্রামের মহিলারা। দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট ব্লকের চেঙ্গিসপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের লদীতলা এলাকার ঘটনা।



গ্রামবাসীদের অভিযোগ, গ্রামে লাগামছাড়া ভাবে বেড়ে চলছে চোলাইয়ের রমরমা এবং অবৈধ মদের ঠেক। এর ফলে ঘরে ঘরে বাড়ছে অশান্তি। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় স্বামীরা বাড়ি ফিরে স্ত্রীদের নিয়মিত মারধর করছেন। পাশাপাশি জুয়ার কারণে দৈনন্দিন সংসার খরচের টাকা উড়ে যাচ্ছে মদের ঠেকে। প্রতিবাদে সরব হওয়ায় জুটেছে শাসানি ও হুমকি। এই ঘটনার প্রতিবাদে এবং মদ ও জুয়ার ঠেক বন্ধের দাবিতে এদিন প্রায় শতাধিক মহিলা আবগারি দপ্তরে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন।

এ বিষয়ে প্রতিবাদের সামিল এক মহিলা জানান, 'মদ ও জুয়ার ঠেক বন্ধের দাবিতে আমরা লিখিত অভিযোগ জানাতে এসেছি। প্রত্যেকটা বাড়িতে স্বামীরা এসে আমাদের ওপরে নির্যাতন চালাচ্ছেন। আমাদের গ্রামে এই ধরনের ব্যবসা ১৫-১৬ জন করেন। আমরা চাইছি সেগুলোকে বন্ধ করে দেওয়া হোক। এর আগেও আমরা অভিযোগ জানিয়েছি কিন্তু কোনও লাভ হয়নি। তাই আজ আমরা আবগারি দপ্তরে লিখিতভাবে অভিযোগ জানালাম।' লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে পুরো বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে বলে আফগারি দপ্তরের এক আধিকারিক জানিয়েছেন।

# এসআইআরের ছবি তুলতে গিয়ে মৃত্যু

**নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: এসআইআর ফর্ম পূরণের জন্য ছবি তুলতে গিয়ে পথদুর্ঘটনায় মৃত্যু হল রাহিমা বিবি নামে এক গৃহবধূর। শুক্রবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার হাড়োয়া থানার কালিকাপুর গ্রামে। স্থানীয় ও পরিবার সূত্রে জানাগেছে বছর পঞ্চাশের রাহিমা বিবি এসআইআর ফর্মের জন্য ছবি তুলতে গিয়েছিলেন বাড়ির পাশের একটি দোকানে। আর তখনই ঘটে বিপত্তি। পেছন থেকে একটি বাইক সজোরে তাকে ধাক্কা মরলে গুরুতর জখম হয়ে ছিটকে পড়ে রাস্তায়।**


## কন্টিনেন্টাল ভাল্‌ভস্‌ লিমিটেড

(CIN : L29221WB1982PLC057718)
রেজিস্টার্ড অফিস : "সুকেত" ২০ বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলকাতা-৭০০০১৯
টেলি এবং ফ্যাক্স: (০৩৩) ৪০৬৪৭১৭৭, ই-মেল আইডি: finance@cvl.co.in, info@cvl.co.in

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের কন্টিনেন্টাল ভাল্‌ভস্‌ লিমিটেডের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের**

(লক্ষ টাকায়)

| ক্রম নং | বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ৪৮৬.৭২ | ৩০৪.৫৪ | ৩৬২.৭৭ | ৭৯১.৫৯ | ৭৩৭.২১ | ২০০৮.৯৮ |
| ২. | নিট লাভ / (ক্ষতি) সময়কালের জন্য (কর এবং ব্যতিক্রমী দফাদি পূর্ববর্তী) | ০.৮৮ | ৯.১০ | ১১.৩২ | ৯.৯৮ | ১৮.৯৭ | ৩২.৯৩ |
| ৩. | নিট লাভ/ (ক্ষতি) সময়কালের জন্য কর পূর্ববর্তী (ব্যতিক্রমী দফাদি পরবর্তী) | ০.৫৮ | ৪.৭৩ | ৮.০১ | ৫.৩২ | ১৩.৫৮ | ১৯.৬১ |
| ৪. | মোট অন্যান্য ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য | -২.৩৬ | -২.৩৫ | -০.১১ | -৪.৭১ | ০.২২ | -৯.৪৩ |
| ৫. | মোট ব্যালক আয় সময়কালের জন্য | -১.৭৮ | ২.৩৮ | ৮.১২ | ০.৬১ | ১৩.৮০ | ১০.১৮ |
| ৬. | চুকিয়ে দেওয়া ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৮২.২২ | ৮২.২২ | ৮২.২২ | ৮২.২২ | ৮২.২২ | ৮২.২২ |
| ৭. | মূল ও মিশ্র ইপিএস | ০.০৭০ | ০.৫৮০ | ০.৯৯০ | ০.৮৮০ | ১.৬৭০ | ২.৪১০ |

দ্রষ্টব্য:
১ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ -এ অনুষ্ঠিত তাদের সভায় পরিচালনা পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে, সেবি (এলওডিআর) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ -এর অধীনে প্রয়োজনীয় হিসাবে বিধিবদ্ধ নিরীক্ষক দ্বারা পরিচালিত হয়েছে।
২ এই বিবৃতিটি কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর জন্য ধারা ১৩৩ এর অধীনে নির্ধারিত কোম্পানি (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুল ২০১৫ (ইন্ড এএস) অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং অন্যান্য স্বীকৃত অ্যাকাউন্টিং অনুশীলন এবং নীতি প্রযোজ্য পরিমাণে।
৩ কোম্পানী শুধুমাত্র একটি বিভাগে কাজ করে অর্থাৎ কন্ট্রোল ভ্যালস এবং স্পেয়ার। তাই কোম্পানি আইন, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে ইন্ড এএস - ১০৮ অনুযায়ী সেগমেন্ট ভিত্তিক প্রতিবেদনের প্রয়োজন নেই।
৪ উপরোক্ত আর্থিক ফলাফল কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ অডিটরদের দ্বারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।
৫ পূর্ববর্তী সময়ের পরিসংখ্যান ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং সময়ের জন্য শ্রেণীবিভাগের সাথে সামঞ্জস্য করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে পুনরায় গোষ্ঠীবদ্ধ/ পুনঃশ্রেণীবদ্ধ করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৫

পরিচালন পর্ষদের আদেশানুসারে
**ধরমবীর কুমার**
হোলটাইম ডিরেক্টর



## আঁচল ইস্পাত লিমিটেড

**CIN:** L27106WB1996PLC076866
**রেজিস্টার্ড অফিস:** মৌজা- চামরাইল, এনএইচ ৬, হাওড়া, পশ্চিমবঙ্গ-৭১১১১৪
**ই-মেল:** info@aanchalispat.com, ফোন: ০৩২১২-২৪৬১২১, **ওয়েবসাইট:** www.aanchalispat.com

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিকের স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ**

(ইপিএস ব্যতীত টাকায় অঙ্ক লাখে)

| বিবরণ | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | বর্ষ সমাপ্ত ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
|---|---|---|---|---|
| মোট আয় কার্যাদি থেকে (নিট) | ১,৮৭৭.৯০ | ২,২৭২.১৮ | ৩,৮৭৪.০৮ | ১৫,১৩০.১৩ |
| সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পূর্ববর্তী | ২০.১৬ | ৫.৭২ | (১৫.৫৮) | (৫৩৫.৩৮) |
| সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফাদি পরবর্তী) | ২০.১৬ | ৫.৭২ | (১৫.৫৮) | (১,৭৯০.৭৬) |
| সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/অথবা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ২১.১৪ | ৪.৭৪ | (১৫.৩৮) | (১,৩৪০.২৩) |
| মোট ব্যাপক আয় সময়কালের জন্য কর এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী) পর পরবর্তী | ২১.১৪ | ৪.৭৪ | (১৫.৩৮) | (১,৩৩৪.৯৬) |
| ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২৮৩.৩৩ | ২৮৩.৩৩ | ২,০৮৫.৩৮ | ২,০৮৫.৩৮ |
| অন্যান্য ইক্যুইটি (পূর্ববর্তী বর্ষের উদ্বর্তপত্রে প্রদর্শিত পুনর্মূল্যায়িত মজুত ব্যতীত) | - | - | - | (১,৭৪০.২৬) |
| শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) | | | | |
| মৌলিক : (টাকায়) | ০.৭৫ | ০.১৭ | (০.০৭) | (৬.৪০) |
| মিশ্রিত : (টাকায়) | ০.৭৫ | ০.১৭ | (০.০৭) | (৬.৪০) |

দ্রষ্টব্য :
১ উপরোক্ত বিষয়টি সেবি (লিস্টিং ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশনস, ২০১৫-এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে অনুযায়ী স্টক এক্সচেঞ্জে পেশ করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিস্তারিত ফরম্যাটের সারাংশ। সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফরম্যাট বিএসই-র ওয়েবসাইট **www.bseindia.com** এবং কোম্পানির ওয়েবসাইটে **http://www.aanchalispat.com/financial.html#financials** পাওয়া যাবে।
২ উপরোক্ত ফলাফলগুলি কোম্পানিজ অ্যাক্ট, ২০১৩ এর ধারা ১৩৩ এর অধীনে বিজ্ঞাপিত ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস ("আইএনডি এএস") অনুসারে প্রস্তুত করা হয়েছে, যা কোম্পানিজ (ইন্ডিয়ান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডস) রুলস, ২০১৫ এর সাথে একত্রে পাঠ করা হয়েছে।

স্থান: কলকাতা
তারিখ: ১৪.১১.২০২৫

আঁচল ইস্পাত লিমিটেড-এর পক্ষে
স্বা/-
মুকেশ গোয়েল
(ম্যানেজিং ডিরেক্টর)



## হিন্দুস্থান উদ্যোগ লিমিটেড

**CIN: L27120WB1947PLC015767**
**রেজিস্টার্ড অফিস: ট্রিনিটি প্লাজা, ৪র্থ তল, ৮৪/১এ, তপসিয়া রোড (দঃ), কলকাতা-৭০০০৪৬**
**ফোন নং : ৪০৫৫-৬৮০০, ইমেল: kkg@hul.net.in**

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধবর্ষের স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের সারাংশ**

(লক্ষ টাকায়)

| বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন | | | | | | কনসোলিডেটেড | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
| | ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৬.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০.০৯.২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১.০৩.২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
| কার্যাদি থেকে মোট আয় | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) সাধারণ কার্যাদি থেকে কর ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব | ৮৩৫.৬৪ | ৩৩.৯৭ | ৮৩৩.১৫ | ৮৬৯.৬১ | ৮১৫.০৪ | ৮৯৬.৬০ | ২৮.৩১ | ৩৩.৯৭ | ২৫.৮২ | ৬২.২৮ | ৭.৭১ | ৮৮.৩৯ |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী ) | ৮৩৫.৬৪ | ৩৩.৯৭ | ৮৩৩.১৫ | ৮৬৯.৬১ | ৮১৫.০৪ | ৮৯৬.৬০ | ১,৮৩৩.১৯ | ৯৬৩.৭৬ | ২,৬০০.৮৮ | ২,৭৯৬.৯৫ | ৪,২১৪.৮৭ | ৫,৭৩৯.৫৮ |
| নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা কর পরবর্তী এবং অ্যাসোসিয়েট কোম্পানি থেকে লাভ পরবর্তী) | ৬৪১.৯৬ | ২৭.৬৭ | ৬০৬.৫০ | ৬৬৯.৬৩ | ৫৭৭.৬৮ | ৬৫৩.৩৮ | ১,৬৩৯.৫১ | ৯৫৭.৪৬ | ২,৩৭৪.২৩ | ২,৫৯৬.৯৭ | ৩,৯৭৭.৫১ | ৫,৪৯৬.৩৬ |
| মোট আনুপুঙ্খিক আয় (লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় করের পরে) | ৯১৭.২৮ | (৫৭.৬১) | ৬৩৯.৮৭ | ৮৫৯.৬৭ | ৫৮৫.৮৪ | ৮৯৫.৮৯ | ২,৬৬৬.০৬ | ২,৬৪৮.২৮ | ৩,৫২৯.৩০ | ৫,৩১৪.৩৪ | ৫,০১৭.০৯ | ৬,২৩৬.৪২ |
| ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ | ৬১৯.৫০ |
| পুনর্মূল্যায়ন সংরক্ষণ ব্যতীত অন্যান্য ইক্যুইটি | - | - | - | - | - | ১৩,২৯৮.২২ | - | - | - | - | - | ৬৬,৭৩২.৫০ |
| মৌলিক ও মিশ্রিত শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) | ১০.৩৬ | ০.৪৫ | ৯.৭৯ | ১০.৮১ | ৯.৩২ | ১০.৫৫ | ২৬.৪৭ | ১৫.৪৬ | ৩৮.৩৩ | ৪১.৯২ | ৬৪.২১ | ৮৮.৭২ |

**দ্রষ্টব্য** সেবি (এলওডিআর)-র রেগুলেশন, ২০১৫ সালের রেগুলেশন ৩৩ অধীনে সংভার বিনিময় কেন্দ্রে ফাইল করা স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরোক্তটি। সংভার বিনিময় কেন্দ্রের ওয়েবসাইট সমূহ ( www.bseindia.com এবং www.cse-india.com) -তে এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট ( www.hul.net.in)-তেও ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে এবং নিচে দেওয়া কিউআর কোড স্ক্যান করেও এটি দেখা যেতে পারে:

**স্থান: কলকাতা**
**তারিখ: ১৪ নভেম্বর, ২০২৫**

**পরিচালন পর্ষদের পক্ষে ও জন্য**
**স্বা/-**
**জি. কে. আগরওয়াল**
**এগজিকিউটিভ ডিরেক্টর**



## ঊমা এক্সপোর্টস লিমিটেড

CIN: L14109WB1988PLC043934
রেজিস্টার্ড অফিস : গঙ্গা যমুনা অ্যাপার্টমেন্ট ২৮/১, শেক্সপীয়র সরণি, ২য় তল, কলকাতা-৭০০০১৭
ওয়েবসাইট: http://www.umaexports.net.in; ইমেল: info@umaexports.net.in; ফোন নং : ০৩৩ ২২৮১১৩৯৬ / ১৩৯৭

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ** (লক্ষ টাকায়)

| ক্র. নং | বিবরণ | স্ট্যান্ডঅ্যালোন | | | | | | কনসোলিডেটেড | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | অর্ধ বর্ষ সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
| | | ৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৬-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৯-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৯-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত) | ৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৬-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৯-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৯-২০২৫ (অনিরীক্ষিত) | ৩০-০৯-২০২৪ (অনিরীক্ষিত) | ৩১-০৩-২০২৫ (নিরীক্ষিত) |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় (নিট) | ৪০,৩৩৯.৯৭ | ২৯,৯৯৬.০৫ | ৩৭,০০৩.৬৬ | ৭০,৩৩৬.০২ | ৭৩,৯৯০.১৩ | ১,৬৬,৮৩৮.৩১ | ৪০,৫২১.৫১ | ৩০,০৩২.৯১ | ৩৭,৫৮৯.৯৮ | ৭০,৫৫৪.৭২ | ৭৭,০৫৪.৭২ | ১,৭২,৪০৪.৪০ |
| ২ | ত্রৈমাসিক / বর্ষের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব) | (১২৩.০৩) | ৩৫.৯৬ | ২০.৩৭ | (৮৭.০৭) | ৬৩১.৭৯ | ৯৫.৯৭ | (১১৫.৩৯) | ৫৪.১০ | ১৯.০৬ | -৬১.২৯ | ৮১৬.৯২ | ৩৭৪.৫৫ |
| ৩ | কর পূর্ব ত্রৈমাসিক / বর্ষের নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | (১২৩.০৩) | ৩৫.৯৬ | ২০.৩৭ | (৮৭.০৭) | ৬৩১.৭৯ | ৯৫.৯৭ | (১১৫.৩৯) | ৫৪.১০ | ১৯.০৬ | (৬১.২৯) | ৮১৬.৯২ | ৩৭৪.৫৫ |
| ৪ | কর পরবর্তী সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | (১২৩.০৩) | ২৫.১০ | ২০.২৯ | (১০৫.৭৮) | ৪৮১.৭০ | ৭১.৮০ | (১২৩.২৪) | ৪৩.২৪ | ১৮.৯৮ | (৮০.০০) | ৬৬৬.৮৩ | ৩৪৯.৯৮ |
| ৫ | সময়কালের জন্য মোট আনুপুঙ্খিক আয় [(লাভ/ (ক্ষতি) সন্বিত সময়কালের জন্য (কর পরবর্তী) এবং অন্যান্য আনুপুঙ্খিক আয় (করের পরে)] | (১৩১.৩৮) | ২২.০২ | ২৯.১৫ | (১১৭.২১) | ৪৮৪.৩৭ | ৮৩.০১ | (৫৫.৫৩) | ৫৭.৪৫ | (৭.১১) | ১.৯২ | ৬৪৭.০৫ | ৪০৫.৪৪ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ | ৩,৩৮০.৯৮ |
| ৭ | পূর্ব বর্ষের নিরীক্ষিত ব্যালান্সসীটে প্রদর্শিতমতো সংরক্ষণ (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত) | - | - | - | - | - | ১৩,৯৯০.৪৬ | - | - | - | - | - | ১৬,০১৮.১৪ |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (১০/- টাকা প্রতিটি) (চলতি এবং অচলতি কাজকর্মের জন্য) - | | | | | | | | | | | | |
| | মৌলিক | ০.০৬ | ০.০৭ | ০.০৬ | (০.৩১) | ১.৪২ | ০.২১ | (০.৩৭) | ০.১৩ | ০.০৬ | (০.২৪) | ১.৯৭ | ১.০৪ |
| | মিশ্রিত | ০.০৬ | ০.০৭ | ০.০৬ | (০.৩১) | ১.৪২ | ০.২১ | (০.৩৭) | ০.১৩ | ০.০৬ | (০.২৪) | ১.৯৭ | ১.০৪ |

দ্রষ্টব্য :
ক) উপরোক্তটি এসইবিআই (লিস্টিং অ্যান্ড আদার ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্ট) রেগুলেশন, ২০১৫ এর রেগুলেশন ৩৩ এর অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জে দায়ের করা ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের বিশদ বিন্যাসের একটি নির্যাস। ত্রৈমাসিক আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট উপলব্ধ স্টক এক্সচেঞ্জ(গুলি) এবং তালিকাভুক্ত সংস্থার ওয়েবসাইট যথা http://www.umaexports.net.in -তে।
খ) উপরোক্ত আর্থিক ফলাফলগুলি অডিট কমিটি দ্বারা পর্যালোচনা এবং সুপারিশ করা হয়েছিল এবং ১৪ নভেম্বর, ২০২৫ -এ অনুষ্ঠিত তাদের নিজ নিজ সভায় কোম্পানির পরিচালনা পর্ষদ কর্তৃক অনুমোদিত এবং রেকর্ডে নেওয়া হয়েছে।
গ) সেবি (লিস্টিং অ্যান্ড ওবলিগেশন অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস)) রেগুলেশনস ২০১৫ -এর রেগুলেশন ৩৩ অধীনে প্রয়োজনীয় সীমিত পর্যালোচনা কোম্পানির অডিটরগণ সম্পন্ন করেছে।

**স্থান : কলকাতা**
**তারিখ : ১৪ নভেম্বর, ২০২৫**

**ডিরেক্টরস বোর্ডের পক্ষে**
**স্বা/-**
**রাকেশ খেমকা**
**(DIN : 00335016)**
**ম্যানেজিং ডিরেক্টর**

# তৃতীয় দিনেই জয়ের হাতছানি মেন ইন ব্লুয়ের

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ক্রিকেটের নন্দনকানন এখন বোলারদের স্বর্গরাজ্য। ইডেন গার্ডেন্সের ২২ গজ ম্যাচের প্রথম দিন থেকেই বোলারদের স্বর্গ আর ব্যাটারদের দুঃস্বপ্নে পরিণত হয়েছে। এতটাই কঠিন পরিবেশ যে, তৃতীয় দিনে ভারতের সামনে যদি ১২৫ -১৩০ রানও লক্ষ্য থাকে তা হলেও তা তুলে ম্যাচ জেতা হয়ে যাবে বেশ কঠিন। কারণ লড়াই শুধু প্রতিপক্ষ নয়, পিচ, ইনজুরি এবং মানসিক চাপের সঙ্গেও।

প্রথম দিকেই ভারতকে বড় ধাক্কা দেয় শুভমন গিলের ইনজুরি। মাত্র তিন বল খেলার পর তাঁর ঘাড় শক্ত হয়ে ওঠে এবং তিনি ব্যাট করতে নামতে পারেননি। ফলাফল প্রথম ইনিংসে ভারতকে খেলতে হয়েছে এক জন কম ব্যাটার নিয়ে। শুধু তাই নয়, শুভমন সারা দিন ফিল্ডিংও করতে পারেননি এবং অধিনায়কত্বের দায়িত্ব সামলাতে হয়েছে ঋষভ পন্থকে। তিনিও ঘাড়ের ব্যথায় ভুগছেন, ফলে তৃতীয় দিন তাঁর মাঠে নামা নিয়েও অনিশ্চয়তা রয়েছে। অধিনায়কের ফিটনেস প্রশ্নের মুখে পড়লে দলের মনোবলও স্বাভাবিকভাবেই চাপে পড়ে। এরপর আসে দক্ষিণ আফ্রিকার স্পিন-বোলিং হুমকি। অফ স্পিনার সাইমন হারমার ইতিমধ্যেই ইডেনে তাঁর বিপজ্জনক রূপ দেখিয়ে দিয়েছেন। ৩০ রান খরচায় ৪টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট নিয়ে তিনি ভারতের দ্বিতীয় ইনিংস কার্যত ভেঙে দিয়েছেন।

পিচে ফাটল বাড়ার ফলে রবিবার আরও বেশি স্পিন হওয়ার সম্ভাবনা, অর্থাৎ ভারতের ব্যাটারদের সামনে আরও বড় পরীক্ষা। শুধু হারমার নন, অভিজ্ঞ বাঁহাতি স্পিনার কেশব মহারাজও রয়েছেন। প্রথম ইনিংসে সেভাবে সুবিধা করতে না-পারলেও চতুর্থ ইনিংসে তিনি ম্যাচ ঘোরানোর ক্ষমতা রাখেন। তাঁর অভিজ্ঞতা এবং ধারাবাহিকতা দক্ষিণ আফ্রিকার অন্যতম বড় অস্ত্র।এছাড়াও দক্ষিণ আফ্রিকার অধিনায়ক টেম্বা বাভুমার নেতৃত্বও বড় চিন্তার কারণ। অধিনায়ক হিসাবে এখনও কোনও টেস্ট হারেননি তিনি। চাপের পরিস্থিতিতে দলকে নিয়ন্ত্রণে রাখার দক্ষতা তাঁর অন্যতম শক্তি। ক্রিকেট বিশেষজ্ঞদের ধারণা, ইডেনের এই পিচে চতুর্থ ইনিংসে ১৪০, ১৫০ রান তোলাও অত্যন্ত কঠিন হতে পারে। তাই ভারতের সামনে লক্ষ্য যতই ছোট আসুক, ম্যাচ জেতা সহজ হবে না।

প্রাক্তনরা বলছেন, এই ট্র্যাকে ২০, ২৫ রানের জুটিকেও ম্যাচ-টার্নিং বলা যেতে পারে। এত কঠিন লড়াইয়ের আরেকটি প্রতীক, শনিবার নিয়ে যেতে পারেননি। জুরেল (১৪) ও অক্ষর পটেল (১৬) চেষ্টা করেছিলেন উইকেটে থিতু থাকতে, কিন্তু পিচের অনিশ্চয়তা কোনও ব্যাটারকেই দীর্ঘক্ষণ থাকতে দেয়নি।

কুলদীপ, সিরাজ এবং বুমরাহদের থেকে ব্যাট হাতে বিশেষ কিছু আশা করা হয়নি, এবং তা বাস্তবেও হয়নি।সব মিলিয়ে পরিস্থিতি এমন যে, সিরিজের প্রথম টেস্ট ভারতের নিয়ন্ত্রণে আছে;এ কথা আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে বলা যাচ্ছে না। সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৈরি করা 'স্পোর্টিং উইকেট' সত্যিই ম্যাচকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ বানিয়েছে, কিন্তু ব্যাটারদের জন্য এটি বাস্তবিকই টিকে থাকার লড়াই। প্রথম দুই দিনেই পড়েছে ২৬ উইকেট;এ তথ্যই যথেষ্ট প্রমাণ করে পরিস্থিতি কতটা কঠিন। রবিবার ভারতের সামনে কাজ স্পষ্ট; পরিস্থিতি, প্রতিপক্ষ এবং পিচ; তিনের সঙ্গে একযোগে লড়তে হবে। সামান্য অসাবধানতাও ম্যাচ হাতছাড়া করে দিতে পারে। তাই ব্যাটারদের ধৈর্য, দক্ষতা এবং মানসিক দৃঢ়তা তিনটি পরীক্ষার মুখে। এই কঠিন চ্যালেঞ্জ উতরে ভারত ম্যাচে টিকে থাকতে পারবে কি না, সেটাই এখন ক্রিকেটপ্রেমীদের প্রধান আলোচ্য।

## ইডেনে ৬ বছর পর টেস্ট

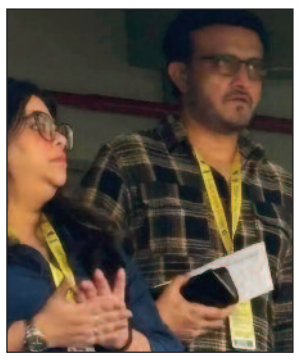

**নিজস্ব প্রতিবেদন:** ইডেনে ৬ বছর বাদে ফিরেছে টেস্ট ম্যাচ ।প্রথম দিনের মতন দ্বিতীয় দিনও সকালবেলাই ক্রিকেটের নন্দন কানন ইডেন গার্ডেন্সের ক্লাব হাউজে উপস্থিত ছিলেন সিএবি সভাপতি সৌরভ গাঙ্গুলি । প্রথম দিনেই ভারত - দক্ষিণ আফ্রিকা টেস্ট ঘিরে উন্মাদনা ছিলো চোখে পড়ার মতন । পরিসংখ্যান বলছে প্রথম দিন সকাল দশটায় ইডেনে হাজির ছিলো ২২,০৯৯ জন ক্রিকেটপ্রেমী আর দ্বিতীয় দিন সকাল এগারোটায় ক্রিকেটপ্রেমীর সংখ্যা দাঁড়ায় ২৬,৮৯৫ জন। প্রথমদিন দুপুর দুটোয় বেড়ে ৩৫,০২২ জন ক্রিকেটপ্রেমী হাজির থাকলেও দ্বিতীয়দিন দুপুর দুটো তিরিশে টিম ইন্ডিয়ার ব্যাটিং দেখতে ক্রিকেটপ্রেমীর সংখ্যা বেড়ে দাঁড়ায় ৪১,৭৬৫ জন । শেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী বিকেল চারটে পঁচিশ মিনিটে ৩৬,৫১৩ জন ক্রিকেটপ্রেমী মাঠে উপস্থিত ছিলেন ।

## বিশ্বকাপের টিকিট কাটল ক্রোয়েশিয়া

**জাগরেব, ১৫ নভেম্বর:** এক ম্যাচ হাতে রেখেই লক্ষ্য পূরণ করল ২০১৮ বিশ্বকাপের রানার্সআপ ক্রোয়েশিয়া। ঘরের মাঠে শুক্রবার রাতে বাছাইপর্বের ম্যাচটি ৩-১ গোলে জিতেছে ক্রোয়াটরা ফারো আইল্যান্ডসের বিরুদ্ধে।ম্যাচের ষোড়শ মিনিটে ডেভিডের গোলে পিছিয়ে পড়ার সাত মিনিট পর সমতা টানেন ইয়োশকো ভার্দিওল।এরপর ৫৭তম মিনিটে পেতার মুসার লক্ষ্যভেদে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। আর ৭০তম মিনিটে নিকোলা ভ্লাসিচের গোলে জিতে সরাসরি বিশ্বকাপে ওঠার আনন্দে মাঠ ছাড়ে ২০১৮ বিশ্বকাপের রানার্সআপরা।

এবারের বাছাইয়ে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ক্রোয়েশিয়া সাত ম্যাচে ছয় জয় ও এক ড্রয়ে মূল পর্ব নিশ্চিত করল। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে 'এল' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন তারা। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে চেক রিপাবলিক। তারা খেলবে প্লে-অফ। ম্যাচের ষোড়শ মিনিটে ডেভিডের গোলে পিছিয়ে পড়ার সাত মিনিট পর সমতা টানেন ইয়োশকো ভার্দিওল।এরপর ৫৭তম মিনিটে পেতার মুসার লক্ষ্যভেদে এগিয়ে যায় ক্রোয়েশিয়া। আর ৭০তম মিনিটে নিকোলা ভ্লাসিচের গোলে জিতে সরাসরি বিশ্বকাপে ওঠার আনন্দে মাঠ ছাড়ে ২০১৮ বিশ্বকাপের রানার্সআপরা।

এবারের বাছাইয়ে এখনও পর্যন্ত অপরাজিত ক্রোয়েশিয়া সাত ম্যাচে ছয় জয় ও এক ড্রয়ে মূল পর্ব নিশ্চিত করল। ১৯ পয়েন্ট নিয়ে 'এল' গ্রুপের চ্যাম্পিয়ন তারা। ১৩ পয়েন্ট নিয়ে গ্রুপের দ্বিতীয় স্থান নিশ্চিত করেছে চেক রিপাবলিক। তারা খেলবে প্লে-অফ।

## মেসি-মার্তিনেসের গোলে জয়ী আর্জেন্টিনা

**অ্যাঙ্গোলা, ১৫ নভেম্বর:** প্রীতি ম্যাচে শুক্রবার অ্যাঙ্গোলাকে তাদের মাঠে ২-০ গোলে হারাল বর্তমান বিশ্ব চ্যাম্পিয়নরা। প্রতিপক্ষের মাঠে ৪৩তম মিনিটে লাউতারো মার্তিনেস দলকে এগিয়ে নেওয়ার পর শেষ দিকে ব্যবধান বাড়ান লিওনেল মেসি। বর্তমানে ফিফা র‍্যাঙ্কিংয়ের ৮৯ নম্বর দলটির বিপক্ষে এই নিয়ে দ্বিতীয়বার খেলল আর্জেন্টিনা। ২০০৬ সালের বিশ্বকাপের আগে প্রথম দেখায়ও ২-০ ব্যবধানেই জিতেছিল তারা। স্বাধীনতার ৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে ভারতীয় মুদ্রায় প্রায় ১৫৯ কোটি টাকা খরচ করে শুক্রবার (১৪ নভেম্বর) ঘরের মাঠ লুয়ান্ডার ১১ নভেম্বর স্টেডিয়ামে ম্যাচটি আয়োজন করেছিল অ্যাঙ্গোলা। ২০২৫ সালে এটি তাদের শেষ ম্যাচ। আগামী বছরের মার্চে ফিনিলিসিমায় তারা মুখোমুখি হবে স্পেনের।

## আমার দেশ/আমার দুনিয়া

# রাজনীতি ও পরিবারের সঙ্গত্যাগ লালুকন্যা রোহিণীর

**পাটনা, ১৫ নভেম্বর:** যাদব পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন লালুকন্যা রোহিণী আচার্য। ছাড়লেন রাজনীতির সংস্রবও। শনিবার নিজের এক্স হ্যান্ডলে পোস্ট করে এমনটাই জানিয়েছেন তিনি। তেজস্বীর নেতৃত্বে শোচনীয় ভাবে পরাস্ত হয়েছে লালুপ্রসাদের দল আরজেডি। আসনসংখ্যা আগের চেয়ে আরও কমেছে। আরজেডি ধরাশায়ী হওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ বার পরিবারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করলেন রোহিণী। শনিবার সমাজমাধ্যম পোস্টে রোহিণী লেখেন, 'আমি রাজনীতি ছেড়ে দিচ্ছি। আমার (যাদব) পরিবারকেও অস্বীকার করছি। সঞ্জয় যাদব এবং রামিজ আমাকে এটাই করতে বলেছিলেন। সব দায় আমি মাথা পেতে নিচ্ছি।' এ ক্ষেত্রে জনৈক সঞ্জয় যাদব এবং রামিজ বলতে রোহিণী কাদের বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে প্রশ্ন জেগেছে অনেকের মনেই। তবে রাজনৈতিক কারবারিদের একাংশ মনে করছেন, 'সঞ্জয় যাদব' বলতে তেজস্বী-ঘনিষ্ঠ আরজেডি নেতা এবং 'রামিজ' বলতে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন সঞ্জয়-ঘনিষ্ঠ এক জনকে। যদিও সংবাদমাধ্যমের একাংশের দাবি, রামিজ বলতে নিজের স্বামীর কথাই বোঝাতে চেয়েছেন তিনি। লালু অসুস্থ থাকাকালীন তাঁকে কিডনি দিয়েছিলেন রোহিণীই। ২০২২ সালের ডিসেম্বর মাসের ঘটনা। ওই সময়ে সিঙ্গাপুরের একটি হাসপাতালে লালুর কিডনি প্রতিস্থাপিত হয়।

দাবি করা হয়, রোহিণীই সেই কিডনি দেন। তার পর দলীয় বিভিন্ন কর্মসূচিতে কন্যা রোহিণীর প্রশংসা করতে দেখা গিয়েছে লালুকে। গত লোকসভা নির্বাচনে মেয়েকে টিকিটও দিয়েছিলেন লালু। বিহারের সারন লোকসভা কেন্দ্র থেকে আরজেডির টিকিটে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে হারেন তিনি। সেই রোহিণীই এ বার ত্যাগ করলেন যাদব পরিবারকে।


**KARNIKA INDUSTRIES LIMITED**

**CIN : L17299WB2022PLC253035**

**Regd. Office :** 6 & 6/1, Gurgola Ghat Road, P.O. - Salkia, Howrah - 711106 (West Bengal)

**Email -** info@karnikaindustries.com, **Phone No -** 033-2655-8101, +91-98302-28105, **Website -** https://karnikaindustries.com/

**Extract of Statement of Standalone Unaudited Financial Results for the Quarter and Six Months ended 30th September, 2025**

In Lakhs

| Sl. No. | Particulars | Quarter Ended | | | Six Month Ended | | Year Ended |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 30.09.2025 | 30.06.2025 | 30.09.2024 | 30.09.2025 | 30.09.2024 | 31.03.2025 |
| | | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Unaudited | Audited |
| I | Revenue from Operations | 6972.71 | 3328.59 | 7113.33 | 10301.30 | 9714.01 | 17254.85 |
| II | Profit/ (Loss) before tax | 1275.84 | 414.57 | 970.14 | 1690.41 | 1379.67 | 2417.11 |
| III | Profit/ (Loss) after tax | 938.88 | 307.56 | 725.82 | 1246.44 | 1034.63 | 1803.05 |
| IV | Total Comprehensive Income for the Period (comprising profit/(Loss) after tax for the period) | 862.94 | 477.48 | 841.18 | 1340.42 | 1149.99 | 1826.17 |
| V | Paid -up equity share capital (Face Value of Rs. 10 per share) | 6,199.75 | 1,239.95 | 1,239.95 | 6,199.75 | 1,239.95 | 1,239.95 |
| VI | Earnings Per share (EPS) of Rs 10 each (not annualised) (1) Basic & Diluted (Rs.) | 3.29 | 2.48 | 5.85 | 6.07 | 8.34 | 14.54 |

**Note to Financial Results :**

1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their Meetings held on 14th November, 2025.
2. The above results have been reviewed by the Statutory Auditors as required under the SEBI (Listing Obligations and Disclosure 2 Requirements), Regulations, 2015.
3. Based on approval from the Board of Directors at their meeting held on 15th July 2025 and subsequent approval from the members of the Company on 18th August 2025, the Company allotted 4 (Four) Bonus Equity Share for every 1 (One) Equity Share held, to the members on 1st September 2025.
4. The financial results of the Company has been prepared in accordance with the Indian Accounting Standards (Ind AS) notified by the Ministry of Corporate Affairs under the Companies (Indian Accounting Standard) Rules, 2015.
5. Company operates only on a single segments which predominantly are manufacturing and trading of Textiles as envisaged in Ind AS 108- Segment Reporting notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rules 2015.
6. As the Company have no Subsidiary, Associates or Joint Venture as on 30th September 2025, it is not required to prepare and present consolidated financial statements.
7. The Company has adopted Indian Accounting Standards (Ind AS) during F Y 2025-2026 and accordingly these financial results for the half year ended 30 September 2025 have been prepared in accordance with Ind AS 34 - Interim Financial Reporting. The date of transition to Ind AS is 1 April 2024, being the beginning of the comparative period. The comparative figures have been restated accordingly.
8. Figures for previous reporting periods have been regrouped/reclassified/restated wherever necessary to correspond with the figures of the current reporting period.
9. The above Cash Flow Statement has been prepared under the ""Indirect Method"" set out in Indian Accounting Standard - 7 "Statement of Cash Flows" specified under section 133 of the Companies Act, 2013, read with Rule 7 of the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015.
10. Further Details Please Visit https://karnikaindustries.com/wp-content/uploads/2025/11/Financial-Result.pdf

**Place : Howrah**
**Date : 14th November, 2025**

By order of the Board
For Karnika Industris Ltd.
Sd/-
Niranjan Mundhra
(Managing Director)
DIN : 05254448



**TENDER**

Sealed Tenders are invited by the Prodhan, **Rahamatpur Gram Panchayat** (Under Karimpur-II Panchayat Samity), Goas, Nadia. **NIT NO- RGP/816/15th FC Untied/2025-26, RGP/817/15th FC Tied/2025-26.** Last date of application **24.11.2025 up to 1p.m.** For details please contact to the office.

**Sd/- Prodhan,**
**Rahamatpur Gram Panchayat**

**eTender Notice**
**BALIJURI GRAM PANCHAYAT**
**Vill- Mangalpur, PO- Balijuri , Block- Dubrajpur,Dist-Birbhum**

Balijuri GP invites e- tender for APAS Fund [NIT-08/APAS/BGP/2025-26 Dated :03.11.2025 ]
Last Date of Submission: 26.11.2025
**Visit-https://wbtenders.gov.in**
or Contact at Balijuri GP in office days

**Sd/-Prodhan**
**Balijuri Gram Panchayat**

**e-Tender Notice**

E-tender invited by The Pradhan Ganganandapur Gram Panchayat under Bongaon Dev. Block, North 24 Pgs. Etender Notice: 2025_ZPHD_947506_15,2025_ZPHD_947506_14, 2025_ZPHD_947506_13, 2025_ZPHD_947506_12, 2025_ZPHD_947506_11, 2025_ZPHD_947506_10, 2025_ZPHD_947506_9, 2025_ZPHD_947506_8, 2025_ZPHD_947506_7, 2025_ZPHD_947506_6, 2025_ZPHD_947506_5, 2025_ZPHD_947506_4, 2025_ZPHD_947506_3, 2025_ZPHD_947506_2, 2025_ZPHD_947506_1. Memo No. 471/GANGA/25-26, Dated- 13.11.2025, 2025_ZPHD_946258_1 to 2025_ZPHD_946258_15, 15Nos. Memo No. 464/GANGA/25-26 Dated-12.11.25 and 6 nos E tender of Memo No. 448/GANGA/25-26 Dated-04.11.25
More details please visit **https://wbtenders.gov.in** or office of the undersigned.

***Sd/- Pradhan***
***Ganganandapur G.P.***
***Bongaon Block, North 24 Pgs***

**OFFICE OF**
**DASPUR-I PANCHAYAT SAMITY**
Daspur :: Paschim Medinipur
**NOTICE INVITING e-TENDER**

.E-NIT No.-WBPMID/DAS-I/EO/NIT-16/APAS/25-26
E-NIT No.-WBPMID/DAS-I/EO/NIT-17/APAS/25-26

Tha Executive Officer, Daspur-I Panchayat Samity invites e Tender for the different type of works under Dsapur-I Panchayat Samity, Intending bidders may access detailed information and respond from e-procurement portal of Govt. of West Bengal. https://**www.wbtenders.gov.in.** on and from 14.11.2025 at 11.00 A.M to 06.12. 2025 at 04.00 P.M.

**Sd/-**
**Executive Officer,**
**Daspur-I Panchayat Samity**

**Abridged form of e-NIT-07/SARANG/2025-26, 09/SARANG/2025-26,**

Circulations memo **no-83(3)/Sar/2025, 85(3)/ Sar/2025,** All dated-**14.11.2025.** Applications are hereby invited from intending bidders for 9 (Nine) no works under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **24.11.2025 at 1.00 PM.** Other details. may be seen from the website **https://wbtenders. gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308

**Sd/- Prodhan,**
**Sarangpur G.P Domkal,**
**Murshidabad**

**Abridged form of e-NIT-08/SARANG/2025-26**

Circulations memo **no-84(3)/ Sar/20254, dated-14.11.2025.** Applications are hereby invited from intending bidders for 1 (One) no work under Sarangpur Gram Panchayat. Bid submission closing date **01.12.2025 at 1.00 PM.** Other details may be seen from the website **https://wbtenders.gov.in** & office Notice Board.
(M) 9734013308

**Sd/- Prodhan,**
**Sarangpur G.P**
**Domkal, Murshidabad**

**NOTICE INVITING e-TENDER**

**e Nit No: Bil-II/176/APAS/2025 (Sl No - 1 to 10)**

The Prodhan, Bilkanda-II Gram Panchayat, under Barrackpore-II Panchayat Samity invites e-tender from the eligible contractors for the 10 (Ten) Nos. work under APAS fund. Bid submission closing (online): **10.12.2025 up to 12:00 Hrs.** For details information/ downloading/uploading etc. may visit the website: **http://etender.wb.nic.in** or **http://wbetenders.gov.in**

Sd/- **Prodhan**
**Bilkanda-II GP**



বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন
**৯৮৩১৯১৯৭৯১**

**Durgapur Municipal Corporation**
**City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman**

**Notice Inviting e-Tender**

**1) Name of the Work :** Construction of Concrete Road from Street No.-20 to 12, Vidyapati under Booth No.-115, Ward No.-04, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/325(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950170_1 ● Est. Amt: Rs. 4,25,318.00**

**2) Name of the Work :** Construction of Shed at Street No.-06 Vidyapati under Booth No.-115, Ward No.-04, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/325(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950170_2 ● Est. Amt: Rs. 2,99,786.00**

**3) Name of the Work :** Construction of new Road for linkup under Booth No.-03, Ward No.-01, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/323(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950251_1 ● Est. Amt: Rs. 1,36,853.00**

**4) Name of the Work :** Construction of New Shed at Parulia Namo Para Sashan under Booth No.-03, Ward No.-01, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/323(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950251_2 ● Est. Amt: Rs. 6,72,791.00**

**5) Name of the Work :** Construction of new Road from Nachan Culvert to Bibhuti Kali Mandir under Booth No.-03, Ward No.-01, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/323(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950251_3 ● Est. Amt: Rs. 2,36,360.00**

**6) Name of the Work :** Repairing of Culvert at Nehru 01 No. Street under Booth No.-134, Ward No.-05, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/326(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950286_1 ● Est. Amt: Rs. 1,28,735.00**

**7) Name of the Work :** Repairing of Drain from Gautam Buddha Marg to Nehru under Booth No.-134, Ward No.-05, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/326(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950286_2 ● Est. Amt: Rs. 5,59,327.00**

**8) Name of the Work :** Fixing of tiles at Durga bedi at 1-No Street Nehru Avenue, C-Zone under Booth No.-134, Ward No.-05, DMC area
**e-Tender No. : WBDMC/W/326(APAS) of 25-26**
**Tender ID : 2025_MAD_950286_3 ● Est. Amt: Rs. 3,15,805.00**

Last Date : **11.12.2025 upto 11.00 a.m.**
For details : **wbtenders.gov.in**

**Sd/-**
**Executive Engineer, DMC**



**ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিমিটেড**

**CIN: L15520WB1960PLC024710**

**রেজি অফিস:** "এ্যালপে কোর্ট" ৪র্থ তল, ২২৫সি, এ.জে.সি. বোস রোড, কলকাতা-৭০০০২০, প:ব:
ফোন: (০৩৩)-২২৮১-৭০০১, ওয়েবসাইট: www.obl.org.in, ইমেল: cs@obl.org.in

**৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক ও অর্ধ বর্ষের অনিরীক্ষিত স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সারাংশ**

(টাকা লাখে)

| বিবরণ | | স্ট্যান্ডঅ্যালোন | | | | | | কনসোলিডেটেড | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | ছয় মাস সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত | ত্রৈমাসিক সমাপ্ত | | | ছয় মাস সমাপ্ত | | বর্ষ সমাপ্ত |
| | | ৩০.০৯.২০২৫ | ৩০.০৬.২০২৫ | ৩০.০৯.২০২৪ | ৩০.০৯.২০২৫ | ৩০.০৯.২০২৪ | ৩১.০৩.২০২৫ | ৩০.০৯.২০২৫ | ৩০.০৬.২০২৫ | ৩০.০৯.২০২৪ | ৩০.০৯.২০২৫ | ৩০.০৯.২০২৪ | ৩১.০৩.২০২৫ |
| | | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (অনিরীক্ষিত) | (নিরীক্ষিত) |
| ১ | কার্যাদি থেকে মোট আয় | ৩,৮৬৬ | ৪,৩৭৮ | ৩,৬৮৫ | ৮,২৪৪ | ৭,৭২৯ | ১৫,১৯১ | ৪,৩৮৯ | ৪,৯৪০ | ৪,২০৩ | ৯,৩২৯ | ৮,৮২৫ | ১৭,৩৩৬ |
| ২ | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) (কর, ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পূর্ব) | ১৩১ | ২৫৯ | ৬১ | ৩৯০ | ২৪২ | ৩৫১ | ১০৫ | ২৪৫ | ৭৩ | ৩৫০ | ৩১৩ | ৩৯২ |
| ৩ | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পূর্ব (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ১৩১ | ২৫৯ | ৬১ | ৩৯০ | ২৪২ | ৩৫১ | ১০৫ | ২৪৫ | ৭৩ | ৩৫০ | ৩১৩ | ৩৯২ |
| ৪ | সময়কালের জন্য নিট লাভ/(ক্ষতি) কর পরবর্তী (ব্যতিক্রমী এবং/বা বিশেষ দফা পরবর্তী) | ৯৯ | ১৮৪ | ১১ | ২৮৩ | ১৮৯ | ২৭০ | ৭৩ | ১৭০ | ২৩ | ২৪৩ | ২৬০ | ৩০২ |
| ৫ | সময়কাল [সময়কালের (কর পরবর্তী লাভ/(ক্ষতি) এবং অন্যান্য ব্যাপক আয় (কর পরবর্তী)-এর অন্তর্গত]-এর জন্য মোট ব্যাপক আয় | ১০১ | ১৮৬ | ১১ | ২৮৭ | ১৮৯ | ২৭৯ | ৭৫ | ১৭২ | ২৩ | ২৪৭ | ২৬০ | ৩১১ |
| ৬ | ইক্যুইটি শেয়ার মূলধন | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ | ২১৬.১৫ |
| ৭ | অন্যান্য ইক্যুইটি (পুনর্মূল্যায়ণ সংরক্ষণ ব্যতীত, নিরীক্ষিত ব্যালান্স সীট অনুযায়ী) | - | - | - | - | - | ১,৮৯১ | - | - | - | - | - | ১,৮৮৫ |
| ৮ | শেয়ার প্রতি আয় (ফেস ভ্যালু প্রতিটি ১০/- টাকা) (বার্ষিকীকৃত নয়) মৌলিক এবং মিশ্রিত (টা.) | ৪.৫৮ | ৮.৫১ | ০.৫১ | ১৩.০৯ | ৮.৭৪ | ১২.৪৯ | ৩.৩৮ | ৭.৮৬ | ১.০৬ | ১১.২৪ | ১২.০৩ | ১৩.৯৭ |

**দ্রষ্টব্য:**

১ ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের মেসার্স ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লিঃ ('হোল্ডিং কোম্পানি')-এর স্ট্যান্ডঅ্যালোন অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল এবং ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৫ তারিখে শেষ হওয়া ত্রৈমাসিক ও অর্ধবর্ষের হোল্ডিং কোম্পানি ও তার সাবসিডিয়ারি সমূহ (মেসার্স শারদ কোয়েঞ্চ প্রাঃ লিঃ)-এর কনসোলিডেটেড অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল তাঁদের ১৪ নভেম্বর ২০২৫ তারিখে অনুষ্ঠিত সভাতে নিরীক্ষণ সমিতি দ্বারা পুনরীক্ষিত এবং কোম্পানি পরিচালন পর্ষদ দ্বারা অনুমোদিত হয়েছে।

২ সেবি (লিস্টিং অবলিগেশনস অ্যান্ড ডিসক্লোজার রিকোয়ারমেন্টস) রেগুলেশন, ২০১৫-র রেগুলেশন ৩৩ অধীনে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহে ফাইল করা ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত ত্রৈমাসিক এবং অর্ধ বর্ষের আর্থিক ফলাফলের বিশদ ফর্ম্যাটের সারাংশ উপরেরটি। ত্রৈমাসিক স্ট্যান্ডঅ্যালোন এবং কনসোলিডেটেড আর্থিক ফলাফলের সম্পূর্ণ ফর্ম্যাট পাওয়া যাবে স্টক এক্সচেঞ্জ সমূহের ওয়েবসাইট সমূহ অর্থাৎ www.bseindia.com এবং www.cse-india.com -এ এবং কোম্পানির ওয়েবসাইট অর্থাৎ www.oble.org.in -তে।

স্থান : কলকাতা
তারিখ : ১৪.১১.২০২৫

**পর্ষদের আদেশানুসারে**
**ওরিয়েন্ট বেভারেজেস লি:-র জন্য**
**স্বা/-**
**এন. কে. পোদ্দার**
**চেয়ারম্যান**
**DIN: 00304291**



Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত। **RNI No. WBBEN/2006/17404,** ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

একদিন নবপত্রিকা

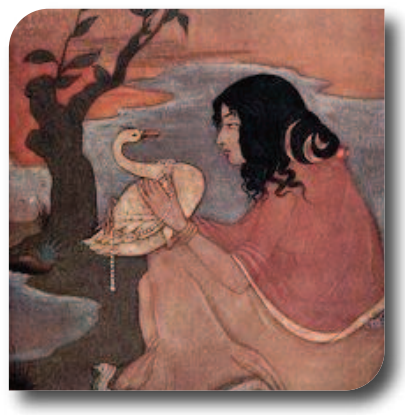





# ঠাকুরবাড়ির আর এক রত্ন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

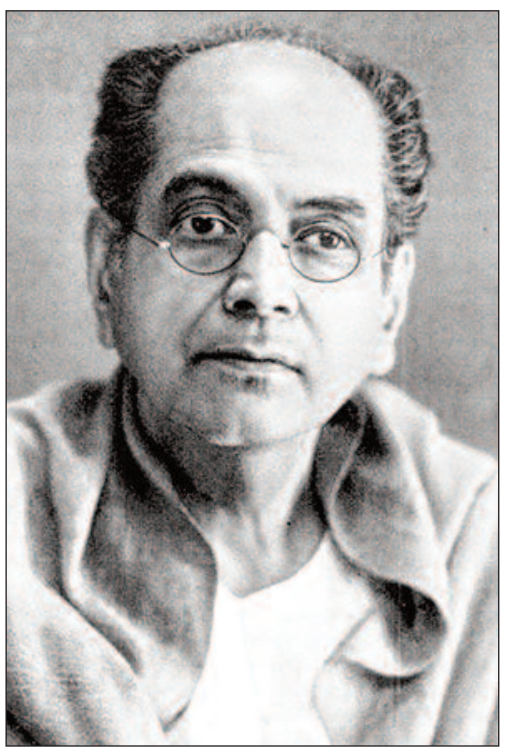



শুভেন্দু চট্টোপাধ্যায়

বাংলা সমসাময়িক পত্রের ইতিহাসে প্রথম প্রকৃত আধুনিক চিত্রশিল্পী রূপে যার আবির্ভাব ঘটেছিল, তিনি হলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তবে তিনি লেখকদের মধ্যে চিত্রশিল্পী রূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। পত্রিকার অভ্যন্তরে চিত্র প্রকাশ নয়, পত্রিকার অগ্রিম বিজ্ঞাপনেও তাঁর নাম অন্যান্য লেখকদের সাথে একই সারিতে মুদ্রাঙ্কিত হয়েছিল। বাংলা সাময়িক পত্রের ইতিহাসে এই ঘটনাটি প্রথম। ভারতীয় শিল্পকলার ইতিহাসে নবযুগ এনেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি যে ছবি এঁকেছিলেন তা প্রথমে বেঙ্গলি স্কুল, পরে ভারত শিল্প নামে পরিচিত হয়ে সারা দেশে তার খ্যাতি সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তারপরে আর কোন শিল্পী বা তাঁর শিল্পকলা এবং সর্বভারতীয় খ্যাতি আর জনপ্রিয়তা অর্জন করেনি। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পূর্বে অনেক চিত্রশিল্পী জন্মগ্রহণ করেছিলেন যেমন রামচাঁদ রায়, বিশ্বম্ভরাচার্য, মাধব দাস, রাম ধন স্বর্ণালংকার, বীরচন্দ্র দত্ত, রামসাগর চক্রবর্তী, অন্নদাচরণ বাগচী প্রমুখ। কিন্তু আমরা ক জনই বা তাদের নাম জানি? অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আগে চিত্রশিল্পী হিসেবে যার নাম পাঠক মহলে একটু আধটু পরিচিত তিনি হলেন হ.চ. হ। অর্থাৎ হরিশচন্দ্র হালদার। তিনি একদিকে ছিলেন ম্যাজিশিয়ান অন্যদিকে ছিলেন চিত্রকর। যথাযথ চিত্রশিল্পী মর্যাদা যদিও তিনি কখনোই অর্জন করতে পারেননি। তিনি ছিলেন ঠাকুরবাড়ির একজন 'পোষা চিত্রকর'।

চিত্রশিল্পের এইরকম যখন অবস্থা, সেই সময় বঙ্গীয় চিত্রশিল্পের জগতে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মপ্রকাশ। সাধনা পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ কে দিয়ে একাধিক ছবি আঁকিয়ে ছিলেন। ৫০ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ যখন জীবনস্মৃতি লিখছেন তখন 'বাড়ির আবহাওয়া'শীর্ষক একটি অধ্যায়ে আক্ষেপ করে তিনি বলছেন 'তখনকার কথা যতই ভাবি আমার একটা কথা কেবলই মনে হয় তখনকার দিনে মজলিস বলিয়া একটা পদার্থ ছিল এখন সেটা নাই। পূর্বেকার দিনের যে একটি নিবিড় সামাজিকতা ছিল আমরা যেন বাল্যকালে তাহারি শেষ অস্তছটা দেখিয়াছি' প্রায় ২২ বছর পর একই আক্ষেপের সুরে অবনীন্দ্রনাথ শনিবারের চিঠিতে লিখেছিলেন 'আবহাওয়া' নামের রচনা। সেখানে যিনি লিখছেন তাঁদের কালের মজলিস কি রকম ছিল তা সংক্ষেপে 'বৈজ্ঞানিক হিসাবের সংকীর্ণতায় প্রাণ বস্তুর কাঠ ছাট তখনো শুরু হয়নি। নানা প্রয়োজন এবং বাহুল্যের সরবরাহ করে মজলিসকে বাঁচিয়ে রাখা যাদের কাজ ছিল সেই চাকর বাকররাও ছিল তেমনি মজলিসের রস তাদেরও ছুঁয়ে যেত'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোট ছোট কথা গল্পচ্ছলে যা বলতেন সেগুলিতে আসলেও ধন্য রানীচন্দ্র অবসর সময় খাতায় লিখে রাখতেন। রাণীচন্দ্র ঠিক করেছিলেন এই লেখাগুলি কাউকে দিয়ে সুন্দর করে লেখাবেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বললেন 'তুই একটু লেখার অভ্যাস কর না কিচ্ছু ভাবিস না। বেশ তো যা হয় একটা কিছু লিখে আন। আমি দেখিয়ে দেবো।' উত্তরের রানী চন্দ্র বলেনক্ষ্মএবারে অবনীন্দ্রনাথের কাছে গল্পচ্ছলে অনেক মূল্যবান কাহিনী ও কথা শুনেছি, যা আমার মনে হয়, পাঁচজনের জানা দরকার। বিশেষ করে শিল্পীদের। সে লেখাগুলো যদি দেখিয়ে দেন কিভাবে লিখতে হবে তবে তাই দিয়ে লেখা শুরু করতে পারি। শুনে রবীন্দ্রনাথ অত্যন্ত আগ্রহ দেখান এবং বলেনক্ষ্মঅবন বসে লিখবার ছেলে নয়, আর কোমর বেঁধে লিখলে এমন সহজ বানিয়ে পাওয়া যাবে না তুই যত পারিস ওর কাছ থেকে আদায় করে নেক্ষ্মঅবন ঠাকুরও রানীকে বলেনক্ষ্মযত পারো নিয়ে যাও সময় আমারও বড় কম কে জানত রবি কাকা আমার এই সব গল্প শুনে এত খুশি হবেনক্ষ্মদিন সাতেক পর জোড়াসাঁকো বাড়ি থেকে রানী যখন অনেকগুলো গল্প নিয়ে শান্তিনিকেতনে ফিরে যাচ্ছেন তখন অবনীন্দ্রনাথ বলেছিলেনক্ষ্মযাও এবারকার মত এই গল্পগুলো নিয়েই,। গিয়ে শোনাও রবি কাকাকে। ওর অসুস্থ শরীরের বেশি উৎসাহ আনন্দ দিতেও ভয় হয়--এই বুঝে লেখা ওঁকে শুনিও। এই গল্পগুলো শুনে রোগ শয্যায় যদি উনি মুহূর্তের জন্য খুশি হন সেই হবে আমার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।ক্ষ্মএরপর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন গল্পগুলি পড়লেন তখন লিখলেন 'অবন কি চমৎকার তোমার বিবরণ শুনতে শুনতে আমার মনের মধ্যে মরা গাঙে বান ডেকে উঠল। বোধহয় আজকের দিনে আর দ্বিতীয় কোন লোক নেই। যার স্মৃতি চিত্রশালায় সেদিনকার যুগ এমন প্রতিভার আলোকে প্রাণে প্রদীপ্ত হয়ে দেখা দিতে পারে-এ তো ঐতিহাসিক পাণ্ডিত্য নয়। এই যে সৃষ্টি সাহিত্যে পরম দুর্লভ প্রাণের মধ্যে প্রাণ রক্ষিত হয়েছে। এমন দুজন সুযোগ দৈবাৎ ঘটে।' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর তারপর লেখেন 'মানুষের মনও তাই। স্মৃতির প্রকাণ্ড জালা তাতে অনেক ফুটো সেই ফুটো দিয়ে স্মৃতি ঢুকছে আর বের হচ্ছে। জালা খুলে বসে আছি। কতক বেরিয়ে গেছে কত ধুঁকছে কতক রয়ে গেছে মনের ভিতর থোকরাচ্ছে তো ঠোঁকড়াচ্ছে এ না হলে হয় না আবার। আর্টেরও তাই।' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন এজন্য মুখে মুখে ছবি আঁকা। মুখে মুখে ছড়া কাটা মুখে স্বপ্নের সিঁড়ি মাটি থেকে আকাশে ঠেকানো। আর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অবনীন্দ্রনাথ সমন্ধে বলেছেন 'বিশ্বজনের আত্ম উপলব্ধিতে সমান অধিকার দিয়েছেন ভাষাকেও যে আত্ম উপলব্ধির স্থান থেকে ছড়িয়ে দেওয়া যায়, বিশেষ পাঠ আমরা তার কাছ থেকে পাই সাহিত্য আর শিল্প একক বিন্দুতে মিলে যায়। যখন অবনীন্দ্রনাথ গল্প বলেন সুন্দরবনের জাহাজ থেকে তীরে বসে থাকা বাঘকে দেখে ক্যাপ্টেন বলে বসেন ওটা ইন্ডিয়ান ক্যাট আর বিলেত ফেরত খালাসিরাও বিড়াল পোশার শখে অনেক ধস্তাধস্তির পর ধরে আনলো শার্দুল। ক্যাপ্টেনকে বিড়াল বকশিস দিতে চাইলে তিনি তখন হয়তো বেগতিক বুঝেই বললেন ওটা কি জানো ইন্ডিয়ান টাইগার'। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জোড়াজুড়িতেই খামখেয়ালিতে অবনীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন 'দেবী প্রতিমা' নামে একটি গল্প।

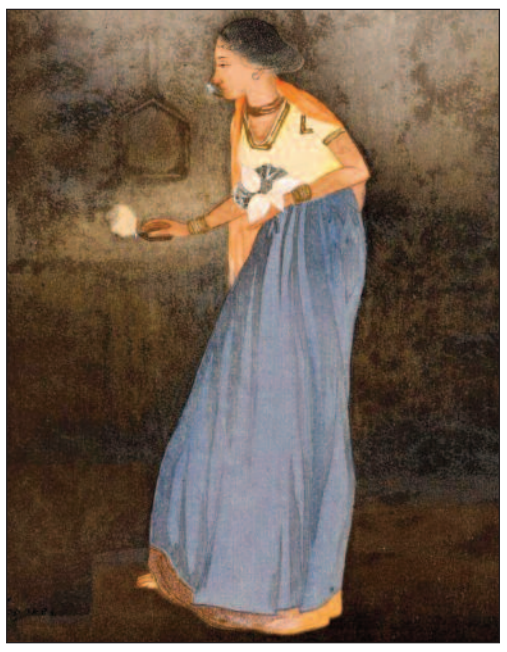

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উল্লেখযোগ্য সৃষ্টি হল কুটুম কাটুম। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর যখন কুটুম কাটুন শুরু করেছিলেন, তখন তার বয়স ৬০/ ৬১ এবং সালটা ১৯৩০/৩১ যখন তিনি আর ছবি আঁকছেন না। জোড়াসাঁকো দক্ষিণের বারান্দার কৌচে বসে সারাদিন ধরে কুটুম কাটুম করেন। এই নামটাও তার নিজের দেওয়া, ফেলে দেওয়া কাঠ কুটো, শুকনোভাঙা ডালপালা যা কিছু বাগানে কুড়িয়ে পান তাদের প্রত্যেকটির মধ্যে তিনি দেখতে পান কোন পরিচিতি রূপ যাকে তিনি কুটুম বা আত্মীয় বলেছেন। কিন্তু সে পূর্ণাঙ্গ রূপ



নিয়ে আসে না একটা আদল মাত্র ,যাকে তিনি বলেছেন কাটুম বা কুটুম। এই কাটাম বা কাঠামোর সঙ্গে কিছু যোগ বিয়োগ না করে বা অতিরিক্ত বা অপ্রয়োজনীয় অংশ ছেঁটে ফেলে বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ জোড়া দিয়ে বা অদল বদল কাঁটাজোড়া করে যখন কোন কিছু হচ্ছে না তখন সম্পূর্ণ নতুন কিছু কল্পনা করে এক টুকরো লাল কাপড়ের পরিধেয় করেন। হয়তো কোন রাজকন্যের বা সাদা ন্যাকড়া ছিড়ে পাল তোলা নৌকা বানান। আসলে এক একটি রূপ বা ফর্মের সৃষ্টি হয়।যেগুলি তাঁর কল্পনায় নৃত্যরত গণেশ, ডিমবুড়ো, বালিকা হিরামনি, মুক্তদন্তী রাজকন্যা, ভৈরবী বা রাম ছাগল। রাণীচন্দ্রের বিবরণের পাইক্ষ্মএকটা ছোট্ট হাঁসের গায়ে নিজের মুখ থেকে জ্বলন্ত চুরুট নিয়ে ছেঁকা দেন আর ছেকারর দাগে কালো রঙ ধরে কাঠে.... কি না বাচ্চা হাঁসের গায়ে পালক ফুটল। গড়েন মহাদেব, সঙ্গে ভিক্ষের ঝুলি, একটি শুকনো আম কাঠের লাঠি, সারাদিন ধরে ভিক্ষুকের ঝুলিটি বাঁধেন খোলেন আবার বাঁধেনক্ষ্ম। এখন চিত্রশিল্পী বা কলা ইতিহাসবিদেরা প্রশ্ন তুলতে পারেন কুটুম কাটুন কি খেলনা? নাকি পুতুল? নাকি ভাস্কর্য? যদিও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর এগুলিকে পুতুল বা খেলনা বলেই অভিহিত করেছেন। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন ক্ষ্মঅবনের সৃজনশক্তি অদ্ভুত লোকের সৃষ্টির ধারা কত প্রকারের প্রবাহিত হয় দেখাক্ষ্ম। রানি ও নন্দলাল বসুর এক প্রশ্নের উত্তরে অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর বলেছিলেন কাটুম কুটুম আহ্লাদীর বোন পেহ্লাদী নয়, কেননা এদের গড়ন পেটন আমার দেওয়া নয়। এরা আসে আমার ঘরে সুখ দুঃখের ভাগ নিতে কত রূপ ধরে নতুন নতুন কুটুম এসে জোটে যেমন, এরাও তেমন। ব্রহ্মার কাছ থেকে এরা অদ্ভুত রসের কাঠামো নিয়ে আসে। শিল্পী এদের ঝাড় পোঁচ করেন হাত পা জুড়ে দেন। এরা কেউ বনবাসী, কেউ মাঠবাসি, কেউ জলবাসি, পুতুলের সঙ্গে এদের অনেক তফাৎ। পুতুল তো খেলার জিনিস। কিন্তু এরা কুটুম কাটাম। প্রত্যেকের চেয়ে অভাব তার শিল্পী পূরণ করে দেয়। কারো চুল ছেটে দেন, কারোকে জামা পড়িয়ে দেন। কারোর খোঁড়া পা জোড়া লাগান। কারোকে গাছে চড়িয়ে দেন। সব শেষে তিনি বলেন আর্টের এ নতুন দিক নতুন কাহিনী নতুন রাস্তা পেয়ে গেছি আমি।' অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছবির মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে পার্শিয়ান ছবির একটি অ্যালবাম ছবি। তাঁর কথায় সেই আইরিস মেলোডির ছবিও দিল্লির ইন্দ্র সবার নকশা যেন আমার চোখ খুলে দিল। একদিকে আমার পুরাতন ইউরোপিয়ান আর্টের নিদর্শন ও আর একদিকে এ দেশের পুরাতন চিত্রের নিদর্শন। দুই দিকে দুই পুরাতন চিত্রকলার গোড়াকার কথা একই।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের যে ছবিটি সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য সেটি হল ভারত মাতা নিবেদিতা তার লেখায় এই ছবিটির উচ্ছশিত প্রশংসা করেছেন এই ছবিতে ভারতীয় জননীর আদর্শ নিবেদিতার কাছে ধরা পড়েছে— এ যেন সেই জননী যিনি স্নেহে, শিক্ষায়, অন্ন বস্ত্রে তাঁর সন্তানদের আগলে রেখেছেন। প্রতিমার মাথার পিছনে জ্যোতির্বলয় প্রস্ফুটিত পদ্মের উপর দন্ডায়মান সেই চতুর্ভূজায় নারী। যেন দেবীপ্রতিমার মতই এক অলৌকিক শক্তির আঁধার। নিবেদিতা ছবির বিশেষ চিহ্ন গুলির দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। পশ্চাদপটের শুভ্র আলোকরেখা, পদপ্রান্তে প্রস্ফুটিত পদ্ম, খালিপায়ে সন্ন্যাসিনীর মত পরিচ্ছদের শঙ্খের অঙ্কনে সজ্জিতা ভারত মাতৃকার সেই ছবি যেন একই সঙ্গে ভারতীয় নারীদের আলোকিত পথিক হিসেবেও প্রকাশিত।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রশৈলীর বিশেষ লক্ষণগুলি ফুটে উঠেছে তাঁর ওমর খৈয়াম সিরিজের ছবিতে। রং অবয়ব নির্মাণ আকারের মন্ডনধর্মিতা তাঁর ছবির ভাব ও আঙ্গিকের ক্ষেত্রে চূড়ান্ত নিদর্শন হয়ে উঠেছে। ১৯১০ সালে লন্ডনের ললিত কলার সাময়িক পত্র দ্য স্টুডিয়োর উদ্যোগে প্রকাশিত হয়েছে তার বারোটি ছবি। 'দ্য রুবাইয়াত অফ ওমর খৈয়াম' শিরোনামে লন্ডনের ইন্ডিয়া সোসাইটি থেকে রবি কাকার গীতাঞ্জলি প্রকাশের আগে মুদ্রিত হয়েছে ভাইপো অবনের আঁকা সেই এক ডজন ছবির অ্যালবাম। যা দেশের বাইরে অবনীন্দ্রনাথ কে চিনিয়ে দিয়েছে এক অন্য ধারার শিল্পী হিসেবে।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্র ভাস্কর্য সম্পর্কিত দুটি অসামান্য রচনা 'ভারত শিল্পের ষড়ঙ্গ' ও 'ভারতশিল্পের মূর্তি'। এছাড়াও বিভিন্ন লেখা, প্রবন্ধ বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় একাধিকবার প্রকাশিত হয়েছে। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের উদ্যোগে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় রানী বাগীশ্বরী অধ্যাপক হিসাবে অবনীন্দ্রনাথ ভারতীয় শিল্প বিষয়ক যে একগুচ্ছ বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার সময় সীমা ছিল ১৯২১ থেকে ১৯২৯ সাল পর্যন্ত। মোট ২৯ টি তিনি বক্তৃতা প্রদান করেন। যা 'প্রবাসী ও বঙ্গবাণী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তাঁর বক্তৃতা সম্পর্কে উমা প্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলেছেন 'বক্তৃতা তো নয়। সেও এক ছবি দেখা দীর্ঘ দেহ বক্তা। পরনে আল-খাল্লার মত পোশাক যেন বাংলার বাউল। সুপ্রশস্ত ললাট মাথার সমুখপানে বিরল কেশ পাশে ও পিছনে বঞ্চিত কিসের গুচ্ছ যেন নদী তটে স্তব্ধ ঢেউয়ের সারি চোখের চাহনি মুখের ভঙ্গি অঙ্গ চলনা দেহ ভঙ্গিমা সবকিছুর মাঝে কেমন যেন অদ্ভুত ভাব। বক্তৃতা শোনা নয় । এ যেন শব্দ কথা দিয়ে আঁকা ছবির পর ছবি দেখা। আনন্দের স্রোতে মন ভেসে চলে কোন অজানা নীল সাগরে। আলোক উজ্জ্বল হয়ে ওঠে শ্রোতার মন। তাঁর আলোচনার বিষয়বস্তুগুলি ছিল শিল্পে অনধিকার, শিল্পের অধিকার, দৃষ্টি ও সৃষ্টি, শিল্প ও ভাষা, মত ও মন্ত্র, শিল্প শাস্ত্রের ক্রিয়াকাণ্ড, শিল্পীর ক্রিয়া কান্ড, সুন্দর, অসুন্দর, জাতীয় শিল্প, অরূপ না রূপ ইত্যাদি।

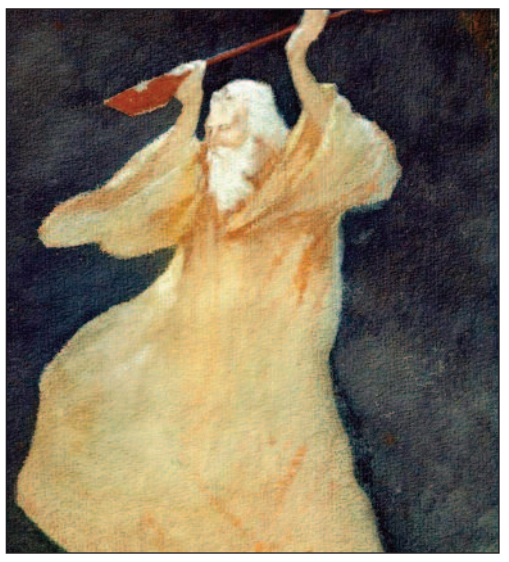

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ছোটদের নিয়ে লেখা একটি উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হল 'ক্ষীরের পুতুল'। যেটি ১৮৯৬ সালে প্রকাশিত হয়। দুয়োরাণী ও সুয়োরাণী কে নিয়ে লেখা একটি কল্পনা নির্ভর ছোটদের মনোপযোগী গল্প। দুয়োরানী ক্ষির দিয়ে একটি পুতুল তৈরি করে



তাকে বিয়ে দিতে পাঠান যা পরে ষষ্ঠী ঠাকুরের কৃপায় সত্যিই একটি সন্তান হিসেবে আবির্ভূত হয়। একটা চালাক বানরের কথা এই গল্পে আছে এটি বাংলা শিশু সাহিত্যের অনবদ্য সৃষ্টি এমন কোন বাচ্চা নেই যে এই গল্পটি পড়েনি। পুস্তক কি আদি ব্রাহ্মসমাজ প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। পরে বাংলা ছাড়া আরো অনেক ভাষায় এটি অনূদিত হয়। শিশু সাহিত্য এটি গুরুত্বপূর্ণ কালো জয়ী রচনা হিসেবে বিবেচিত হয়। ভারতের বাইরে ফরাসি ও সুইডিস ভাষায় ক্ষিরেরর পুতুল গল্পটি অনুদিত হয়।

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারতমাতা ছাড়া উল্লেখযোগ্য চিত্রকর্ম গুলি হল, কচ ও দেবযানী এটি একটি অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ম্যুরাল চিত্রকর্ম। এছাড়া অশোকের রানী, বুদ্ধ ও সুজাতা চিত্ত কর্ম দুটিও খুবই সমাদৃত। অন্তিম শয্যায় শাহজাহান ছবিতে শাহজাহানের অসহায় অবস্থা ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের চিত্রশিল্পের বৈশিষ্ট্য হলো ভারতীয় পাশ্চাত্য শিল্প রিতির মিশ্রণ যা বেঙ্গল স্কুল অফ আর্ট নামে পরিচিত। তিনি মুঘল ও রাজপুত চিত্রকলা কে আধুনিকীকরণ করেন এবং ঐতিহ্য স্বদেশী মূল্যবোধ এর উপর জোর দেন। তার চিত্রাবলীতে সূক্ষ্মরেখা বায়ুমণ্ডল এবং রংয়ের দারুন শৃঙ্খনি দেখা যায়। তিনি শুধু বস্তু পৃষ্ঠের ওপর মনোযোগ না দিয়ে বস্তুগত গুণাবলীর উপর জোর দিতেন। জাপানি ব্রাশওয়ার্কও তাঁর চিত্রশিল্পে পরিলক্ষিত হয়। তার ছবিতে ভারতের পৌরাণিক কাহিনী, ইতিহাস ও প্রকৃতির পাশাপাশি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার স্থান পেয়েছে।

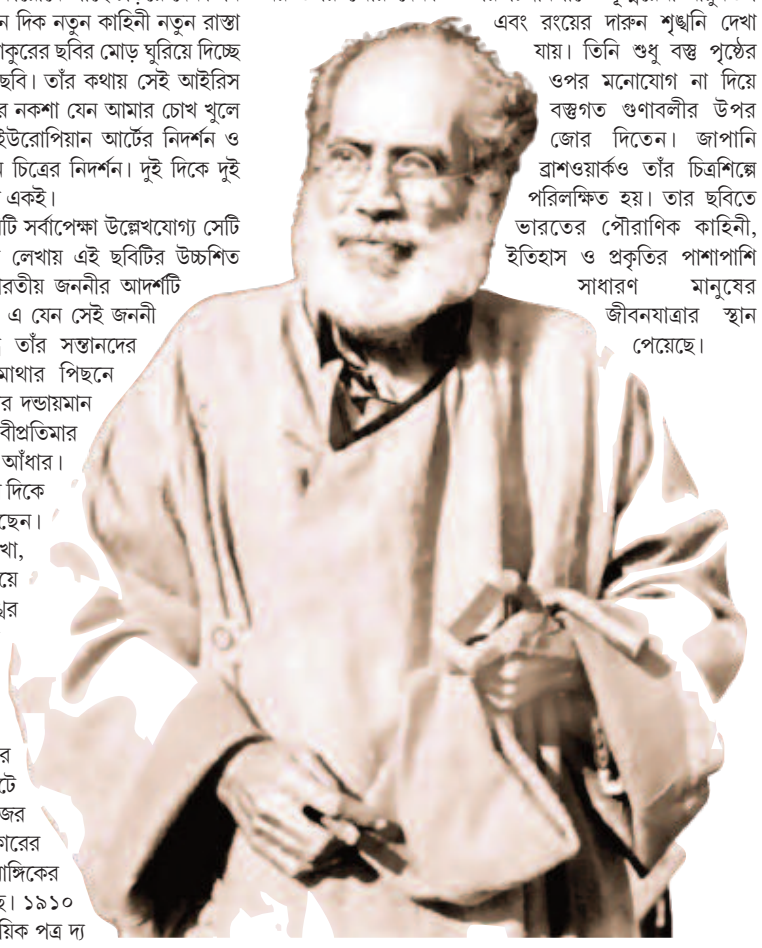



# দেব সেনাপতি, মাতৃ আজ্ঞায় চিরকুমার

**কার্তিক পূর্ণিমার উৎসবটি শুরু হয় 'প্রবোধিনী একাদশীর' দিন থেকে, যেটি শুক্লপক্ষের একাদশী এবং পূর্ণিমা কার্তিক মাসের পঞ্চদশ দিন। তবে এখনও কিন্তু সৌম্যদর্শন যে কোনও পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয় কার্তিক ঠাকুরের। কার্তিক মানেই বীরত্বের প্রতীক।**

প্রদীপ মারিক

পুরাণ কথা অনুসারে, ব্রহ্মার বরে মহাতেজস্বী তারকাসুরকে নিধনের জন্যই পরাক্রমশালী যোদ্ধা কার্তিকের জন্ম হয়েছিল। তারকাসুরকে বধ করা কোন দেবতার পক্ষে সম্ভবপর হয়ে উঠছিল না এবং তার অত্যাচারে দেবকুল অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছিল এবং সেই সময় দৈববলে প্রাপ্ত অজেয় শক্তির অধিকারী দেবশিশু কার্তিক তারকাসুর নিধন করেছিলেন এবং এই তারকাসুর নিধন করে দেবকুলে কার্তিক হন দেব সেনাপতি। পুরাণমতে তিনি তরুণ সদৃশ, সুকুমার, শক্তিধর এবং সর্ব সৈন্যের পুরোভাগে অবস্থান করেন। কার্তিক একাধিক নামে সম্বোধিত হয়ে থাকেন। কৃত্তিকাসুত, আম্বিকেয়, নমুচি, শিখিধ্বজ, অগ্নিজ, বাহুলেয়, ক্রৌঞ্চারতি, শরজ, তারকারি, শক্তিপাণি, বিশাখ, ষড়ানন, গুহ, যান্মাতুর, কুমার, সৌরসেন, দেবসেনাপতি গৌরী সুত ইত্যাদি। এছাড়াও কার্তিকের আরও অনেক নাম আছে সেই গুলি হল পাবকি, মহাসেন, ষন্মুখ, কুমার, কুমারেশ, গাঙ্গেয়, বিশাখ, মহাসেন, কুক্কুটধ্বজ, নৈগমেয়। কথিত আছে কার্তিক ঠাকুরের কৃপা পেলে পুত্রলাভ এবং ধনলাভ হয়। কার্তিক হলেন যুদ্ধদেবতা, ইনি বৈদিক দেবতা নন ইনি পৌরাণিক দেবতা। প্রাচীন ভারতে সর্বত্র কার্তিক পুজো প্রচলিত ছিল। পুরাণ অনুসারে হলুদবর্ণের কার্তিকের ছয়টি মস্তক, তাই তার অপর নাম 'ষড়ানন'। যুদ্ধের দেবতা বলে তিনি লক্ষ্য অবিচল। পাঁচটি ইন্দ্রিয় অর্থাৎ চোখ, কান, নাক, জিভ আর ত্বক ছাড়াও একাগ্র মন দিয়ে তিনি যুদ্ধ করেন। তার হাতে থাকে 'বর্শা-তীর-ধনুক'। আবার কারও মতে মানব জীবনের ষড়রিপু 'কাম' বা কামনা, 'ক্রোধ' বা রাগ, 'লোভ' বা লালসা, 'মদ' বা অহং, 'মোহ' বা আবেগ, 'মাৎসর্য্য' বা ঈর্ষা'কে সংবরণ করে দেব সেনাপতি কার্তিক যুদ্ধক্ষেত্রে সদা সজাগ থাকেন। এই 'ষড়রিপু' মানুষের জীবনের অগ্রগতির বাধা তাই জীবনযুদ্ধে জয়লাভ করতে গেলেও কার্তিকের মতো সজাগ, সচেতন থাকতে হবে। কার্তিক বৈদিক দেবতা নন, কার্তিক হলেন পৌরাণিক দেবতা। কার্তিক ঠাকুর উত্তর ভারতের চেয়ে অধিক জনপ্রিয় দক্ষিণ ভারতে। তামিল ভাষীদের কাছে কার্তিকের রূপ হল 'মুরুগন'। বাংলাতেও কার্তিক পুজো বেশ জনপ্রিয়। কার্তিক পূর্ণিমার উৎসবটি শুরু হয় 'প্রবোধিনী একাদশীর' দিন থেকে, যেটি শুক্লপক্ষের একাদশী এবং পূর্ণিমা কার্তিক মাসের পঞ্চদশ দিন। তবে এখনও কিন্তু সৌম্যদর্শন যে কোনও পুরুষের সঙ্গে তুলনা করা হয় কার্তিক ঠাকুরের। কার্তিক মানেই বীরত্বের প্রতীক। প্রচলিত লোককথা থেকে পাওয়া যায়, একদিন দানবদের পরাজিত করে কার্তিক বাড়ি ফিরছিলেন, তখন এক রূপবতী দেবকন্যার সঙ্গে তার দেখা হয়, সেই দেবকন্যার নাম ঊষা। কার্তিক তাকে বিয়ের প্রস্তাব দেন। ঊষাও কার্তিকের প্রস্তাবে রাজি হয়ে যান। ঊষাকে সঙ্গে নিয়ে কৈলাশের কাছাকাছি পৌঁছান কার্তিক কিন্তু আচমকাই তার মনে হয়, বাড়িতে বউ নিয়ে যাওয়ার আগে মায়ের সঙ্গে কথা বলা উচিত। তাই ঊষাকে ধানখেতে দাঁড় করিয়ে রেখে তড়িঘড়ি মা দুর্গার কাছে যান কার্তিক। কথা বলে মায়ের থেকে অনুমতিও নেন। কিন্তু সেই অনুমতি মা কতটা মন থেকে দিলেন এই নিয়ে খানিক ধন্দে ছিলেন কার্তিক। মনে উথালপাথাল হলেও, তড়িঘড়ি বর সেজে ধানখেতের দিকে রওনা দেন তিনি। কিন্তু আচমকাই মনে পড়ে মাকে প্রণাম করা হয়নি, আবারও বাড়ি ফিরে যান কার্তিক। গোটা বাড়িতে মাকে খুঁজে না পেয়ে অবাক হয়ে যান। খোঁজাখুঁজি করতে করতে রান্নাঘরে পৌঁছান কার্তিক। এরপরের দৃশ্য দেখে অবাক হয়ে যান দেখেন, মা দুর্গা রান্না ঘরে ঢুকে তড়িঘড়ি করে খাবার খাচ্ছেন। কার্তিক প্রশ্ন করেন, মা এমন ভাবে খাচ্ছ কেন? মা বলেন পুত্রবধূ যদি বাড়িতে এসে তাকে খেতে না দেয় এই আশঙ্কায় তিনি খাওয়া দাওয়া শুরু করেছেন। মায়ের কথা শুনে দুঃখ পান কার্তিক। ঠিক করেন, এভাবে ঊষাকে বিয়ে করবেন না। এদিকে, তখনও ধানখেতে দাঁড়িয়ে ছিলেন ঊষা, দেবসেনা কার্তিক আর ফিরলেন না। অবশেষে তিনি জানতে পারেন কার্তিকের প্রতিজ্ঞার কথা। প্রত্যাখ্যাত হয়ে বিয়ের সিদ্ধান্ত বদল করেন ঊষাও। লজ্জায় ধানখেতেই লুকিয়ে থাকার সিদ্ধান্ত নেন ঊষা। কার্তিক মাসে আমন ধানের শিষ বেরোয়, ওই ধানের শিষই নাকি ঊষা যে কারণে কার্তিক পুজোয় ব্যবহার করা হয় নতুন ধানের শিষ। কার্তিকের বাহন ময়ূর ভারতের জাতীয় পাখিও। অসাধারণ কর্মতৎপর এই পাখি খুবই সুন্দর। সৈনিক পুরুষের নানা গুণ ময়ূরকে বাহন করতে সাহায্য করেছে। ময়ূর খুব সামান্যই নিদ্রা যায়, সর্বদা সতর্ক থাকে, সে আলস্যহীন, ময়ূরের স্বজনপ্রীতি লক্ষণীয়। সৈনিক পুরুষ ময়ূরের মতো অনলস, কর্মকুশল আর লোকপ্রিয় হবেন। আর এই ধারণা থেকেই ময়ূর বাহন কার্তিকের। কার্তিক পুজোর দিন কাটোয়ায় এক বড়সড় শোভাযাত্রা বেরোয়। সব পুজো-মণ্ডপের দলবল তাদের ঠাকুর নিযে বেরোয় শোভাযাত্রায়। চলে লড়াই কার ঠাকুর আগে যাবে। এ যুদ্ধ রীতিমতো লাঠিসোটা, এমনকী তরবারি নিয়েও চলে। পশ্চিম বর্ধমান জেলার গৌরবাজার গ্রামে বিগত ১৬৬ বছর ধরে কার্তিক পুজো চলে আসছে।

এই পুজোর বিশেষত্ব হল তিনটি কার্তিক- বড় কার্তিক, মেজো কার্তিক, ছোটো কার্তিক। বর্ধমানে পালদের জমিদারি খুব বিখ্যাত ছিল। কথিত আছে, জমিদার জয়নারায়ণ পাল, শ্যাম পাল ও লক্ষ্মীনারায়ণ পাল নিঃসন্তান ছিলেন। ১৮৫৩ সালের দিকে একদিন রাত্রে স্বপ্নে জয়নারায়ণ পাল আদেশ পান তাদের তিন ভাই কার্তিক পুজো করলে তাদের সন্তান হবে। তাই তারা তিন ভাই মিলে ঘটা করে কার্ত্তিক মন্দির তৈরি করে একসাথে তিন কার্তিকের পূজা করতে লাগলেন। তারপরে ১৮৫৭ সালে লক্ষ্মীনারায়ণ পালের ধ্বজাধারী পাল নামে এক পুত্র সন্তান হয়। বাকি দুই ভাইয়ের একটি করে কন্যা সন্তান লাভ হয়। সেই থেকে এখানে পালদের বংশধরেরা আজও পুজো করে আসছেন। কার্তিক পুজো চার প্রহরের পুজো হয়। পুজো শেষে ব্রতকথা শোনার পর ভোরবেলায় কার্তিক ঠাকুরের বিসর্জন হয়। তবে কার্তিক প্রতিমা জলে বিসর্জনের রীতি নেই বলে মানুষের বিশ্বাস। দেবতাদের প্রাচুর্য বৈভবের মধ্যে থেকেও নিভৃতে মাতৃ আজ্ঞা পালন করে চলেছেন দেব সেনাপতি কার্তিক।